দ্য ব্যাটল অব
আরমাগেডন
শেষ যুগে ঘটিতব্য হক-বাতিলের চূড়ান্ত লড়াই
ড. ইসরার আহমদ রহি.
ভাষান্তর : মুহিউদ্দীন মাযহারী

দ্য ব্যাটল অব আরমাগেডন

শেষ যুগে ঘটিতব্য হক-বাতিলের চূড়ান্ত লড়াই

দ্য ব্যাটল অব আরমাগেডন

শেষ যুগে ঘটিতব্য হক-বাতিলের চূড়ান্ত লড়াই

মূল

ডাক্তার ইসরার আহমদ রহ.

বিদগ্ধ দাঈ এবং প্রতিষ্ঠাতা, তানজিমে ইসলামী, পাকিস্তান

উস্তাদ আসিফ হামিদ

সাহেবজাদা, ডাক্তার ইসরার আহমদ রহ.

ইনচার্জ, অডিও-ভিজ্যুয়াল বিভাগ, তানজিমে ইসলামী, পাকিস্তান

অনুবাদ

মুহিউদ্দীন মাযহারী

আমার শ্রদ্ধেয় বাবা ও মা—কে

পরম দয়ালু ও অসীম করুণাময় প্রভু তাঁদেরকে নেক হায়াত দান করুন ও সিরাতে মুস্তাকিমের ওপর অটল রাখুন। আমিন।

সূচিপত্র

পুস্তিকা-২

পুস্তিকা-৩

পুস্তিকা- ৪

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের কলিজার টুকরো নবি মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কেরামের ওপর।

বান্দার অনূদিত 'দ্য ব্যাটল অব আরমাগেডন' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। লাকাল হামদু ওয়ালাকাশ শুকরু। বইটি পাঠের পূর্বে ভূমিকায় কিছু বিষয় তুলে ধরা জরুরি মনে করছি। আশা করছি তা সম্মানিত পাঠকদেরকে বইটি থেকে যথাযথভাবে উপকৃত হতে সাহায্য করবে ইনশাআল্লাহ।

এক. বক্ষ্যমাণ বইটি ডাক্তার ইসরার আহমদ রহ. লিখিত স্বতন্ত্র কোনো গ্রন্থ নয়। বরং এটি ডাক্তার সাহেব রহ. তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বয়ানের লিখিত সংস্করণ এবং তাঁর সুযোগ্য সন্তান উস্তাদ আসিফ হামিদ সাহেব হাফিজাহুল্লাহ লিখিত একটি বড় প্রবন্ধ থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।

এই রচনাগুলোতে বিশেষভাবে কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত দাজ্জালের বিবরণ, বিশ্বজুড়ে চলমান দাজ্জাল ও দাজ্জালি কর্মকাণ্ড ও ষড়যন্ত্রের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত, শেষ যুগে মুসলিম বিশ্বে সংগঠিত ভালো-মন্দের চূড়ান্ত রক্তক্ষয়ী মহাযুদ্ধ (যা মুসলিমদের কাছে 'আল-মালহামাতুল উজমা' এবং ইহুদি-খ্রিস্টানদের কাছে—'দ্য ব্যাটল অব আরমাগেডন' নামে পরিচিত), দাজ্জালি ফিতনা থেকে মুক্তির উপায়, আমেরিকার দাজ্জালি শক্তির সাহায্যকারী হয়ে ওঠা এবং জাদু, নারীবাদের ফিতনা, আধুনিক প্রযুক্তি ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে দাজ্জালের আগমন-পথকে মসৃণ করা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

এ সকল ফিতনা থেকে নিজে বাঁচা এবং মুসলিম জাতিকে সতর্ক করা ও বাঁচানোর তাকিদে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই চারটি পুস্তিকাই অনুবাদ করতে অনুপ্রাণিত হয়েছি।

দুই. আমরা বইটির নাম রেখেছি—'দ্য ব্যাটল অব আরমাগেডন।' মূল উর্দু ভাষার চারটি রচনাই যেহেতু আলাদা আলাদা ছিল, তাই এগুলোর স্বতন্ত্র কোন নাম ছিল না। প্রথমে আমরা বইটির নাম দিয়েছিলাম—'দাজ্জালি বিশ্বব্যবস্থা (ষড়যন্ত্র, ইতিহাস, মূলোৎপাটন)'। কিন্তু দাজ্জালি বিশ্বব্যবস্থা এতটাই ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে যে, বইটি শুধুমাত্র এই নামের কারণেই অনলাইনে ও অফলাইনে প্রচার-প্রসারে প্রচণ্ডরকম বাঁধাগ্রস্ত হবে বলে আমরা মনে করছি। অপরদিকে যদিও এই 'আল-মালহামাতুল উজমা' বা 'দ্য ব্যাটল অব আরমাগেডন' পুরো বইয়ের আলোচ্য বিষয়ের একটি অংশমাত্র। কিন্তু আমরা যদি ভালোভাবে খেয়াল করি পুরো আলোচ্য-বিষয় বা দাজ্জালি কর্মকাণ্ডের শেষ ফলাফল নির্ধারিত হবে এই যুদ্ধেই। এই সকল কারণ বিবেচনা করে আমরা বইটির বর্তমান নামটি নির্ধারণ করেছি। তবে ভূমিকাতে

আরমাগেডন অতিরিক্ত কিছু বিশ্লেষণ (দ্য ব্যাটল অব আরমাগেডন নামে) যুক্ত করা জরুরি মনে করছি, যাতে পাঠকদের কাছে 'আল-মালহামাতুল উজমা' বা 'দ্য ব্যাটল অব আরমাগেডন'-এর একটি বিস্তৃত চিত্র ফুটে ওঠে।

প্রিয় পাঠকবর্গ! এখানে আপাতত এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করছি যে, হাদিস শরিফে কেয়ামতের সন্ধিক্ষণে ইমাম মাহদি ও হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের আগমন এবং বিলাদুশ শামে ইতিহাসের চূড়ান্ত ফয়সালাকারী লড়াই নিয়ে বিভিন্ন ভবিষ্যতবাণী এসেছে। আবার ইহুদি-খ্রিস্টানদের বিভিন্ন গ্রন্থেও এ সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যায়। ফলে এটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে-পৃথিবীর তিনটি প্রধান ধর্মেই একটি চূড়ান্ত ফায়সালাকারী যুদ্ধের বর্ণনা এসেছে। আর তা অচিরেই সংগঠিত হতে যাচ্ছে।

যদিও এ সংক্রান্ত বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বিদগ্ধ দায়ি ডাক্তার ইসরার আহমদ রহ.-এর ইলম-জ্ঞান ও দূরদর্শী বিশ্লেষণ সম্পর্কে কে না জানে! তিনি তো ইলমের সমুদ্র থেকে মনিমুক্তা তুলে আনেন। যে বিষয়ে কথা বলেন বা কলম ধরেন, দর্শক বা পাঠককে এর গভীরে পৌঁছে দেন। আর তাঁর সুযোগ্য পুত্র উস্তাদ আসিফ হামেদ সাহেব হাফিজাহুল্লাহও পিতার নামের মান ও শান বজায় রেখেছেন, তা তাঁর পুস্তিকাটি পাঠ করা মাত্রই পাঠকবর্গ স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।

বান্দার অনূদিত এই পাণ্ডুলিপি পড়ে যদি একজন মুসলমানও দাজ্জালি ফিতনা সম্পর্কে সচেতন, তাহলেই আমার এই পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করব। আল্লাহ আমাকে ও আমার পরিবারসহ মুসলিম উম্মাহকে দাজ্জালের ভয়ঙ্কর ফিতনা থেকে রক্ষা করুন। আমিন।

সর্বশেষ বলতে চাই—বান্দা বইটিকে সর্বাত্মক ভুলমুক্ত রাখার চেষ্টা করেছি। তবে আমার অযোগ্যতা ও ইলমি দুর্বলতার ব্যাপারে আমি ভালো করেই জানি। তাই এই বইতে ভালো যা কিছু আছে, সব আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যদি কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে তা শয়তানের পক্ষ থেকে ও আমার ভুল। আমি আল্লাহর কাছে নিঃশর্তে ক্ষমা চাই। আল্লাহ বইটিকে কবুল করে নিন! আল্লাহ বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করে নিন। তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। আমিন।

বিনীত

বান্দা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন মাযহারী
মাগরিব-পূর্ব সময়, জুমাবার
২৫ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

দ্য ব্যাটল অব আরমাগেডন

শেষ যুগে ঘটিতব্য হক-বাতিলের চূড়ান্ত লড়াই

বর্তমান বিশ্বের চলমান দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির ফলে শামের মহাযুদ্ধ বা আল-মালাহামতুল উজমা নিয়ে মুসলিম বিশ্বে নতুনভাবে আলোচনা শুরু হয়েছে। অপরদিকে 'আরমাগেডন' নিয়ে পশ্চিমাদেরও আগ্রহের কমতি নেই। গোঁড়া ও চরমপন্থী খ্রিস্টানই শুধু নয়, বরং সাধারণ মানুষের মাঝেও এ নিয়ে বিস্তর আগ্রহ দেখা যায়। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে 'আরমাগেডন' নিয়ে বেশ কয়েকটি মুভিও তৈরি হয়ে গেছে। তাই আল-মালাহামতুল উজমা বা 'দ্য ব্যাটল অব আরমাগেডন' নিয়ে কিছু আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা জরুরি মনে করছি। আশা করি এতে নানান রকম ভ্রান্তির অবসান হবে। পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহ সতর্ক হবে ইনশাআল্লাহ।

আরমাগেডন কোথায় অবস্থিত?

'আরমাগেডন' শব্দটি ল্যাতিন ভাষা থেকে এসেছে। এটি মূলত হিব্রু ভাষার একটি শব্দ। হিব্রুতে একে বলা হয়, 'হারমাগেদন।' 'আরমাগেডন' বা 'হারমাগেদন' অর্থ 'ম্যাগিডিও পবর্তমালা' হলেও গবেষকরা একে সমতলভূমি বলেছেন। তারা বলছেন—'ম্যাগিডিও' বা 'পাথুরে পর্বত' আসলে বাস্তবের কোন পর্বত নয়, বরং এটি একটি 'রূপকবাক্য'। এটি হচ্ছে 'বহু প্রজন্মের মানুষ কর্তৃক নির্মিত ও জীবনপ্রাপ্ত' একটি সমতলভূমি।

ইসরাইলি পণ্ডিতরা মাউন্ট ম্যাগিডিওকে আদতে কোনো পর্বত বলে মনে করেন না। এদের মধ্যে- রাশধনি, সি সি টরেন, ক্লেইন উল্লেখযোগ্য। যেমন ১৮১৭ সালে অ্যাডাম ক্লার্ক তার বাইবেলের ভাষ্যে ১৬:১৬ এ লিখেছেন—

Armageddon - The original of this word has been variously formed, and variously translated. It is הר־מגדון har-megiddon, "the mount of the assembly;" or חרמה גדהון chormah gedehon, "the destruction of their army;" or it is הר־מגדו har-megiddo, "Mount Megiddo,"

উপরোক্ত বক্তব্য ছাড়াও এই সকল পণ্ডিতদের বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে—মাউন্ট ম্যাগিডিও মূলত কোন পর্বত নয়, বরং সমভূমি বিশেষ। কেননা, ম্যাগিডিও শব্দটির উৎপত্তি হিব্রু মোয়েড [Moed] শব্দ থেকে। মোয়েড অর্থ হচ্ছে, Assembly বা

'সমাবেশ'। Assembly-র ল্যাতিনরূপ হচ্ছে, Armageddon। এ হিসেবে 'মাউন্ট ম্যাগিডিও' অর্থ হচ্ছে, the mount of the assembly বা 'সমাবেশস্থল'। এজন্য ইহুদি পরিভাষায়, the mount of the assembly -কে বলা হয়, plains of mageddo বা 'সমভূমির সমাবেশস্থল'। ওই পণ্ডিতদের আরো ধারণা—এই সমাবেশস্থলটি হচ্ছে, 'মাউন্ট সিনাই' বা সিনাই উপত্যকা, যার ইসরায়েলি নাম, 'মাউন্ট জায়ন' [Mount Zion]।

আসলে এই স্থানটি প্রাচীনকালে 'ম্যারিস' বা 'বাণিজ্যপথ' হিসেবে পরিগণিত ছিল। এটি প্রাচীন মিসরিয় সাম্রাজ্যের কোনো একটি অঞ্চল বলে জানা যায়। কিন্তু অঞ্চলটির অবস্থান নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কারণ স্থানটির বিস্তৃতি ঘটেছে মিসর, সিরিয়া, আনাতোলিয়া (তুর্কি) এবং মেসপটেমিয়া [ইরাক] জুড়ে। প্রাচীনকালের ওই 'বাণিজ্যপথের' বর্তমান অবস্থান নির্ণয় সত্যি কঠিন।

'ম্যাগিডিও' এমন একটি স্থান যেখানে সুপ্রাচীনকাল থেকে বড় বড় যুদ্ধ-সংঘাত সংঘটিত হয়েছে। যেমন খ্রিস্টপূর্ব ১৫শ' বছর অব্দে এবং খ্রিস্টপূর্ব ৬০৯ অব্দে ওই অঞ্চলে ভয়াবহ সংঘাত-সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আধুনিক ম্যাগিডিও বলা হচ্ছে—গ্যালিলি নদীর দক্ষিণ তীরের পূর্ব-দক্ষিণপূর্বের প্রায় ২৫ মাইল [৪০ কিমি] জুড়ে বিস্তৃত একটি অঞ্চলের কথা। স্থানটি 'কৃসন' নদীর তীরে অবস্থিত। এটি ইসরাইলের বন্দরনগরী হাইফার নিকটবর্তী একটি নদী।

ইতিহাসে দেখা যায়—রোম-ইরান সংঘাত, খেলাফতে রাশেদার সময় মুসলমান কর্তৃক শাম বিজয় এবং সালাহুদ্দীন আয়ুবি রহ. কর্তৃক খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান ওই একই অঞ্চল থেকে পরিচালিত হয়।

অপরদিকে ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে—বিলাদুশ শাম বৃহত্তর সিরিয়া ও তৎসংশ্লিষ্ট কিছু আধুনিক দেশ নিয়ে গঠিত, যা সিরিয়া, লেবানন, ইসরায়েল, জর্ডান এবং ফিলিস্তিনের পাশাপাশি হাতাই, গাজিয়ানটেপ এবং দিয়ারবাকির মত আধুনিক তুর্কি অঞ্চল নিয়ে বিস্তৃত। সুতরাং আমরা এই বিশ্লেষণ থেকে সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, বিলাদুশ শাম-ই হচ্ছে আরমাগেডন বা মাউন্ট ম্যাগিডিও।

আরমাগেডনে সংগঠিত ইতিহাসের চূড়ান্ত লড়াই সম্পর্কে খ্রিস্টীয় বিশ্বাস

বাইবেলে একটি চ্যাপ্টার আছে 'দ্য ওয়ার অব দ্য আরমাগেডন' বা শুভ-অশুভর চূড়ান্ত লড়াই। ওই অধ্যায়ে যিশু মসিহর পুনঃআগমন এবং তখন দুনিয়াব্যাপী শুভ-অশুভর লড়াই নিয়ে সবিস্তার আলোচনা রয়েছে। খৃস্টীয় বিশ্বাস মতে—

'আরমাগেডন' ইতিহাসের এমন এক রণক্ষেত্র, 'যিশু' যেখানে শয়তানি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে সত্যের জয় ছিনিয়ে আনবেন।

বাইবেল ও ওল্ড টেস্টামেন্টের বর্ণনা অনুযায়ী—কেয়ামতের আগে পৃথিবীব্যাপী সংগঠিত মহাযুদ্ধকে 'আরমাগেডন' বা 'হারমাগেদন' বলা হয়েছে। একটি বিশেষ সিম্বলিক লোকেশন বা অঞ্চলে ওই যুদ্ধের সূচনা হবে বলে জানা যায়। যেখানে বিশ্বের সবগুলো শক্তির সম্মিলন ঘটবে এবং বলা হয়েছে ওখানে শেষ দৃশ্যপট মঞ্চস্থ হবে।[১]

খ্রিস্টধর্মবিশ্বাস থেকে আরও জানা যায়—সহস্রাব্দের সূচনা 'মিলেনিয়ামে' যিশু মসিহ পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন এবং এন্টিখ্রাইস্ট (সমস্ত অখ্রিস্টানের) বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। তিনি শয়তান এবং ডেভিলের [দাজ্জাল] বিরুদ্ধে 'আরমাগেদনের' যুদ্ধে অংশ নেবেন। তখন ইয়াজুজ-মাজুজের আর্বিভাব ঘটবে। ফলে আত্মরক্ষার্থে তিনি অনুসারীদের নিয়ে জেরুসালেমে আশ্রয় নেবেন। পরে স্বর্গ থেকে ঐশ্বরিক ঘূর্ণির মাধ্যমে ইয়াজুজ-মাজুজকে ধ্বংস করার পাশাপাশি শয়তানকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে দুনিয়া সকল অশুভ শক্তি থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি লাভ করবে।

আরমাগেডনে সংগঠিত ইতিহাসের চূড়ান্ত লড়াই সম্পর্কে ইহুদি বিশ্বাস

অন্যদিকে ইহুদিরা মনে করে—'মহাপ্রলয়ের আগে তাদের পূর্বপুরুষের (ডেভিড ও সলোমন) বসতি 'ফিলিস্তিনে' হাজার বছরের জন্য ইহুদি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এ সময় ইহুদিজাতির ত্রাণকর্তা (শান্তির বাদশাহ) 'মালেকুস সালাম' (একচোখ বিশিষ্ট দাজ্জাল) 'বাবে লুদ' (লুদ গেটে) আত্মপ্রকাশ করবে এবং ওই দাজ্জালের নেতৃত্বে দুনিয়াব্যাপী ইহুদিদের একচ্ছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।'

'পেন্টাকস্ট' নামে ইহুদিদের একটি বিশেষ আচার রয়েছে। এতে আরমাগেডন বিষয়ে একটি 'ক্যাম্পেইন' বা 'পোলেমস' পাওয়া যায়। যেখানে বলা হয়েছে—'জেরুসালেমের দক্ষিণ গেটে [বাবে লুদ] ইহুদিদের রক্ষাকর্তা অবতরণ করবে। রক্ষাকর্তা (দাজ্জাল) ইহুদি জাতিকে নিয়ে আরমাগেডনে অশুভর বিরুদ্ধে লড়াই করে বিশ্বব্যাপী ইহুদি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবে'।

১. বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী, গ্রিক নিও টেস্টামেন্ট, রেভেলেশন- ১৬:১৬

পেন্টাকস্ট ৩৪০ পৃষ্ঠায় আরও বলা হয়েছে—'ঈশ্বরের আর্বিভাব দ্বারা এটা চূড়ান্ত পরিণতি প্রাপ্ত হবে। ঈশ্বর সেদিন ইহুদি জাতির পক্ষে ফয়সালা করবেন।'[২]

ইসরাইলের দক্ষিণ গেট বাবে লুদে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে—'এটি আমাদের শান্তির বাদশাহ [মালেকুস সালাম, ইসলামি পরিভাষায়- 'দাজ্জাল']-এর আর্বিভাব স্থান।'

শেষ যুগের চূড়ান্ত লড়াই (আল-মালহামাতুল উজমা) সম্পর্কে ইসলামি বিশ্বাস

আরমাগেডনে সংগঠিত ইতিহাসের চূড়ান্ত লড়াই (আল-মালহামাতুল উজমা) সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বাস হচ্ছে—'কেয়ামতের আগে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার মধ্যে নেতৃত্বশূন্য মুসলমানদেরকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ইমাম মাহদি আগমন করবেন। ইমাম মাহদির নেতৃত্বে মুসলমানরা 'শাম দেশে' মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। এ যুদ্ধে মুসলমানদের চূড়ান্ত বিজয়ের সন্ধিক্ষণে আকাশ থেকে ফেরেশতার ডানায় ভর করে হজরত ইসা আলাইহিস সালাম নেমে আসবেন এবং তিনি ওই একচোখা দাজ্জালকে হত্যা করবেন।' কেয়ামতের আগে ঘটিতব্য শামের (সিরিয়া) এই যুদ্ধকে হাদিসের কিতাবে 'মহাযুদ্ধ' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। ওই যুদ্ধ হবে সুকঠিন এবং ইতিহাসের চূড়ান্ত ফয়সালাকারী যুদ্ধ। যেখানে সত্যের সৈনিকদের সঙ্গে বিশ্বের অপরাপর শক্তিগুলো মোকাবেলায় অবতীর্ণ হবে। এই মহাযুদ্ধের যুগে শাম হবে মুসলমানদের দুর্জয় ঘাঁটি।

মুন্তাখাব কানজুল উম্মাল ও কানজুল উম্মালের মূল কিতাব এবং হাদিসের বিভিন্ন গ্রন্থে এ ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামের অনেক ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত রয়েছে। মহাযুদ্ধের যুগে শাম এবং তার আশপাশের অঞ্চলের ভৌগলিক, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ওই হাদিসগুলোতে বিস্তর আলোচনা পাওয়া যায়। আসুন আমরা ওই সকল হাদিস থেকে বাছাইকৃত কয়েকটি হাদিস দেখি—

২. রিচার্ড সি ট্রেঞ্চ : নিও টেস্টামেন্ট, সিনোনিয়ামস, পৃষ্ঠা-৩০১-২, জোসেফ হেনরি থ্যায়ার : গ্রিক ইংলিশ লেক্সিকন অব নিও টেস্টামেন্ট, পৃষ্ঠা- ৫২৮। এছাড়া আরমাগেডন ক্যাম্পেইন নিয়ে দেখতে পারেন- মারভিন আর ভিনসেন্ট : ওয়ার্ড স্টাডিজ ইন দি নিও টেস্টামেন্ট, খ-২, পৃষ্ঠা ৫৪২

প্রথম হাদিস

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلاَ خَيْرَ فِيكُمْ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ".

হজরত মুয়াবিয়া ইবনে কুররা রাদিআল্লাহু আনহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—'শাম যখন ধ্বংসের সম্মুখীন হবে, তখন উম্মতের জন্য কোন কল্যাণ অবশিষ্ট থাকবে না। আমার উম্মতের একদল লোক সর্বদা বিজয়ী থাকবে, কেয়ামত পর্যন্ত বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।' [৩]

দ্বিতীয় হাদিস

عَن أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إِنَّ فُسْطَاطَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ بِالْغُوطَةِ، إِلَى جَانِبِ مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا :دِمَشْقُ، مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشَّامِ

হজরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে জানা যায়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—'মহাযুদ্ধের যুগে মুসলমাদের তাবু হবে শামের সর্বোন্নত নগরী দামেশকের সন্নিকটস্থ 'আল-গুতা' অঞ্চলে।' [৪]

তৃতীয় হাদিস

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ، وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ، وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ قُسْطَنْطِينِيَّةَ، وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ خُرُوجُ الدَّجَّالِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِ الَّذِي حَدَّثَهُ، - أَوْ مَنْكِبِهِ - ثُمَّ قَالَ :إِنَّ هَذَا لَحَقٌّ كَمَا أَنَّكَ هَاهُنَا«، أَوْ كَمَا أَنَّكَ قَاعِدٌ، يَعْنِي مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ

মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—'বায়তুল মাকদিস আবাদ হওয়া

---

৩. সুনানুত তিরমিজী, অধ্যায়: ফিতনাসমূহ, পরিচ্ছেদ: সিরিয়াবাসীদের প্রসঙ্গে, হাদিস : ২১৯২

৪. সুনানু আবি দাউদ, অধ্যায়: যুদ্ধ-সংঘর্ষ, পরিচ্ছেদ: তুমুল যুদ্ধে মুসলিমদের স্থান, হাদিস : ৪২৯৮

মদিনার ক্ষতির কারণ হবে। আর মদিনার ক্ষতি মহাযুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরি করবে। মহাযুদ্ধ কস্তুন্তুনিয়া [কনস্ট্যান্টিনোপল-তুরস্ক] বিজয়ের কারণ হবে। কস্তুন্তুনিয়া বিজয় দাজ্জালের আবির্ভাবের কারণ হবে।' বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসটির বর্ণনাকারীর উরুতে কিংবা কাঁধের ওপর চাপড় মেরে বললেন —'এই মুহূর্তে তোমার এখানে উপবিষ্ট থাকার বিষয়টি যেমন সত্য, আমার এই ভবিষ্যদ্বাণীও তেমনই সত্য। অর্থাৎ তিনি মুআজ ইবনু জাবাল রাদিআল্লাহু আনহু-কে লক্ষ করে বলেন।[৫]

চতুর্থ হাদিস

একটি হাদিসে দাজ্জাল সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْمِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شِمَالاً يَا عِبَادَ اللَّهِ فَاثْبُتُوا

'সে ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যপথ হতে আবির্ভূত হবে। সে ডানে-বামে দুর্যোগ সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা অটল থাকবে!'

দীর্ঘ হাদিসটি থেকে আরও জানা যায়, দীর্ঘ ৪০ দিন ধরে দাজ্জালের অনিষ্টতার পর আল্লাহ ইসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম-কে পাঠাবেন। উক্ত হাদিসে এ সম্পর্কে আরও এসেছে—

كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلاَّ مَاتَ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ

এ সময় আল্লাহ রববুল আলামীন ইসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস সালাম-কে প্রেরণ করবেন। তিনি দু' ফেরেশতার কাঁধের ওপর ভর করে ওয়ারস ও জাফরান রং এর জোড়া কাপড় পরিহিত অবস্থায় দামেশক নগরীর পূর্ব দিকের উজ্জ্বল মিনারে অবতরণ করবেন। যখন তিনি তার মাথা ঝুঁকবেন

৫. সুনানু আবি দাউদ, অধ্যায়: যুদ্ধ-সংঘর্ষ, পরিচ্ছেদ: বিপর্যয়ের আলামাতসমূহ, হাদিস : ৪২৯৪

তখন ফোটা ফোটা ঘাম তার শরীর থেকে গড়িয়ে পড়বে। তিনি যে কোন কফিরের কাছে যাবেন সে তার শ্বাসের বাতাসে ধ্বংস হয়ে যাবে। তার দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত যাবে তাঁর শ্বাসও ততদূর পর্যন্ত পৌছবে। তিনি দাজ্জালকে সন্ধান করতে থাকবেন। অবশেষে তাকে বাবে লুদ নামক স্থানে গিয়ে পাকড়াও করবেন এবং তাকে হত্যা করবেন।[৬]

সম্মানিত পাঠক! আমরা যদি আরমাগেডন সম্পর্কে ইহুদি-খ্রিস্টানদের বিশ্বাস এবং আল মালাহামতুল উজমা নিয়ে মুসলিমদের বিশ্বাসের সারাংশ নিয়ে চিন্তা-ফিকির ও বিশ্লেষণ করি, তাহলে আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে যায়, আমরা সত্যিই এক মহাযুদ্ধের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি। যেখানে এক পক্ষ হবে দাজ্জাল ও দাজ্জালের সহযোগী ইহুদি-খ্রিস্টান বিশ্ব এবং অপর পক্ষ হবে ঈমানদার মুসলিম বাহিনী; ইমাম মাহদির বাহিনী; ইসা আলাহিস সালামের বাহিনী। এই যুদ্ধের ফলাফলই পৃথিবীর ইতিহাস ও গতিপথ বদলে দিবে। নিশ্চয় শেষ বিজয় ইমানদেরই হবে ইনশাআল্লাহ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : এই প্রবন্ধটি রচনায় সাপ্তাহিক লিখনীতে প্রকাশিত বিদগ্ধ সাংবাদিক ও মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক গবেষক জসীমউদ্দীন আহমদ এর 'সিরিয়া মহাযুদ্ধের কাল' প্রবন্ধ থেকে সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। আল্লাহ মুহতারাম লেখককে উত্তম প্রতিদান দিন। আমিন।

---

৬. সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: বিভিন্ন ফিতনাহ ও কিয়ামতের লক্ষনসমূহ, পরিচ্ছেদ: ২০. দাজ্জাল এর বর্ণনা, তার পরিচয় এবং তার সাথে যা থাকবে হাদিস : ২৯৩৭

পুস্তিকা- ১

ত্রিশজন দাজ্জাল, দাজ্জালি ফিতনা এবং বড় দাজ্জাল

ড. ইসরার আহমদ রহ.

نحمدهٗ ونصلى على رسولهِ الكريم ... امَّا بَعد:

اعوذ بالله من الشَّيطٰن الرَّجيم - بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমে ইরশাদ করেছেন—

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿٨﴾

আমি পৃথিবীস্থ সব কিছুকে পৃথিবীর জন্যে শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে। * এবং তার ওপর যা কিছু রয়েছে, অবশ্যই তা আমি উদ্ভিদশূন্য মাটিতে পরিণত করে দেব।[৭]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন—

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾

বলুন—আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। * তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিবজীবনে বিভ্রান্ত হয়, অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করেছে।[৮]

---

৭. সূরা কাহাফ : ৭-৮

৮. সূরা কাহাফ : ১০৩-১০৪

হাদিস শরিফে এসেছে—

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِئَتَانِ فَيَكُوْنَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ قَرِيْبًا مِنْ ثَلَاثِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত দু'টি দলের মধ্যে যুদ্ধ না হবে। তাদের মধ্যে হবে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। তাদের দাবি হবে এক। আর কিয়ামত কায়িম হবে না যে পর্যন্ত প্রায় ত্রিশজন মিথ্যাচারী দাজ্জালের আবির্ভাব না হবে। এরা সবাই নিজেকে আল্লাহর রাসুল বলে দাবি করবে।[৯]

হাদিস শরিফে আরও এসেছে—

عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ أَلاَ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَمَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر " .

আনাস ইবনু মালিক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—প্রত্যেক নবিই তার উম্মাতকে কানা মিথ্যাবাদী সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। জেনে রাখ! দাজ্জাল কানা হবে। তোমাদের প্রতিপালক কানা নন। দাজ্জালের দুই চোখের মাঝখানে - ك - ف - ر লেখা থাকবে।[১০]

হাদিস শরিফে আরও এসেছে—

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : ((مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ اِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ اَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ))

ইমরান ইবনু হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা বলতে

---

৯. সহীহ বুখারী, অধ্যায়: মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য, পরিচ্ছেদ: ইসলামে নুবুওয়াতের নিদর্শনাবলী, : ৩৬০৯
১০. সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: ফিতনা সমূহ ও কিয়ামতের নিদর্শনাবলী, পরিচ্ছেদ: দাজ্জাল, তার পরিচয় এবং তার সাথে যা থাকবে তার বিবরণ, : ৭০৯৭

> শুনেছি যে, আদম (আলাইহিস সালাম) এর পর হতে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের মাঝে দাজ্জালের তুলনায় মারাত্মক আর কোন সৃষ্টি হবে না।[১১]

আমার আজকের আলোচনার শিরোনাম হচ্ছে 'ত্রিশ দাজ্জাল, দাজ্জালি ফিতনা এবং বড় দাজ্জাল।' কুরআন ও হাদিসের আলোকে এ সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

---

১১. সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: ফিতনা সমূহ ও কিয়ামতের নিদর্শনাবলী, পরিচ্ছেদ: দাজ্জাল সম্পর্কে আরো কতিপয় হাদিস, হাদিস : ৭১২

দাজ্জালের পরিচয়

আসুন! প্রথমেই জেনে নেয়া যাক 'দাজ্জাল' এর অর্থ কী?

দাজ্জাল একটি আরবি শব্দ। দাজ্জাল 'দাজলুন' (دجل) শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে। আরবি ভাষায় 'দাজল' অর্থ- ধোঁকা, প্রতারণা, শঠতা এবং মিথ্যা প্রভৃতি। যেমন পিতলের পাত্রে স্বর্ণের পানি ঢাললে মনে হবে পাত্রটি স্বর্ণের তৈরি, অর্থাৎ স্বর্ণের পানি পিতলকে লুকিয়ে রেখেছে। একইভাবে যদি তামার পাত্রের ওপর রূপার প্রলেপ দেয়া হয়, তবে এটি রূপার মত দেখায়। কেমন যেন এই রূপা তামা-কে লুকিয়ে রেখেছে। এটাই হলো দাজল। অথবা কোন ব্যক্তি যদি নিজের সম্পর্কে এমন দাবি করে, যা বাস্তব নয়, এটাকেও দাজল বলা হয়।

কুরআন ও হাদিসের আলোকে দাজ্জালের *ফিতনা*

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, পবিত্র কুরআনে এবং হাদিস শরিফেও দাজ্জালি ফিতনার উল্লেখ আছে। তবে পুরো কুরআনের কোথাও 'দাজ্জাল' শব্দটি দেখা যায় না, এমনকি দাজলুন- এর ধাতু থেকে নির্গত একটি শব্দও কুরআনে বর্ণিত হয়নি।

অপরদিকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একাধিক হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি যে, দাজ্জালি ফিতনা থেকে বাঁচতে প্রতি শুক্রবার সুরা কাহাফ অধ্যয়ন ও তিলাওয়াত করা খুবই জরুরি।

হাদিস শরীফে এসেছে—

> عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ "
>
> আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যে ব্যক্তি সুরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা পাবে।[১২]

হাদিস শরিফে আরও এসেছে—

---

১২. সহিহ মুসলিম, অধ্যায়: ফাযাইলুল কুরআন, পরিচ্ছেদ: সূরা কাহ্ফ এবং আয়াতুল কুরসীর ফজিলত, হাদিস : ১৭৫৬

عَنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ " مَنْ حَفِظَ مِنْ خَوَاتِيمِ سُورَةِ الْكَهْفِ " . وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ " مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ " .

আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যে ব্যক্তি সুরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা পাবে। আবু দাউদ রহ. বলেন—হিশাম দাসতাওয়ারী রহ. কাতাদা রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি সুরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা পাবে।' শুবা রহ. বলেছেন—সুরা কাহাফের শেষ অংশ, (যার মুখস্থ থাকবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা পাবে।)[১৩]

এছাড়াও বিভিন্ন হাদিসে সুরা কাহাফের প্রথম ও শেষ ১০ আয়াতের বিশেষ ফজিলত ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে।

তো কুরআনে দাজ্জাল ও দাজ্জালি কর্মকাণ্ড সম্পর্কে একটি দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা রয়েছে, এবং হাদিস শরিফে আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা রয়েছে। একটি উদাহরণ খেয়াল করলে আপনাদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হবে—আমরা জানি সুদের দুটি ধরণ রয়েছে—

একটি হলো 'রিবা আন-নাসিয়্যাহ', যা অর্থ ধার দেয়ার জন্য বিশেষ সময়ের বিনিময়ে সুদ গ্রহণ করা, যেটাকে কুরআনে 'রিবা' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর হাদিসে যে সুদের কথা বলা হয়েছে, তাকে 'রিবা আল-ফজল' বা 'রিবা আল-হাদিস' বলা হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছয়টি বিষয় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই ছয়টি যদি একে অপরের সাথে বিনিময় করতে হয়, তবে ঠিক সমান পরিমাণে বিনিময় করতে হবে (بِيَدٍ يدًا)। এই ছয়টি জিনিস হলো : সোনা, রূপা, গম, যব, খেজুর এবং লবণ। যেমন ধরুন—খেজুরের মধ্যে একটি খারাপ খেজুর এবং একটি ভালো খেজুর আছে। এখন কেউ যদি বলে আপনি আমাকে দুই কেজি খারাপ খেজুর দেন, আমি বিনিময়ে এক কেজি ভালো খেজুর দিই, তাহলে তা হারাম হয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে সুদ।

১৩. সুনানু আবি দাউদ, অধ্যায়: যুদ্ধ-বিগ্রহ, পরিচ্ছেদ: দাজ্জাল বের হওয়া সম্পর্কে, হাদিস : ৪২৭২

হ্যাঁ এখানে সুদ থেকে মুক্ত হতে চাইলে একটি দিরহাম বা দিনারে আপনি খারাপ খেজুর বিক্রি করুন, এবং সেই দিনার বা দিরহাম দিয়ে ভালো খেজুর কিনুন! কেননা যেহেতু নিকৃষ্ট খেজুরের পরিমাণ ভালো খেজুরের সমান কীভাবে হবে, তা নির্ধারণ করা যাচ্ছে না, তাই জালিয়াতির সম্ভাবনা রয়েছে। গম এবং অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। সুতরাং এটি স্পষ্ট হয়ে গেল যে সুদের দুটি ধরন নিয়ে কুরআন ও হাদিসে পৃথক বর্ণনা এসেছে।

একইভাবে পবিত্র কুরআনে এক প্রকারের দাজ্জাল ও দাজ্জালিয়ত (দাজ্জালি কর্মকাণ্ড), এবং হাদিস শরিফে আরেক প্রকারের দাজ্জাল ও দাজ্জালিয়ত (দাজ্জালি কর্মকাণ্ড) এর বর্ণনা এসেছে। উভয়টি আলাদা করে বুঝতে হবে।

পবিত্র কুরআনের মতে—প্রকৃত দাজ্জাল এই দুনিয়া। এই দুনিয়া আমাদেরকে তার মধ্যেই আত্মমগ্ন করে ফেলছে। আখেরাত আমাদের আসল বাড়ি হলেও তার কথা আমাদের মনে নেই। এর উদাহরণ হলো—একজন পথিক রাওয়ালপিন্ডি থেকে কোনো কাজে করাচি গিয়েছে। তার পরিবার-পরিজন এবং বন্ধুরা রাওয়ালপিন্ডিতে থাকে। তাকে আবার করাচি ফিরে যেতে হবে। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পরে সে ফিরার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং এটাই দাজলের উদাহরণ যে, করাচির উজ্জ্বলতা তাকে মুগ্ধ করে দিয়েছে; এবং তাকে শুষে নিয়েছে। সে ভুলে গেছে তার পরিবার কোথায়, তার সন্তান কোথায়, এবং কোথায় তার বাড়ি।

একইভাবে, আমরা আসলে আলমে আমর (আদেশ-জগত)[১৪] -এর পথিক।

কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

> নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব।[১৫]

যাহোক, আমাদের মাটির দেহের অস্তিত্ব জমিন থেকে এসেছে, এবং এটি জমিনেই ফিরে যাবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

---

১৪. আলমে আমর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই হালাত, যেখানে সৃষ্টিকর্তা কোন উপকরণ ছাড়াই 'কুন' বলার দ্বারা কোন বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের 'কুন' বলার দ্বারা রুহ সৃষ্টি হয়েছে।
১৫. সুরা বাকারা : ১৫৬

এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃজন করেছি, এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং পুনরায় এ থেকেই আমি তোমাদেরকে উত্থিত করব।[১৬]

এখন এই যে সামান্য সময় আমরা পেলাম, যেখানে রুহের জগত এবং এই জড়-জগতের মধ্যে আমাদের যাত্রা সংযুক্ত হয়েছে। জন্মের সময় থেকে কবর-গর্ভে অবতরণ পর্যন্ত যে সময়টুকু রয়েছে। যদি আমরা এটিকে আসল জীবন মনে করি, তাহলে তো সব শেষ, আমরা মারা পরব! আমাদের আসল জীবন তো এটা নয়, বরং অন্য কিছু। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾

এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ তো কিছুই নয়। পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন; যদি তারা জানত।[১৭]

এই সত্যটি একটি সাধারণ উদাহরণ দিয়ে বোঝা যায়। আপনারা জানেন—তিন ঘণ্টার একটি নাটকে একজনকে রাজা হিসেবে অভিনয় করানো হয়। তাকে রাজকীয় উচ্চ পোশাক এবং মুকুট পরানো হয়। সে হয় তিন ঘণ্টার রাজা। একইভাবে সেই নাটকে আরেকজনকে গরিব বানানো হয়। তাকে পুরোনো ছেঁড়া কাপড় পরানো হয়। সে হয় তিন ঘণ্টার জন্য নিঃস্ব ফকির। নাটক শেষ হলে রাজা রাজাও নয়, দরিদ্রও দরিদ্র নয়। রাজার কাছ থেকে সেই রাজকীয় পোশাক, সোনালি আবাকাবা ও মুকুট ফিরিয়ে নেয়া হয়। এখন সে শুধুই মাত্র একজন অভিনেতা। একইভাবে সেই দরিদ্র লোকটিও প্রকৃত গরিব ছিল না। এটাই হলো ইহকালের বাস্তবতা; আসল জীবন তো হলো পরকালের জীবন।

কোন দৃষ্টিকোণ থেকে আখেরাতের জীবন আসল, নিম্নে তা বিশ্লেষণ করে বলছি—এই পৃথিবীতে তিন প্রকারের দাজ্জাল আছে—

এক দাজ্জাল হলো —সৃষ্টিকর্তার মোকাবেলায় দুনিয়া। আমরা স্রষ্টাকে ভুলে এই সৃষ্টির মাঝে ডুবে রয়েছি। এটাকেই দেখছি, এটাকেই পড়ছি-লিখছি এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছি যে, কীভাবে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি হলো? এই সৃষ্টিজগত দাজ্জাল হয়ে গেছে। এটা আল্লাহকে ভুলানোর জন্য দাজল হয়ে আছে।

দ্বিতীয় দাজ্জাল হলো —দেহের মোকাবেলায় রুহ। আমরা রুহকে ভুলে গেছি। কিন্তু আমরা দেহ নিয়ে চিন্তিত। শরীর খাবার চাইলে দৌড়ে যাই। চোখে কিছু আটকে গেলে

---

১৬. সূরা তোহা : ৫৫
১৭. সূরা আনকাবুত : ৬৪

চিকিৎসকের কাছে ছুটে যাই। দাঁতে ব্যথা হলে রাত দুইটায় ডাক্তারের দরজায় গিয়ে টোকা দিই। আমরা আমাদের শরীর সম্পর্কে খুব উদ্বিগ্ন কিন্তু রুহ সম্পর্কে মোটেই চিন্তিত নই। রুহের অস্তিত্ব আছে কি না তাও তো জানি না! এভাবেই এই শরীর রুহের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে গেল; পর্দা ও আবরণ হয়ে গেল; আড়াল হয়ে গেল; দাজ্জাল হয়ে গেল।

তৃতীয় দাজ্জাল হলো —পরকালের মোকাবেলায় এই দুনিয়ার জগত।

এই হলো তিন ধরনের দাজ্জাল।

দাজ্জালের ফিতনা মোকাবেলায় সুরা কাহাফের গুরুত্ব

এবার দেখুন, কেন সুরা কাহাফ দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাচার উপায়। এর কোনো কারণ তো অবশ্যই আছে! এখানে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আপনাদেরকে ব্যাখ্যা করছি—হাদিসে উল্লেখিত দাজ্জালের বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র পুরো সুরা কাহাফের কোথাও উল্লেখ নেই। তাই আমি কুরআন থেকে প্রথমে দাজ্জাল কী, তা ব্যাখ্যা করতে চাই, তারপর হাদিস থেকে দাজ্জালকে ব্যাখ্যা করব। মনে করুন সুরা কাহাফ-এ দুটি খুঁটি পুঁতে রাখা হয়েছে। একটি প্রথম রুকুতে, এবং আরেকটি শেষের রুকুতে।...এর ওপর একটি রশি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই রশিতে তিন বা চারটি জায়গা গিঁট দেয়া হয়েছে। প্রথম রুকুতে এসেছে—

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا

আমি পৃথিবীস্থ সব কিছুকে পৃথিবীর জন্যে শোভা করেছি,[১৮]

এই পৃথিবী হৃদয়কে মোহিত কারী ও আকর্ষণকারী কতইনা চমৎকার বস্তু! কোথাও সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ তৈরি হয়েছে, কী বলবেন সে সম্পর্কে! কি অপরূপ তার সাজসজ্জা! এই পৃথিবীর কোথাও আছে আকাশচুম্বী টুইন টাওয়ার, যেগুলো দেখতে হলে আপনাকে মাথা থেকে টুপি বা ক্যাপটি নামাতে হবে। তো মূলকথা হলো—পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তার সবকিছুই হচ্ছে পৃথিবীর অলংকরণ ও সাজসজ্জা। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে—

لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

---

১৮. সূরা কাহাফ : ৭

যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে।[১৯] (৭)

وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا

এবং তার ওপর যা কিছু রয়েছে, অবশ্যই তা আমি উদ্ভিদশূন্য মাটিতে পরিণত করে দেব।[২০] (৮)

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বলছেন—এতে আমি তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা রেখেছি যে, কে ভালো আমল করে? এই বিষয়টিই কবি কতই-না চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—

رُخِ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں
اُدھر جاتا ہے دیکھیں یا اِدھر پروانہ آتا ہے !

আলোর মুখের সামনে একটি প্রদীপ রেখে তারা বলছে—
দেখ! পতঙ্গ ওদিকে যায়, নাকি এদিকে আসে।

অর্থাৎ কেমন যেন আল্লাহ তাআলা বলছেন—এটা পরীক্ষা যে মানুষের মনোযোগ এই দুনিয়ার দিকে থাকে নাকি আমার দিকে? এরা কি দুনিয়াকে ভালোবাসে নাকি আমাকে? কিন্তু এরা দুনিয়ার মাঝেই ডুবে গেছে। আমাকে ভুলে গেছে! আমার দিকে মনোযোগই দিচ্ছে না! তাদের চব্বিশঘণ্টার চিন্তা কেবল দুনিয়ার জন্য; দিনরাতের দৌড়ঝাপ কেবল দুনিয়ার জন্য। তাই তো ইরশাদ হয়েছে—

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا

আমি পৃথিবীস্থ সব কিছুকে পৃথিবীর জন্যে শোভা করেছি,[২১]

কেননা এ সবই তো পৃথিবীর শোভা। কুরআন অন্য জায়গায় বলেছে যে, জমি ছিল অনুর্বর, পানি ও গাছপালা বিহীন। যখন বৃষ্টি হলো, সেখানে সবুজের জন্ম হলো। এটাকেই বলা হয়েছে 'আয যি-নাহ'। কেননা এই বৃষ্টির পরেই এখন পৃথিবী শোভা ও সাজসজ্জা বিশিষ্ট হয়েছে, গাছপালা, লতাপাতা ও ঝোপঝাড়ে নতুন পাতা এসেছে। এগুলো পৃথিবীর রত্ন-অলঙ্কার ও সাজসজ্জা; এগুলোই পৃথিবীর সৌন্দর্য। নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যেই এই সব কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে—

---

১৯. সুরা কাহাফ : ৭
২০. সুরা কাহাফ : ৮
২১. সুরা কাহাফ : ৭

لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে।[২২]

এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করুন! পৃথিবী যত সুন্দর ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হবে, এই ফিতনা ও লোভ তত বাড়বে। বর্তমান দুনিয়ার অবস্থা হলো—একজন মানুষ যদি প্রথমবার আমেরিকায় যায়, সে স্তম্ভিত হয়ে যায়। চোখ মেলে দেখে যে, এতো বড়ো বড়ো দালান, এত দৃষ্টিনন্দন ব্রিজ, সুন্দর চার লেনের এমন রাস্তা, যার এই পাশেও চার লেন, ওই পাশেও চার লেন। কোন যানবাহন চলতে থাকলে রাস্তার এক পাশ থেকে অন্য পাশে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া-ই অসম্ভব। বরং অতিক্রম করতে চাইলে অনেক আগেই ইন্ডিকেটর দিতে হবে। এই সব দৃশ্য দেখে একজন মানুষ এর মাঝে হারিয়ে যায়; আত্মনিমগ্ন হয়ে যায়। আল্লামা ইকবাল রহ. এর মতে—

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے
مؤمن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہیں آفاق!

কাফেরের পরিচয় হলো, সে দুনিয়ার মাঝে হারিয়ে গেছে,
মুমিনের পরিচয় হলো, দুনিয়া তাঁর মাঝে হারিয়ে গেছে!

সুতরাং, পৃথিবী যত উন্নত, সুন্দর ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হবে, ততই এটি নিজেকে আমাদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে। আজ ইউরোপ ও আমেরিকায় এই মুগ্ধতা, আত্মনিমগ্নতা অনেক বেড়ে গেছে। আল্লামা ইকবাল রহ. যাকে বলেছেন—

"The glittering exterior of present western civilization."

'বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতার চকচকে বহিঃপ্রকাশ।'

অর্থাৎ—

نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیبِ حاضر کی
یہ صنّاعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے!

বর্তমান সভ্যতার তেজ চোখ ধাঁধিয়ে দিলেও,
এটা কারুকার্যময় তবে মিথ্যা নাগের অঙ্কিত!

এই দুনিয়ার চাকচিক্য দেখে মানুষ হতবাক ও মুগ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবে এতে মিথ্যা সৌন্দর্য ছেয়ে আছে, সত্য কিছু নয়।

---

২২. সুরা কাহাফ : ৭

এই হলো প্রথম রুকুর দুটি আয়াত ও তৎসংশ্লিষ্ট আলোচনা। এবার শেষ রুকুটির দুটি আয়াত দেখুন—

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾

বলুন—আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। (১০৩) তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিবজীবনে বিভ্রান্ত হয়, অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করেছে। (১০৪)[২৩]

'আখসারীনা' (اَخْسَرِيْنَ) মানে সবচে' বঞ্চিত। যেমন 'কাবীর' (كَبِيْر) মানে বড়ো, এবং 'আকবর' (اَكْبَر) অর্থ হচ্ছে সবচে' বড়। একইভাবে 'খা-সির' (خَاسِرٌ) থেকে 'আখসার' (اَخْسَر) করা হয়েছে, যার অর্থ সবচে' বেশি ক্ষতির মধ্যে বসবাসকারী। তাই তো বলা হচ্ছে যে, পরিশ্রমের পরেও সবচে' বেশি ক্ষতির মধ্যে থাকে সেইসব মানুষ, যাদের পরিশ্রম ও কষ্ট দুনিয়াকে কেন্দ্র করেই হয়েছিল; যারা দুনিয়ার মাঝে ডুবে রয়েছিল। তারা নিজেদের ব্যাপারে মনে করছে, আমরা অনেক সফল; দুই বছর আগে আমাদের একটি মাত্র টেক্সটাইল মিল ছিল এবং আজ আমাদের তিনটি মিল। আগে একটা সাধারণ বাড়ি ছিল, কিন্তু আজ কী চমৎকার প্রাসাদ বানালাম! তাই তারা মনে করে, আমরা সফল হচ্ছি, অথচ তারা অনেক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

তো এই হলো দুটি খুঁটির আলোচনা। প্রথম খুঁটি হলো—দুনিয়াতে আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলোকে সাজসজ্জা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, যাতে এটা স্পষ্ট হয় যে, আপনি কি দুনিয়া নাকি আল্লাহকে ভালোবাসেন? আর আল্লাহ এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, দুনিয়ার প্রেমে যারা ফেঁসেছে, তারাই সবচে' বেশি ক্ষতির মধ্যে পরেছে। কেমন যেন এটি হলো একটি খুঁটি।

দ্বিতীয় খুঁটিটি হলো—সুরা কাহাফের ২৮ এবং ৪৬ নম্বর আয়াত। ২৮ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ج تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج

২৩.সুরা কাহাফ : ১০৩-১০৪

এবং (হে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম!) আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহবান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না।[২৪]

অর্থাৎ হে নবি! আপনার দরিদ্র সঙ্গীদের থেকে আপনার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না!, এবং যাদেরকে আমি সম্পদ দিয়েছি শুধু তাদের দিকেই তাকাবেন না! অন্যথায় দর্শক মনে করবে যে, আপনি তাদের সম্পদ; তাদের মর্যাদা ও কর্তৃত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। ৪৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاج وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا

ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ আপনার পালনকর্তার কাছে প্রতিদান প্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্যে উত্তম।[২৫]

অন্য কথায়, এই সম্পদ ও সন্তানাদি পার্থিব জীবনের শোভা মাত্র। চোখ বন্ধ হয়ে গেলে ধন-সম্পদ থাকবে না; সন্তানাদি থাকবে না। এটি কেবলই সেই চাকচিক্য, যার মাঝে আপনি হারিয়ে গেছেন। সুরা তাগাবুনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ط وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।[২৬]

এখানে সুরা কাহাফেও একই কথা বলা হচ্ছে যে, পার্থিব জীবন কেবল পরীক্ষার জন্য এবং বাকি যে নেক ও ভালো কাজ তোমরা দুনিয়াতে করবে, তাই-ই কেবল অবশিষ্ট থাকবে। ধন-সম্পদ হচ্ছে নশ্বর এবং এক দিন নিঃশেষ হয়ে যাবে। আজ যদি আপনার কাছে থাকে তবে কাল অন্য কারো কাছে চলে যাবে, এবং আপনি খালি হয়ে থাকবেন। জুয়া খেলায় এই বিষয়টি খুব পরিষ্কার বুঝে আসেন। এখানে একজন হেরে যাওয়া এবং অন্যজন সকল টাকা নিয়ে চলে যাওয়া খুবই সাধারণ ব্যাপার। আর আমাদের এই দৈনন্দিন জীবনেও এমনটাই ঘটছে; সম্পদ স্রেফ কোনো এক ব্যক্তির কাছে থাকছে না।

---

২৪. সুরা কাহাফ : ২৮
২৫. সুরা কাহাফ : ৪৬
২৬. সুরা তাগাবুন : ১৫

হযরত মুসা ও খিজির আলাইহিমাস সালাম-এর ঘটনা

এই সুরায় এ প্রসঙ্গে একটি কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এটি ৬০ নম্বর আয়াত থেকে ৮২ নম্বর আয়াত নিয়ে গঠিত, এবং দুই রুকু বিস্তৃত। এই কাহিনি যে সত্যটি দেখায় তা হলো, দুনিয়ার জিনিসগুলো দেখা যায় এক রকম, কিন্তু বাস্তবে এগুলোর মাঝে অন্য কিছু আছে। গালিবের মতে—

ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ
دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا!

নক্ষত্র হচ্ছে একরকম, দেখা যায় ভিন্ন কিছু,
এই বাজিগর স্পষ্ট ধোঁকা দেয়!

ঘটনাটি হলো—হজরত মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্দেশে হজরত খিজির আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দুজনেই নৌকায় উঠলেন। যাত্রার সময় হজরত খিজির আলাইহিস সালাম নৌকায় একটি গর্ত করে দেন। হজরত খিজির আলাইহিস সালাম হজরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে ওয়াদা করেন, আপনি আমার সঙ্গে থাকতে পারবেন, কিন্তু আপনাকে না বলা পর্যন্ত আমার কোনো কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন না! কিন্তু হজরত মুসা ছিলেন জালালি (শক্ত) মেজাজের মানুষ। তিনি কী করে নীরব থাকতে পারেন! তাই তো তিনি তার দৃষ্টিতে ধরা ভুল সম্পর্কে চুপ থাকতে পারলেন না। খিজির আলাইহিস সালাম-কে ওই নৌকাটি ছিদ্র করতে দেখে বলে ওঠলেন—

اَخَرَقْتَها لِتُغْرِقَ اَهلَهاج لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا

আপনি কি এর আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্যে এতে ছিদ্র করে দিলেন? নিশ্চয়ই আপনি একটি গুরুতর মন্দ কাজ করলেন।[২৭]

হজরত খিজির আলাইহিস সালাম বললেন—

اَلَمْ اَقُلْ اِنَّک لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِیَ صَبْرًا

আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধরতে পারবেন না ?

---

২৭. সুরা কাহাফ : ৭১

অতঃপর হজরত মুসা আলাইহিস সালাম তার কাছে ক্ষমা চাইলেন। এরপর তারা সফরে এগিয়ে যেতে লাগলেন। এক জায়গায় গিয়ে হজরত খিজির আলাইহিস সালাম এক যুবককে হত্যা করে ফেলেন। এতে হজরত মুসা আলাহিস সালাম আবারো জালালি তবিয়তে এসে বললেন—

اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ط لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا

আপনি কি একটি নিষ্পাপ জীবন শেষ করে দিলেন প্রাণের বিনিময় ছাড়াই? নিশ্চয়ই আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।[২৮]

হজরত খিজির আলাইহিস সালাম তখন বললেন—

اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا

আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না।[২৯]

এতে মুসা আলাইহিস সালাম বললেন যে—আমি এখন থেকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে আমাকে আপনার সাথে আর রাখবেন না!

আরও এগিয়ে গিয়ে তারা একটা গ্রামে পৌঁছে গেলেন। ক্ষুধায় ক্লান্ত ছিলেন। তারা গ্রামবাসীদের বলেছিলেন—আমরা মুসাফির, আমাদের খাওয়ান। কিন্তু তারা খানা খাওয়াতে অস্বীকার করে। ওই সময় হজরত মুসা বসতিবাসীদের ওপর রাগান্বিত হচ্ছিলেন। তারা দু'জন একটি দেয়ালের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, যা বাঁকানো ছিল এবং প্রায় ভেঙে পড়তে চলছিল। হজরত খিজির আলাইহিস সালাম তা মেরামত করে সোজা করে দেন। এতে হজরত মুসা আলাইহিস সালাম বললেন—এই অকৃতজ্ঞ লোকেরা আমাদের কিছু খেতে দেয়নি; এবং আপনি বিনা পারিশ্রমিকে তাদের জন্য দেয়াল মেরামত করে দিয়েছেন!

ইরশাদ হয়েছে—

لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا

আপনি ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে এর পারিশ্রমিক আদায় করতে পারতেন।[৩০]

---

২৮. সুরা কাহাফ : ৭৪
২৯. সুরা কাহাফ : ৭৫
৩০. সুরা কাহাফ : ৭৭

অর্থাৎ তাদের কাছে পারিশ্রমিক চাইলে খাওয়ার কিছু তো পাওয়া যেত। হজরত খিজির আলাইহিস সালাম বললেন—

هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾

এখানেই আমার ও আপনার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হলো। এখন যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য্য ধরতে পারেননি, আমি তার তাৎপর্য বলে দিচ্ছি।[৩১]

তারপর খিজির আলাইহিস সালাম যথাক্রমে ওই কাজগুলোর তাৎপর্য বলে দিলেন যে, নৌকাটি গরিব মানুষের ছিল। যেখানে সে যাচ্ছিল, সেখানে একজন জালেম বাদশাহ ছিল। সে প্রতিটি নৌকা বাজেয়াপ্ত করছিল। আমি নৌকায় ক্রটি সৃষ্টি করে দিয়েছি। ফলে এখন আর সেই বাদশাহ এই ক্রটিপূর্ণ নৌকা নেবে না। এভাবে নৌকাটি জালেমের হাত থেকে রক্ষা পেল। এর ফুটা পরেও মেরামত করা যাবে। তাই আমি ভালো কাজ করেছি, যেটিকে আপনি খারাপ ভেবেছিলেন।

একইভাবে আমি যে যুবককে হত্যা করেছি, সে যদি বড়ো হতো, তাহলে সে বিদ্রোহী হতো এবং তার ইমানদার পিতা-মাতার জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াত। তাই আমি কামনা করলাম যে, তাদের রব তাদেরকে প্রতিদান হিসেবে এরচে' উত্তম সন্তান দান করবেন, তাই তাকে হত্যা করলাম।

আর এই পতিত যে প্রাচীরটি মেরামত করে দিয়েছিলাম, তা দুই এতিমের সম্পত্তি। তাদের বাবা একজন ভালো মানুষ ছিলেন। তিনি এর ভিত্তির মধ্যে কিছু ধন-সম্পদ গেঁথে রেখে ছিলেন, যাতে এরা বড় হয়ে বের করে নিতে পারে। যদি এই দেয়াল এখনোই ভেঙে যায়, তাহলে ওই সম্পদ বেরিয়ে আসবে এবং মানুষ তা তুলে নিয়ে যাবে। অথচ তারা দুজনেই এখনো নাবালক।

এবং তিনি বললেন—

وَمَا فَعَلْتُهُۥ عَنْ اَمْرِىْ ط

আমি নিজ মতে এটা করিনি।[৩২]

বরং এটি আল্লাহর নির্দেশ ছিল, অর্থাৎ আল্লাহ যেভাবে দুনিয়ার নেজাম পরিচালনা করছেন, একটি হচ্ছে তাঁর বাহ্যিক রুপ এবং অপরটি হচ্ছে তার অভ্যন্তরীণ রুপ। আপনি তো বাহ্যিক দেখে মনে করেছেন যে, এটি একটি ভালো জিনিস এবং ওটি একটি খারাপ জিনিস। হতে পারে আপনি যা খারাপ ভেবেছিলেন, আল্লাহ তাতে

৩১. সুরা কাহাফ : ৭৮
৩২. সূরা কাহাফ : ৮২

কল্যাণ রেখেছেন। নৌকা নষ্ট করে দেয়ার ফলেই নৌকাটি রক্ষা পেয়েছে, নাহলে এই দরিদ্র ব্যক্তি তার জীবিকার একমাত্র উপায় হারিয়ে ফেলত। কারণ জালেম বাদশাহ এটি দখল করে নিত।

একইভাবে, যদি সেই শিশুটি বড় হতো তবে সে নেককার পিতামাতার জন্য পেরেশানি ও কষ্টের কারণ হয়ে ওঠত।

আর আমরা পড়ে থাকা যে প্রাচীরটিকে রক্ষা করেছি; মেরামত করেছি, তা দুই এতিমের ছিল। তাদের পিতা খুব ভালো মানুষ ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর পূর্বে তিনি সন্তানদের জন্য কিছু সম্পদ জমা করেছিলেন, যা তাদের উভয়ের জন্যই একটি খাজানা স্বরূপ ছিল। আমি চেয়েছিলাম তারা বড়ো হয়ে নিজেদের এই খাজানা লাভ করুক।

ইস্তেখারার দুআ শিক্ষা করা

মূল যে বিষয়টা বোঝাতে চাই, তা হলো—পৃথিবীর চাকচিক্য এক জিনিস আর পৃথিবীর বাস্তবতা অন্য কিছু। পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে এক জিনিস মনে হলেও এর পেছনের বাস্তবতা অন্য কিছু। আপাতদৃষ্টিতে আপনি যা ভালো মনে করেন, তার ভিতরে মন্দ থাকতে পারে এবং আপনি যা মন্দ ভাবছেন তার ভিতরে ভালো থাকতে পারে, কিন্তু আপনি জানেন না। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার মত করে ইস্তিখারার দুআ শিখিয়েছেন। ইস্তিখারার সেই দুআটি হলো—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَ أَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ ، فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَ لاَ أَقْدِرُ، وَ تَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ ، وَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَ مَعَاشِىْ وَ عَاقِبَةِ أَمْرِىْ وَ عَاجِلِهٖ وَ اٰجِلِهٖ ، فَاقْدِرْهُ لِىْ ، وَ يَسِّرْهُ لِىْ ، ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَ عَاقِبَةِ أَمْرِىْ وَ عَاجِلِهٖ وَ اٰجِلِهٖ ، فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ ، وَاقْدِرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ

হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট আপনার ইলমের সাথে কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আপনার কুদরতের সাথে শক্তি প্রার্থনা করছি এবং আপনার বিরাট অনুগ্রহ থেকে ভিক্ষা যাচনা করছি। কেননা, আপনি শক্তি রাখেন, আমি শক্তি রাখি না। আপনি জানেন, আমি জানি না এবং আপনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা।

হে আ[illegible] আপনি এই (এখানে উক্ত কাজের ব্যাপারে কল্পনা করতে হবে) কাজ[illegible]র জন্য আমার দীন, দুনিয়া, জীবন এবং কাজের বিলম্বিত ও অবিলম্বিত পরিণামে ভালো জানেন, তাহলে তা আমার জন্য নির্ধারিত ও সহজ করে দিন। অতঃপর তাতে আমার জন্য বরকত দান করুন। আর যদি আপনি এই কাজ আমার জন্য আমার দ্বীন, দুনিয়া, জীবন এবং কাজের বিলম্বিত ও অবিলম্বিত পরিণামে মন্দ জানেন, তাহলে তা আমার নিকট থেকে ফিরিয়ে নিন এবং আমাকে এর নিকট থেকে

সরিয়ে দিন। আর যেখানেই হোক কল্যাণ আমার জন্য বাস্তবায়িত করুন, অতঃপর তাতে আমার মনকে পরিতুষ্ট করে দিন।[৩৩]

একইভাবে সুরা বাকারায় এসেছে—

وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ج وَ عَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।[৩৪]

সুরা কাহাফের আসল হেদায়েত

এছাড়াও সুরা কাহাফ-এ আসহাবে কাহাফের গল্পটি বর্ণিত হয়েছে, যা ৯ নম্বর থেকে ২৬ নম্বর আয়াত জুড়ে বিস্তৃত। এটি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে যে, মুমিনরা পৃথিবীর সবচে' কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পরতে পারে। যেভাবে আসহাবে কাহাফ তাদের জীবন এবং তাওহিদকে রক্ষার জন্য একটি গুহায় লুকিয়ে ছিলেন। আল্লাহ তাদেরকে সেই গুহায় তিনশত বছর ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলেন।

এই সুরায় বর্ণিত জুলকারনাইন আলাইহিস সালামের কাহিনি (আয়াত ৮৩ থেকে ১০১) থেকে এটাও পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে মুমিনদেরকে রাজত্ব ও বাদহশাহিও দিতে পারেন, যেভাবে পূর্বে, পশ্চিমে ও উত্তরে যুলকারনাইন আলাইহিস সালামকে বিজয় ও রাজত্ব দান করেছিলেন।

এই সুরায় দাজ্জালি ফিতনা সম্পর্কে আরেকটি গল্প রয়েছে। এটি আয়াত ৩২ থেকে ৪৪ নিয়ে বিস্তৃত। এটি একজন আল্লাহওয়ালা দরবেশ এবং একজন বস্তুবাদীর মধ্যে একটি কথোপকথন, যেখানে খুব মিষ্টি এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলা হয়েছে যে, বস্তুগত ও বৈষয়িক ক্ষমতার ওপর আস্থা রাখা পৃথিবীর সবচে' বড়ো শিরক।

দুইজন লোক ছিল। একজনকে আল্লাহ অনেক সম্পদ দিয়েছেন। তার খেজুর গাছে ঘেরা দুটি আঙ্গুরের বাগান ছিল। তাতে সেচ ও চাষাবাদের খুবই উন্নত ব্যবস্থা ছিল। এছাড়া আল্লাহ তাকে সন্তানাদিও দান করেছিলেন।

---

৩৩. সহীহ বুখারী, অধ্যায়: তাহাজ্জুদ, পরিচ্ছেদ: নফল সালাত দুই দুই রাকাত করে আদায় করা। হাদিস : ১১৬২

৩৪. সূরা বাকারা : ২১৬

আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন একজন আল্লাহওয়ালা মানুষ, একজন দরবেশ। তার কোন পার্থিব ধন-সম্পদ ছিল না। কথোপকথনের সময় ধনী ব্যক্তিটি দরবেশকে বলতে লাগল—

اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا

আমার ধন-সম্পদ তোমার চাইতে বেশি এবং জনবলে আমি অধিক শক্তিশালী।[৩৫]

সে এমন অবস্থায় তার বাগানে প্রবেশ করল, যখন সে স্বীয় নফসের উপর জুলুম করছিল। সে বলতে লাগল—'আমি এই বাগান ও ফসলকে এমন সুন্দরভাবে সাজিয়েছি যে, এগুলোর কখনই ধ্বংস ও মৃত্যু ঘটবে না। এবং বিচার দিবস সংগঠিত হবে, আমি তা বিশ্বাস করি না। আর যদি ধরেও নেই যেমনটি তুমি বলছ যে, আমার প্রভুর কাছে আমাকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তাহলে তিনি আমাকে এখানের চেয়েও বেশি দেবেন। (এবং তুমি এখানের মতো সেখানেও খালি হাতে জুতা ক্ষয় করতে থাকবে।))।

প্রত্যুত্তরে সেই দরবেশ বললেন—কি হয়েছে তোমার? তুমি তো আল্লাহর সাথে শিরক করছ, যিনি তোমাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তোমাকে শুক্রাণু থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর একজন পরিপূর্ণ মানুষ করেছেন। এ সব তাঁরই দেওয়া। এমনটি হওয়া-ই কি উত্তম নয়, যখন তুমি স্বীয় বাগানে প্রবেশ করবে, তখন মুখে বলতে থাকবে!—

مَاشَآءَ اللّٰهُ لا لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ج

আল্লাহ যা চান, তাই হয়। আল্লাহর দেয়া ব্যতীত কোনো শক্তি নেই।[৩৬]

অর্থাৎ আল্লাহ যা চাইবেন তাই হবে। আমার বা অন্য কারো কোন ক্ষমতা নেই। আমরা যদি কিছু করতে পারি তবে তা একমাত্র আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থনে করা সম্ভব। কিন্তু তোমার সকল বিশ্বাস হচ্ছে বস্তুগত উপায়-উপকরণ ও সম্পদের ওপর। হয়তো তুমি আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ক্ষেত্রে তোমার চেয়ে নিকৃষ্ট মনে কর। সে দিন বেশি দূরে নয়, যেদিন আমার রব আমাকে তোমার এই বাগানের চেয়েও উত্তম বাগান দান করবেন। তোমার এই বাগানের ওপর আসমান থেকে বিপর্যয় নেমে আসবে। ফলে এটি একটি পরিষ্কার ময়দান হয়ে যাবে।

---

৩৫. সুরা কাহাফ : ৩৪
৩৬. সুরা কাহাফ : ৩৯

সেই খোদাভীরু ব্যক্তির মুখ থেকে বের হওয়া কথাগুলো সত্য হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা তার বাগান ও ক্ষেত-খামার ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। দেখুন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهٖ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَآ اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا

অতঃপর তার সব ফল ধ্বংস হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল, তার জন্য সকালে হাত কচলিয়ে আক্ষেপ করতে লাগল। বাগানটি কাঠসহ পুড়ে গিয়েছিল। সে বলতে লাগল : হায়, আমি যদি কাউকে আমার পালনকর্তার সাথে শরীক না করতাম।[৩৭]

অর্থাৎ বস্তুবাদই হচ্ছে আজকের যুগের শিরক। এই পুরো রুকুতে কোন দেব-দেবী, দেবতা বা মূর্তির উল্লেখ নেই, কিন্তু বাগানওয়ালা যেহেতু বস্তুগত উপায়-উপকরণ ও সম্পদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। আর সে স্বীকারও এমনটি করেছে, তাই এটাই স্পষ্ট হয়ে যায় যেম মূলত তার ওই আচরণ স্বীয় প্রভুর সাথে শিরকের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বরকতময় সূরায় মহান আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَايْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا۝٢٣ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ط

আপনি কোন কাজের বিষয়ে বলবেন না যে, সেটি আমি আগামী কাল করব। * 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে' বলা ব্যতিরেকে।[৩৮]

ধরুন আপনাকে ভ্রমণ করতে হবে। আপনি নিজের গাড়ির সার্ভিসিং করেছেন। ফুয়েল ট্যাঙ্ক পূর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি কখনই বলবেন না যে—'আমি সকালে উঠে ভ্রমণে যাব।' কারণ আল্লাহ না চাইলে আপনি যেতে পারবেন না। বরং বলুন—'ইনশাআল্লাহ সকালে যাব।' ইনশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, সুবহানআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, এই শব্দগুলো আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির নিদর্শন। এগুলোর দ্বারা আমাদের তাহজিব-তামাদ্দুনের প্রকাশ ঘটে।

তো এই ঘটনায় আমরা দেখতে পাই যে আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলছেন—

وَلَوْ لَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ج

৩৭. সূরা কাহাফ : ৪২
৩৮. সূরা কাহাফ : ২৩-২৪

> যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তখন একথা কেন বললে না; আল্লাহ যা চান, তাই হয়। আল্লাহর দেয়া ব্যতীত কোনো শক্তি নেই।[৩৯]

কেননা আল্লাহ যা চেয়েছেন তা-ই হয়েছে। এতে আমার কোন হাত নেই। আপনি যদি পানি পান করেন এবং আপনার তৃষ্ণা নিবারণ করেন, তবে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলতে হবে। কেননা আল্লাহ-ই এই তৃষ্ণা নিবারণের ক্ষমতা পানিতে রেখেছেন।

এমনিভাবে আমরা যখন সুস্থ হই; খাবার খাই। ফলে আমাদের শরীর শক্ত লাভ করে, তখন আমাদের 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা উচিত। আমি যদি একটি ফুল দেখি তখন আমার শুধু ফুলের প্রশংসা করা উচিত নয়, বরং আমার 'সুবহানাল্লাহ' বলা উচিত, যার অর্থ 'আল্লাহ মহিমান্বিত।' এই ফুলটি যিনি তৈরি করেছেন তিনিই প্রকৃত সুন্দর। সুতরাং সম্মানিত ভাইয়েরা! আমাদের আজকের মজলিসের এই কথাগুলোকে তাওহীদের খাজানা মনে করুন।

তো সুরা কাহাফের আসল হেদায়েত হচ্ছে দুনিয়ার পরিবর্তে আখেরাতকে আসল গন্তব্য মনে করতে হবে। দুনিয়ার বদলে আখেরাতকে নিজের ঘর মনে করতে হবে। দুনিয়ার পরিবর্তে আল্লাহকে আমাদের আসল উদ্দেশ্য ও মাকসাদ মনে করতে হবে! আমাদের বিশ্বাস থাকতে হবে—

لَا مَطْلُوْبَ اِلَّا اللهُ ' لَا مَقْصُوْدَ اِلَّا اللهُ ' لَا مَحْبُوْبَ اِلَّا اللهُ

> আল্লাহ ছাড়া কোনো ইচ্ছা নেই। আল্লাহ ছাড়া কোনো উদ্দেশ্য নেই। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুব নেই।

আপনার শরীরের চেয়ে আপনার রুহের জন্য বেশি চিন্তা করুন। আজ আমাদেরকে রুহের পরিবর্তে শরীর নিয়ে চিন্তা করতে হচ্ছে, এটাই 'দাজল'-এর দর্শন, যা কুরআন বর্ণনা করেছে। সম্মানিত ভাইয়েরা! এই ফিতনা দূরীভূত করার জন্য সূরা কাহাফ কোন দিক থেকে উপযোগী, তা আশা করি আপনাদের কাছে পরিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি।

হাদিসের আলোকে দাজ্জাল ও দাজ্জালি কর্মকাণ্ড

এখন দেখা যাক নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসে দাজ্জাল কোন অর্থে এসেছে। আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

---

৩৯. সূরা কাহাফ : ৩৯

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَخْرُجَ ثَلَاثُوْنَ دَجَّالُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ اَنَّهٗ رَسُوْلُ اللهِ

কিয়ামত ততক্ষণ সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ত্রিশজন দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। তারা সবাই মনে করবে যে, সে আল্লাহ তাআলার রাসুল।[৪০]

ছাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদিসে এসেছে যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

وَاِنَّهٗ سَيَكُوْنُ فِيْ اُمَّتِيْ ثَلَاثُوْنَ كَذَّابُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ اَنَّهٗ نَبِيٌّ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ

অচিরেই আমার উম্মতে ত্রিশজন অতি মিথ্যাবাদী আবির্ভাব হবে। তারা প্রত্যেকেই দাবি করবে যে সে নবি, অথচ আমিই শেষ নবি, আমার পরে কোন নবি নাই।[৪১]

ত্রিশজন দাজ্জাল ও মিথ্যা নবি নবুওত দাবি করেছিল। ছয়-সাতজন তো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে জন্মগ্রহণ করে, যাদের বিরুদ্ধে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু জিহাদ করেছিলেন। মুসাইলমাতুল কাজজাবের সাথে যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে পাঁচশতজন হাফিজ শহিদ হয়েছিলেন। তখন পবিত্র কুরআন গ্রন্থাকারে সংরক্ষণ করার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম একমত হন। তাই হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু একটি মুসহাফ আকারে কুরআন সংকলন করেন, যার জন্য 'মা বাইনাদ দাফাতাইন'

(مَابَيْنَ الدُّفَّتَيْنِ) বাক্য পাওয়া যায়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, 'আমার উম্মত থেকে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জাল বের হবে।' আর এটাও সুস্পষ্ট যে আরবে নবুওতের যে সব মিথ্যা দাবিদারের জন্ম হয়েছিল, তারা উম্মতে মুহাম্মাদি'র মধ্য থেকেই ছিল। কারণ ৯ম হিজরির পর সমগ্র আরববাসী ইমান আনয়ন করে। তাদের মধ্যে সুজাহ বিনতে হারিসা নামে এক মহিলাও নবুওত দাবি করেছিল। সুতরাং এরাই হলো হাদিসে উল্লেখিত এক প্রকারের 'দাজল' অথবা 'দাজ্জাল।'

---

৪০. সুনানু আবি দাউদ, অধ্যায়: যুদ্ধ-বিগ্রহ, পরিচ্ছেদ: ইবন সায়েদ সম্পর্কে, হাদিস : ৪২৮২

৪১. সুনানুত তিরমিজী, অধ্যায়: ফিতনা, পরিচ্ছেদ: কতিপয় মিথ্যুক বের না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না।, হাদিস : ২২২২

হাদিসে যে দ্বিতীয় প্রকার দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা এসেছে, সে হবে একজন মানুষ। সে নিজেকে খোদা বলে দাবি করবে। সে প্রাকৃতিক শক্তি এবং এই মহাবিশ্বের উপাদানগুলোর (Forces of the Nature) ওপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণের অধিকারী হবে। যে তাকে খোদা হিসাবে গ্রহণ করবে, তাকে সে খাদ্য দেবে। যে তাকে গ্রহণ করবে না, সে তার রিজিক বন্ধ করে দেবে। সে তার অবাধ্যদেরকে গণহত্যা করবে। ঈমানদার লোকদের জন্য এটা হবে সবচে' বড় পরীক্ষা।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস থেকে জানা যায়-এ পরীক্ষাটি এত বড় হবে যে, হজরত আদম আলাইহিস সালাম-এর জন্ম থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এর চেয়ে বড়ো কোনো পরীক্ষা আসেনি এবং আসবেও না। হাদিস শরিফে এসেছে—

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؓ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ)) : مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ اِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ اَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ ((

ইমরান ইবনু হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-তিনি বলেন—আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, আদম (আলাইহিস সালাম) এর পর হতে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের মাঝে দাজ্জালের তুলনায় মারাত্মক আর কোন সৃষ্টি হবে না।[৪২]

অন্য একটি হাদিস শরিফে এসেছে —

عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ أَلاَ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَمَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر .

আনাস ইবনু মালিক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—প্রত্যেক নবিই তার উম্মাতকে কানা মিথ্যাবাদী সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। জেনে রাখ! দাজ্জাল কানা হবে। তোমাদের প্রতিপালক কানা নন। দাজ্জালের দুই চোখের মাঝখানে ك - ف - ر লেখা থাকবে।[৪৩]

---

৪২. সহিহ মুসলিম, অধ্যায়: ফিতনা সমূহ ও কিয়ামতের নিদর্শনাবলী, পরিচ্ছেদ: দাজ্জাল সম্পর্কে আরো কতিপয় হাদিস।, হাদিস : ৭১২

৪৩. সহিহ মুসলিম, অধ্যায়: ফিতনা সমূহ ও কিয়ামতের নিদর্শনাবলী, পরিচ্ছেদ: দাজ্জাল, তার পরিচয় এবং তার সাথে যা থাকবে তার বিবরণ,, হাদিস : ৭০৯৭

অর্থাৎ যে দাজ্জাল খোদা হওয়ার দাবি করবে, সে হবে একচোখা। আমাদের মধ্যে 'কানা দাজ্জাল' নামে বিখ্যাত। এই কারণেই একবার যখন ইসরাইল জেরুজালেম জয় করেছিল, তখন ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোশে দায়ানও সেখানে ছিল। সে এক চোখে পর্দা করত। তাই কেউ কেউ তাকে 'কানা দাজ্জাল' বলতেন।

যা-ই হোক, হাদিস শরিফে যে দাজ্জাল সম্পর্কে উম্মতকে সতর্ক করা হয়েছে, সে এসে নিজেকে খোদা বলে দাবি করবে। বলবে-'আমাকে সেজদা কর, এবং আমার আনুগত্য কর, তোমাকে রিজিক দেওয়া হবে, অন্যথায় তোমার রিজিক ও পানি বন্ধ করে দেওয়া হবে'।

একটু ভেবে দেখুন যদি বাস্তবে এমন একজন ক্ষমতাধর লোক পৃথিবীতে আসে, যাকে আল্লাহ তাআলা এই সকল ক্ষমতা দিয়েছেন, তাহলে আমরা কতজন ইমানের ওপর অবিচল থাকতে পারব! এই সবই হবে আমাদের জন্য একটি কঠিন পরীক্ষা যে, 'আমরা কি আল্লাহকে বিশ্বাস করি নাকি ওই প্রতারকের ফিতনায় পড়ে যাই'।

দাজ্জাল যে সকল বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হবে!

সম্মানিত ভাইয়েরা! এবার আসুন, এই দাজ্জালের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী এবং সে বিশেষ কোন কোন ক্ষমতার অধিকারী হবে তা জানা যাক!

এক. দাজ্জাল পুরো বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করবে।

এ সম্পর্কে সহিহ মুসলিমের একটি দীর্ঘ হাদিসে দাজ্জালের এই কথা উদ্ধৃত হয়েছে—

فَأَسِيْرَ فِي الْأَرْضِ فَلَا أَدَعَ قَرْيَةً إِلَّا هَبَطْتُها فِيْ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ وَهما مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ كِلْتَاهمَا

> আমি সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ প্রদক্ষিণ করব। চল্লিশ দিনের ভেতর এমন কোনো জনপদ থাকবে না, যেখানে আমি প্রবেশ না করব। তবে মক্কা ও তাইবা (মদিনা) এ দুটি স্থানে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ।[৪৪]

দুই. দাজ্জাল বা দাজ্জালের বাহন দ্রুতগামী হবে।

কানজুল উম্মালে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مَا بَيْنَ حَافِرِ حِمَارِه إِلَى الْحَافِرِ الْآخِرِ مَسِيْرَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

> 'তার গাধার এক কদম থেকে অন্য কদম পর্যন্ত মধ্যবর্তী দূরত্ব তত হবে, যতটুকু একজন মানুষ এক দিন ও রাতে যত দূরত্ব অতিক্রম করে।'

আরেকটি বর্ণনা এসেছে—তার দুই কানের মধ্যে আশি হাত দূরত্ব থাকবে। কান ত্রিশ হাত লম্বা হবে।

তিন. দাজ্জালের আওয়াজ পুরো বিশ্বের মানুষ শুনতে পাবে।

এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

يُنَادِيْ بِصَوْتٍ لَه يَسْمَعُ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ

---

৪৪. সহিহ মুসলিম, অধ্যায়: বিভিন্ন ফিতনাহ ও কিয়ামতের লক্ষনসমূহ, পরিচ্ছেদ: জাস্‌সাসাহ জন্তুর ঘটনা।, হাদিস : ৭২৭৬

সে এমন আওয়াজে লোকদেরকে ডাকবে, যা প্রাচ্য ও পশ্চিমের সকল মানুষ শুনতে পাবে।

চার. বিশ্বের সকল নদী ও সাগরের ওপর দাজ্জালের নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

سُخِّرَتْ لَهٗ اَنْهَارُ الْاَرْضِ وَآثَارُها

'পৃথিবীর নদ-নদী ও তার চিহ্নসমূহ তার জন্য বশীভূত করা হবে।'

পাঁচ. দাজ্জাল বৃষ্টি বর্ষণের ক্ষমতার অধিকারী হবে

এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

يَاْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْاَرْضَ فَتُنْبِتُ

'সে আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণের আদেশ করলে বৃষ্টিপাত হবে। এবং পৃথিবীকে শস্য উৎপাদনের আদেশ করলে শস্য উৎপাদন করবে।'

ছয়. দাজ্জাল অপার খাজানার অধিকারী হবে।

এ সম্পর্কে কানজুল উম্মালের একটি রেওয়ায়েতে এবং মুসনাদে আহমাদে এসেছে—

وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُوْلُ لَها اَخْرِجِىْ كُنُوْزَكِ فَتَتْبَعُهٗ كُنُوْزَها

সে কোনো বিরান জায়গা দিয়ে অতিবাহিত হলে বলবে যে, তোমার ভিতরে যে খাজানা আছে, তা বের করে দাও! তখন সে তা বের করে দিবে!

সাত. দাজ্জাল আগুন ও পানির নিয়ন্ত্রণকারী হবে।

এ সম্পর্কে একটি মুত্তাফাকুন আলাইহি হাদিস রয়েছে। হজরত রাবী ইবনে হিরাশ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন—আমি হজরত আবু মাসউদ আনসারী রাদিআল্লাহু আনহু-এর সাথে হযরত হুজাইফা ইবনে ইয়ামান রাদিআল্লাহু আনহু-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম।

হজরত আবু মাসউদ আনসারী রাদিআল্লাহু আনহু হজরত হুজাইফা রাদিআল্লাহু আনহু-কে বললেন—দাজ্জাল সম্পর্কে যে হাদিস আপনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে শুনেছেন তা আমাকে বর্ণনা করুন। তিনি বলেন—আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি—

إِنَّ مَعَ الدَّجَّالِ إِذَا خَرَجَ مَاءً وَنَارًا ' فَأَمَّا الَّذِيْ يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا النَّارُ فَمَاءٌ بَارِدٌ ' وَأَمَّا الَّذِيْ يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ تُحْرِقُ ' فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِيْ يَرَى أَنَّهَا نَارٌ فَإِنَّهُ عَذْبٌ بَارِدٌ

যখন দাজ্জাল বের হবে তখন তার সঙ্গে পানি ও আগুন থাকবে। অতঃপর মানুষ যাকে আগুনের মতো দেখবে তা হবে মূলতঃ ঠান্ডা পানি। আর যাকে মানুষ ঠান্ডা পানির মত দেখবে, তা হবে আসলে দহনকারী অগ্নি। তখন তোমাদের মধ্যে যে তার দেখা পাবে, সে যেন অবশ্যই তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে যাকে সে আগুনের মত দেখতে পাবে। কেননা, আসলে তা সুস্বাদু শীতল পানি।[৪৫]

স্পষ্টতই দুনিয়াদাররা তো বস্তুর উপর ঈমান ও বিশ্বাস রাখে। তাই দাজ্জালের অনুসারীরা যদিও পানি আঁকড়ে ধরবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হবে আগুন, যা তাকে পুড়িয়ে ফেলবে।

আট. দাজ্জাল জন্মগত অন্ধত্ব ও কুষ্ঠরোগ নিরাময় করা এবং মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতার অধিকারী হবে।

দাজ্জাল এমন সব চিকিৎসা-ক্ষমতার অধিকারী হবে, যার ফলে সে জন্মগত অন্ধত্ব ও কুষ্ঠরোগ নিরাময় করতে পারবে। অর্থাৎ, ঈসা আলাইহিস সালাম যে অলৌকিক কাজ করেছিলেন, সেও সেই ক্ষমতার অধিকারী হবে; যার মাঝে রয়েছে মৃতদের জীবিত করা। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ج

আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে। আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহর হুকুমে।[৪৬]

হযরত সামরা বিন জুনদাব রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জালের এই ক্ষমতা সম্পর্কে বলেছেন—

وَإِنَّهُ يُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَيُحْيِ الْمَوْتَىٰ

---

৪৫. সহিহ বুখারি, অধ্যায়: আম্বিয়া কিরাম আলাইহিস সালামদের বানীসমূহ। পরিচ্ছেদ: বনী ইসরাইল সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে। হাদিস : ৩৪৫০

৪৬. সুরা আল-ইমরান : ৪৯

সে অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করবে, এবং মৃতকে জীবিত করবে।[৪৭]

আরেকটি হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—দাজ্জাল করাত দিয়ে একজন মানুষকে কেটে ফেলবে। তারপর তাকে সিলাই করে দিলে সে বেঁচে উঠবে।

এই আলোচনার সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি বিষয় 'কানজুল উম্মাল'-এ বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

وَيُبْعَثُ مَعَهُ الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى صُوْرَةِ مَنْ قَدْ مَاتَ

এবং তার সাথে এমন শয়তান (জিন) উঠানো হবে, যারা মৃতদের বেশে থাকবে।

مِنَ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْإِخْوَانِ وَالْمَعَارِفِ

মানুষের পিতা ও দাদাদের মধ্য থেকে। তাদের মাতার কাছ থেকে। তাদের ভাইদের কাছ থেকে এবং তাদের পরিচিতদের কাছ থেকে।

فَيَأْتِيْ اَحَدُهُمْ اِلٰى اَبِيْهِ وَاَخِيْهِ فَيَقُوْلُ اَلَسْتُ فُلَانًا؟ اَلَسْتَ تَعْرِفُنِيْ؟

তখন তাদের একজন তার বাবা ও ভাইয়ের কাছে আসবে এবং বলবে, আমি কি অমুক (আপনার ছেলে বা ভাই) নই? আমাকে চিনতে পারছ না?

নয়. দাজ্জাল নারী-মুক্তি আন্দোলনের (ফিতনার) অগ্রদূত হবে।

দাজ্জালের ফিতনার মধ্যে শেষ ফিতনা হবে নারী-মুক্তির ফিতনা। কানজুল উম্মাল ও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

آخِرُ مَنْ يَخْرُجُ اِلَيْهِ النِّسَاءُ حَتّٰى اِنَّ الرَّجُلَ لَـيَرْجِعُ اِلٰى حَمِيْمِهٖ وَاِلٰى اُمِّهٖ وَابْـنَتِهٖ وَاُخْتِهٖ وَعَمَّتِهٖ فَيُوْثِقُهَا رِبَاطًا مَخَافَةَ اَنْ تَخْرُجَ اِلَـيْهِ

দাজ্জালকে অনুসরণ করার জন্য যারা তাদের ঘর থেকে সর্বশেষ বের হবে, তারা হবে নারীরা, যতক্ষণ না একজন মুমিন বান্দা (কেননা একমাত্র উপায় থাকবে) তার স্ত্রী এবং তার মায়ের কাছে যাবে; এবং তার কন্যা এবং তার বোনের কাছে যাবে; তার ফুফুর কাছে যাবে, এবং তাদেরকে

৪৭. মুসনাদু আহমাদ : ১৫

দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখবে, যাতে তারা দাজ্জালের অনুসরণ করে ঘর থেকে বের হয়ে না আসে।

দাজ্জালি ফিতনার আবির্ভাব এবং বড় দাজ্জালের আগমন

সম্মানিত ভাইয়েরা! আজকের এই সময়ে বড় দাজ্জালের আগমন-পূর্ব সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। সকল ফিতনা একের পর এক দেখা যাচ্ছে। যাহোক। এই প্রসঙ্গে আমি দুটি বিষয়ের পার্থক্য করব। একটি হলো—সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও বড় দাজ্জাল এখনও আবির্ভূত হয়নি, তবে উপরোক্ত হাদিসগুলোতে যে সকল বিষয় ও ফিতনা বর্ণনা করা হয়েছে, তা ইতোমধ্যে আবির্ভূত হয়েছে।

ইংরেজিতে একটি উক্তি বলা হয়—

"The coming events cast their shadows before."

অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ঘটিতব্য ঘটনাগুলো আগে থেকেই তাদের ছায়া ফেলে থাকে।

সুতরাং আমরা যদি বর্তমান সময়কে গভীরভাবে অবলোকন করি, তাহলে দেখতে পাব যে, পৃথিবীতে অনেক কিছু ঘটছে। আমরা আরও বুঝতে পারব যে, বড় দাজ্জালের জন্য পরিবেশ মসৃণ ও উপযোগী করা হয়ে গেছে। হাদিসে উল্লেখিত বিষয়গুলোও ঘটছে।

দাজ্জালের বাহন ও আধুনিক প্রযুক্তি

হাদিসে তার বাহনের জন্য 'হিমার বা গাধা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এটি আজকের যুগের দ্রুতগামী জাহাজ হতে পারে। এর রাডার হলো দাজ্জালের শ্রবণকারী কান; এবং তা একটি অপরটি থেকে অনেক দূরে দূরে অবস্থিত।

এছাড়াও একটি হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

'তার গাধার এক পা মদীনায় থাকলে অন্য পা থাকবে জেরুজালেমে।'

আর আমরা জানি, বিমান মদিনা থেকে বাইতুল মাকদিসের দূরত্বও মাত্র এক ঘণ্টায় অতিক্রম করে।

হাদিসে দাজ্জালের জমিনে রাজত্ব করার সময়কাল সম্পর্কে 'আরবায়ীনা লাইলাতান' (لَيْلَةً أَرْبَعِيْنَ) বলা হয়েছে। বড় দাজ্জাল চল্লিশ রাত্রে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে। আর আমরা জানি যে, পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে চাইলে বিমানে করে মাত্র একদিনে করা যাবে।

আরও ইরশাদ হয়েছে—

'সে এমন আওয়াজে কথা বলবে, যা প্রাচ্য ও পশ্চিমের সকল মানুষ শুনবে।'

আর আজ প্রেসিডেন্ট বুশের ভাষণ সবাই ঘরে বসে শুনতে পাচ্ছে। তার কণ্ঠ বা আওয়াজ সারা বিশ্বে মুহূর্তেই পৌঁছে যাচ্ছে।

দাজ্জালের বৃষ্টিবর্ষণ ও আধুনিক বিজ্ঞান

হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

'সে আকাশকে বৃষ্টি পাঠাতে বললে বৃষ্টি হবে।'

আজ কিন্তু কৃত্রিম বৃষ্টি বর্ষণ করানো হচ্ছে! আপনি দুবাই গিয়ে দেখুন, বাগানে যেন বসন্ত এসেছে! মরুর দেশে সবুজ পরিবেশ কতটা বেড়েছে! আর কত ধরনের গাছ যে লাগানো হয়েছে! আবুধাবির এক কোণ থেকে অন্য কোণে দেখলে মনে হবে, আপনি অ্যাবোটাবাদ বা কাগান এলাকায় হাঁটছেন। সবখানেই সবুজ। রাস্তার পাশে সবুজ বেড়িবাঁধ, ফলে বাঁধের পেছনে বালি থাকলেও গাড়িতে বসে থাকা লোকজন সেই বালি দেখতে পায় না। আবুধাবির উপকূলীয় হাইওয়ে দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আমি আমেরিকাতেও এত সুন্দর সৈকত দেখিনি। যদিও আমি এর পূর্ব উপকূল এবং পশ্চিম উপকূলও ঘুরে দেখেছি।

আপনারা হয়তো জেনে থাকবেন যে, সৌদি আরবের অভ্যন্তরে গম উৎপাদিত হচ্ছে। এক সময় সৌদি আরব গম রপ্তানি করবে এমন কথাও শোনা গিয়েছিল। আর এখন তা বাস্তবায়িত হচ্ছে। জেদ্দা থেকে রিয়াদে আসার সময় আপনি বড়ো বড় সবুজ বৃত্ত বা ক্ষেত দেখতে পাবেন। কেননা এখানে সেচের জন্য কৃত্রিম পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। এগুলোতে একটি দীর্ঘ ঝরনা প্রবাহিত হয় এবং তা থেকে বৃষ্টির মতো পানি বের হয়। যেহেতু ঝরনাটি একটি বৃত্তে চলে তাই এটি একটি বৃত্তের আকার ধারণ করেছে।

দাজ্জালের চিকিৎসা ও আধুনিক বিজ্ঞান

দেখুন এখন দুনিয়াতে বিস্ময়কর সব পদ্ধতিতে চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে! যক্ষ্মা এবং অন্যান্য অনেক রোগ কার্যত পৃথিবী থেকে নির্মূল হয়েছে। ভবিষ্যতে কুষ্ঠরোগ এবং জন্মগত অন্ধত্বের চিকিৎসাও সম্ভব হতে পারে। আর বাকি থাকলো 'মানুষকে চিড়ে ফেলে হত্যা করা, অতঃপর মৃতকে জীবিত করা' এর বিষয়টি। এটার জন্য ক্লোনিং পদ্ধতিও এসে গেছে। যদিও মানব ক্লোনিং এখনও অনুমোদিত নয়, কিন্তু আপনি ইতোমধ্যে জেনেছেন যে, প্রাণির ক্লোনিং কীভাবে ঘটেছে! এভাবে মানব-ক্লোনিং করাও কঠিন হবে না। প্রয়োজন হলো শুধুমাত্র একটি মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে একটি কোষ (cell)। এটা থেকে সম্পূর্ণরূপে একজন মানুষ সৃষ্টি হবে।

একইভাবে হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে যে—

'দাজ্জালের সাথে এমন জিন (শয়তানদের থেকে) উঠানো হবে, যারা মৃত মানুষের আকারে থাকবে।'

তো এই প্রেক্ষাপটে খেয়াল করে দেখুন যে আজকে এমন সমাজ গঠিত হয়েছে, যেখানে আত্মাদের ডাকা হয়। অর্থাৎ জ্বীন ও শয়তান ধোঁকা দিতে আসে। তারা নিজেদের পরিচয় দেয় যে—'আমি তোমাদের পিতা, তোমরা আমাকে চিনতে পারছ না কেন? আমার গলার আওয়াজ চিনতে পারছ না কেন?'

নারী-মুক্তি আন্দোলন একটি দাজ্জালি ফিতনা

একইভাবে, চূড়ান্ত একটি ফিতনা হবে 'নারী-মুক্তি' (Liberation of Women) এর ফিতনা, যার জন্য কায়রো সম্মেলন এবং বেইজিং সম্মেলনের পরে বেইজিং প্লাস ফাইভ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নারীরা যেন সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যায়। এই সকল সম্মেলনে বলা হচ্ছে—যদি সে পতিতাবৃত্তির পেশাও (prostitution) গ্রহণ করে, তবুও তাকে খারাপ বলা যাবে না। বরং—

She will be called a sex worker, not a prostitute

'তাকে সেক্স ওয়ার্কার বা যৌনকর্মী বলা হবে, পতিতা নয়।'

এদের চিন্তাধারা হচ্ছে—'পুরুষরা তাদের শারীরিক শক্তি ব্যবহার করে যেমন অর্থ উপার্জন করে, তেমনি একজন নারীও তার শরীরের একটি অংশ ব্যবহার করেছে, এবং বিনিময়ে সে অর্থ পাচ্ছে! সে এছাড়া আর কি করেছে?'

এই সকল ঘোষণাও দেওয়া হয়েছে যে—'সমকামিতাকে (Homo sexuality) স্বাভাবিক আচরণ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এটা কোনো অস্বাভাবিক ও অপ্রাকৃতিক ব্যাপার নয়'। তাই সমকামী বিবাহ পাশ্চাত্যে বৈধ বলে বিবেচিত হয়। এই আইনটি যুক্তরাজ্যে বিদ্যমান। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া শহরে আইনের বৃত্তের মধ্যেই এ ধরনের বিয়ে হচ্ছে। কিছু দিন পূর্বেই সান ফ্রান্সিসকোতে একটি সমকামী উৎসব হয়েছিল। তাতে এই রকম হাজার হাজার সমকামী বিবাহ সম্পাদিত হয়েছিল।

দাজ্জালের খাদ্য-ভাণ্ডার ও ইহুদিদের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ

রিজিকের ব্যাপারটি দেখুন—এই সময়ে পৃথিবীর সকল অর্থের নিয়ন্ত্রণ চলে যাচ্ছে ইহুদিদের হাতে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চরমে পৌঁছেছে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে দূরত্ব লোপ পেয়েছে। এখন তথ্য প্রযুক্তির (আইটি) যুগ। পারভেজ মোশাররফকেও বক্তৃতায় তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে কথা বলতে দেখা যায়।

একইভাবে, অস্ত্রোপচার পদ্ধতি দেখুন! এখন একটি মানুষকে বরফের মধ্যে রেখে, এবং হিমায়িত অবস্থায় কেটে টুকরো টুকরো করে সেলাই করার মাধ্যমে আবার ঠিক

করে ফেলা সম্ভব এবং সে ঠিকও হয়ে যাবে। তাছাড়া জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। বেশি গম উৎপাদনের জন্য গমের বীজের ভেতরে পরিবর্তন আনা হয়েছে।

একটি হাদিসের সারাংশ হচ্ছে—যখন ইসা আলাইহিস সালাম আসবেন এবং সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন এতো এত ডালিম উৎপাদিত হবে যে, সমগ্র সেনাবাহিনী তার একটি খোসার ছায়ায় বিশ্রাম নেবে'। আর তা ইতোমধ্যে অগ্রগতি লাভ করতে শুরু করেছে। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া শহরে অনেক লম্বা খেজুর পাওয়া যায়, যদিও সৌদি আরবের খেজুরের সেই স্বাদ তাতে নেই।

আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করুন, এই বিশ্ব এখন একটি 'ইউনিপোলার ওয়ার্ল্ড' (Unipolar World) হয়ে ওঠেছে। এর নিয়ন্ত্রণ চলে গেছে কোনো একজনের হাতে। সমগ্র অর্থনীতিতে ইহুদিদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আইএমএফ (IMF), ওয়ার্ড ব্যাংক (World Bank), ডব্লিউটিও (WTO - World Trade Organisation) এবং টিআরআইপিএস বা ট্রিপস (TRIPS) এর চুক্তির মাধ্যমে সমগ্র অর্থনীতি ইহুদিদের দখলে রয়েছে। ট্রিপস চুক্তিতে বলা হয়েছে—কোনো দেশ তার নিজস্ব বীজ উৎপাদন করবে না, বরং তাদের কাছ থেকে কিনবে, নয়তো অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে।

তারা বলে যে, আগে দুই মণ গম পেতেন, এখন যে বীজ দিয়েছি, তাতে তিনশ মণ গম পাচ্ছেন। কারণ আমরা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে এই বীজ তৈরি করেছি। তাই এর রয়্যালটি আমাদের পাওয়া উচিত। সুতরাং আপনি আমাদের কাছ থেকে বীজ কিনবেন। আমরা এমন বীজ দেব, যাতে আপনি এটি থেকে একবার মাত্র ফসল পাবেন। এই আর বীজ পাওয়া যাবে না। ঠিক যেমন নাকি আজকের ফার্মের মুরগির ডিম থেকে মুরগির বাচ্চার জন্মাতে পারে না।

বর্তমানে ইরানের জন্য সবচে' বড় হুমকি হলো অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ। ইরান সাহসিকতার সাথে এখনও এই সকল নিষেধাজ্ঞা সহ্য করছে। কিন্তু ভেবে দেখুন যদি পাকিস্তানের ওপর এই সকল নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, তাহলে পাকিস্তানের জনগণের কি দাঁড়িয়ে থাকার যথেষ্ট সাহস আছে? (এ বিষয়ে আমি প্রেসিডেন্ট মোশাররফের সাথে দৃঢ়ভাবে একমত নই। তালেবানের ব্যাপারে তার ইউটার্ন নেওয়া উচিত ছিল না। বরং আল্লাহর ওপর ভরসা করা উচিত ছিল)। ইরানের তো তেল আছে। সে নিষেধাজ্ঞা সামাল দিতে পারবে, কিন্তু পাকিস্তান নিষেধাজ্ঞা কীভাবে মোকাবেলা করবে? কাপড় রপ্তানি বন্ধ হলে সব মিল বন্ধ হয়ে যাবে। লাখ লাখ শ্রমিক বেকার হয়ে পরবে। পোশাক কারখানা ও টেক্সটাইল মিলগুলো বন্ধ হয়ে যাবে।

বিশ্ব অর্থনীতির আজ যে অবস্থা, তাতে এটা স্পষ্ট যে, তা ইহুদিদের হাতে চলে গেছে। যদি তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টক এক্সচেঞ্জে ওঠানামা তৈরি করে, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অল্প সময়ের মধ্যে আটকে যাবে। তার পুরো অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাবে। শেয়ার বাজারে একটি সর্বনাশা অবস্থা তৈরি হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিংহাসন উল্টে যাবে। আর এটা হবেই হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের সম্মতির বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ শুরু করলেই ইসরাইল তাকে ধ্বংস করে দেবে। আমাদের সাপ্তাহিক 'নেদায়ে খিলাফত'-এর একটি সংখ্যায় আবেদুল্লাহ জান তার ইংরেজি নিবন্ধে লিখেছেন—

In very near future Israel will be the supreme power on the earth

'খুব অদূর ভবিষ্যতে ইসরাইল হবে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শক্তি।'

অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের সর্বোচ্চ শক্তি আমেরিকা নয়, ইসরাইল হবে। তা পুরো মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে বিস্তৃত হবে। মিশরের সর্বোন্নত অঞ্চলগুলো তাদের দখলে থাকবে, যার একটি হচ্ছে সিনাই উপদ্বীপ। তারা ফিলিস্তিনকে বাস্তবেই একটি উদ্যানে পরিণত করেছে, এবং মরুভূমিতে সোনা ফুটছে। এ ছাড়া পুরো ইরাক, পুরো সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান ও তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চল তার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এছাড়াও হিজাযের উত্তরাঞ্চল অর্থাৎ খাইবার ইত্যাদি তার অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

যাহোক মহান আল্লাহ মদিনাকে রক্ষা করবেন। ফেরেশতারা এর প্রতিরক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবেন। অন্যথায় তাদের বৃহত্তর ইসরাইলের পরিকল্পনায় মদিনাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মদিনায় ইহুদিদের তিনটি গোত্র বাস করত, যাদেরকে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। যদি এই 'সুপ্রিম পাওয়ার বা সর্বোচ্চ শক্তি' অস্তিত্বে আসে, তাহলে দাজ্জালি শক্তি এখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে খোদা বলে দাবি করবে। বর্তমান এই সময়ে পুরো অর্থনীতি সেদিকেই যাচ্ছে। 'ট্রিপস' এর ব্যাপারটা এসে গেছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। বিদেশী পণ্য আসছে সস্তায়। তারা কম খরচে খুব বড়ো পরিসরে পণ্য উৎপাদন করে। এমনকি আপনি এটার ওপর ট্যাক্সও আরোপ করতে পারবেন না। এইভাবে আপনার নিজের সম্পদ ক্ষয় হবে এবং আপনার নিজস্ব শিল্প ধ্বংস হবে।

আদম-জ্ঞানের দুই চোখ

এই যুগে দাজ্জালি ফিতনায় দুনিয়া ছেয়ে গেছে। তবে শুধুমাত্র এগুলাই ফিতনা নয়, বরং নবিজির হাদিস অনুসারে আসল দাজ্জাল হবে একজন মানুষ। সে লোকদের দিয়ে নিজের সিজদা করাবে। তার একটি চোখ থাকবে। সে বলবে—'আমাকে বিশ্বাস কর, আমি তোমাদের প্রভু!'

একটু চিন্তা করুন, আল্লাহ যেমন মানুষকে দুটি চর্ম-চোখ দিয়েছেন, তেমনি জ্ঞান অর্জনের জন্যও মানুষকে দুটি চোখ দিয়েছেন। এক চোখ দিয়ে আমরা দুনিয়ার জ্ঞান অর্থাৎ বস্তুগত জ্ঞান লাভ করি। চোখে দেখে, কান দিয়ে শুনে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হই। আমাদের বিভিন্ন চিন্তা-ফিকির বা গবেষণার পর কী ফলাফল বের হয়, আমরা তা জানতে পারি ও বুঝতে পারি। তারপর আমরা আরও চিন্তা করি, আরও বিবেচনা করি, পর্যবেক্ষণ করি এবং ধাপে ধাপে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا

আল্লাহ আদমকে সকল নাম শিখিয়েছিলেন।[৪৮]

আর শুধু নামই নয়, দুনিয়ার সব কিছুর জ্ঞানও দিয়েছিলেন। এটি আদম আলাইহিস সালামকে সম্ভাব্যভাবে (potentially) দেয়া হয়েছিল। একটি আম গাছে ডালের মধ্যে যেমন পুরো আমগাছ নিহিত থাকে, ঠিক সেভাবেই হজরত আদম আলাইহিস সালাম-কে যে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল, তা সুস্পষ্ট ও বিশিষ্ট হতে হাজার হাজার বছর লেগেছে। এটি হচ্ছে 'ইলম বিল-হাওয়াস' বা আকল বা বুদ্ধির জ্ঞান। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আপনি তথ্য পেয়েছেন, বুদ্ধি এটি প্রক্রিয়া করে, এবং সর্বশেষ একটি উপসংহার ও ফলাফল তৈরি করে।

আমি একটি সহজ উদাহরণ দিচ্ছি—এই যে প্রযুক্তি আজ আকাশের সাথে কথা বলছে। অত্যাধুনিক রূপ লাভ করেছে। এই ব্যাপারে একবার চিন্তা করুন যে, মানুষ কীভাবে 'শক্তির প্রথম উৎস' (source of energy) আবিষ্কার করেছিল! আমাদের সম্মানিত পূর্বপুরুষদের কেউ একজন দেখেছিলেন যে, একটি পাথর ওপর থেকে পড়ে নিচের পাথরে আঘাত করেছে, এবং এর ফলে একটি আগুনের শিখা বেরিয়ে এসেছে। এবার তিনি একটা পাথর নিয়ে আরেকটা পাথর ঘষে পরীক্ষা করে দেখলেন

৪৮. সুরা বাকারা : ৩১

যে, এর ফলে আগুন বের হয়। এভাবেই মানবজাতির কাছে আগুনের উদ্ভাবন হয়। এটি শক্তির প্রাথমিক উৎস। তার আগে তারা হয় ফুল-পাতা খেতেন; ফল খেতেন; গাছের শিকড় খেতেন বা পশু শিকার করতেন এবং সিংহ ও নেকড়েদের মতো কাঁচা মাংস খেতেন।

এমনিভাবে আগুন আবিষ্কারের অনেক পরে, একজন ব্যক্তি লক্ষ্য করলেন যে, আগুনের ওপরে রাখা একটি কড়াইয়ের ঢাকনা কাঁপছে। তিনি ভাবলেন, কোন্ শক্তি ঢাকনাটা কাঁপাচ্ছে। কোন জিন বা ভূত কি ঢাকনা নাড়াচ্ছে? তিনি অনেক ভাবনার পর জানতে পারলেন, এটা হচ্ছে বাষ্প, এর মাঝে শক্তি নিহিত রয়েছে। সুতরাং এটিকে ব্যবহার করা হয়েছিল। উত্তরাত্তর এর মাঝে উন্নত করণ প্রক্রিয়া চালানো হয়েছিল। এভাবেই বাষ্পের ইঞ্জিন তৈরি হয়। সুতরাং এই জ্ঞান অগ্রসর হতে থাকে; উন্নত হতে থাকে। এমনকি এক পর্যায়ে বৈদ্যুতিক জিনিস আবিষ্কৃত হয়। তারপর হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কৃত হয়। এই সব কিছু আসলে কীভাবে হচ্ছে? ধীরে ধীরে এবং ধাপে ধাপে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি পাচ্ছে; উন্নত হচ্ছে। এটিই হচ্ছে মানুষকে দেয়া জ্ঞানের একটি চোখ।

দ্বিতীয় চোখ হলো শরীয়াহ, যাতে নির্দেশনা আছে যে —'এটা কর, এটা কর না!' আদম আলাইহিস সালাম-কে দুনিয়ার খিলাফত প্রদানের পর আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

> فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾
>
> অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়েত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়েত অনুসারে চলবে, তার ওপর না কোনো ভয় আসবে, না (কোনো কারণে) তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্ত্রস্ত হবে।[৪৯]

আমি এর একটি উদাহরন এভাবে দিই যে—আপনি ভ্রমণে সব জায়গায় লেখা দেখতে পান, 'ধীরে ধীরে চলুন!' এইভাব আপনার স্বাধীনতা সীমিত করা হয়। সত্তর (৭০) স্পিডে যেতে চাচ্ছেন কিন্তু স্পিড কমাতে বলা হয়। যদি আপনি স্পিড না কমান, তাহলে কিন্তু সোজা খাদে চলে যাবেন। শরীয়ত একই জিনিসের নাম—'এটা কর, এটা কর, তাহলে তোমার জন্য ভালো হবে! এবং এটা করবে না, ওটা করবে না, কেননা তা এটা একটা খারাপ জিনিস। এটা তোমার জন্য খারাপ পরিণতি বয়ে আনবে, যা তুমি জানো না।'

৪৯. সূরা বাকারা : ৩৮

শরিয়ত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এতে বিধিবদ্ধ আছে—'এটা ফরজ, ওটা ওয়াজিব! এটা অবশ্যই করবে! আর এটা মাকরুহ, ওটা হারাম, এটাকে অবশ্যই এড়িয়ে চলবে!' আর এই সকল নির্দেশনা আসমানি হেদায়েত বা ঐশ্বরিক নির্দেশনা, অর্থাৎ 'ওহি' এর মাধ্যমে এসেছে।

তো এই ছিল জ্ঞানের দুই চোখ সংক্রান্ত আলোচনা। বর্তমান যুগে তো একটি চোখ সম্পূর্ণ বন্ধ করে রাখা হয়েছে, যাতে কেউ যেন ওহির দিকে তাকাতেই না পারে। বিশ্ব সভ্যতা দাঁড়িয়েছে শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে। আমেরিকার শক্তির ভিত্তি হচ্ছে তার প্রযুক্তি। এর দ্বারাই আমেরিকা আফগানিস্তানে রাশিয়াকে পরাজিত করতে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। যদিও আফগানরা তাদের জীবন দিয়েছে, কিন্তু আমেরিকাই তো তাদেরকে স্টিংগার মিসাইল দিয়েছে। স্টিংগার মিসাইল না থাকলে রুশ সৈন্যরা কখনোই আফগানিস্তান থেকে ফিরে যেতো না। রাশিয়ানদের সবচে' বড় অস্ত্র ছিল গানশিপ হেলিকপ্টার, যেগুলোকে আফগান মুজাহিদরা স্টিংগার মিসাইল দিয়ে লক্ষ্যবস্তু করে। পাহাড়ে স্থল যুদ্ধ হতে পারে না। ফলে আফগানদের চেয়ে কেউ এই যুদ্ধে এগিয়ে যেতে পারবে না। আফগানদের ওপর বিজয় লাভ করতে পারবে না। এমনকি আমেরিকাও তাদের সাথে ময়দানে লড়াই করেনি। বরং তারা আকাশ থেকে ডেইজি কাটার ছুঁড়েছে, যার কারণে হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে আমেরিকা টেকনোলোজির শক্তিতে সুপার পাওয়ার হয়েছে। নইলে তার সামনাসামনি লড়াইয়ের কোনো ক্ষমতা নেই। রামসফেল্ডকে আমি নিজেই টেলিভিশনে বলতে শুনেছি—'আফগানরা রেসিলিয়েন্ট ফাইটার (Resilient Fighter) অর্থাৎ তারা হচ্ছে এমন যোদ্ধা, যারা মাটি আঁকড়ে ধরে থাকে বা অবিচল যোদ্ধা; শত্রুর পিছু ছাড়ে না।' কেননা যার সামনে মৃত্যুই সবচে' বড় সাফল্য, তাকে কে মারতে পারবে! কবির মতে—

منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید
ناامیدی اُس کی دیکھا چاہیے!
মৃত্যুই যার আকাঙ্খা,
তার আশাহীনতা কেমন, তা দেখতে হবে!

আমেরিকানরা তো নিজেদের জীবন বাঁচাতে লড়াই করে, তাহলে তারা কীভাবে এদের মোকাবেলা করবে?

দাজ্জালের গঠন-অবয়ব কেমন হবে?

দাজ্জালের গঠন-অবয়ব কেমন হবে, তার বিস্তারিত বিবরণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সহীহ হাদিসে এসেছে। এটি 'তামিম দারী রাদিআল্লাহু আনহুর হাদিস' নামে প্রসিদ্ধ—

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ سَمِعْتُ مُنَادِيَ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنَادِي أَنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ . فَخَرَجْتُ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلاَةَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَ " لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلاَّهُ " . ثُمَّ قَالَ " هَلْ تَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ " . قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " إِنِّي مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَهْبَةٍ وَلاَ رَغْبَةٍ وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلاً نَصْرَانِيًّا فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي حَدَّثْتُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلاَثِينَ رَجُلاً مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامٍ فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ وَأَرْفَئُوا إِلَى جَزِيرَةٍ حِينَ مَغْرِبِ الشَّمْسِ فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرَةُ الشَّعْرِ قَالُوا وَيْلَكِ مَا أَنْتِ قَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي هَذَا الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالأَشْوَاقِ . قَالَ لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلاً فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَأَشَدُّهُ وَثَاقًا مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ " . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَسَأَلَهُمْ عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ وَعَنْ عَيْنِ زُغَرَ وَعَنِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ قَالَ إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ وَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " وَإِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ لاَ بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ " . مَرَّتَيْنِ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ قَالَتْ حَفِظْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

ফাতিমা বিনত কায়স রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন—একদা আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াজ্জিন-কে বলতে শুনি, 'সালাত একত্রকারী; (অর্থাৎ সালাতের জন্য একত্রিত হও।) এরপর আমি বের হয়ে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সালাত আদায় করি। সালাত শেষে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসি মুখে মিম্বরের ওপর আরোহণ করে বলেন—সবাই নিজ-নিজ স্থানে বসে থাক। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন—তোমরা কি জান, কি জন্য আমি তোমাদের একত্রিত করেছি?

তাঁরা বলেন—আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল এ ব্যাপারে অধিক অবগত।

তিনি বলেন—এখন আমি তোমাদের দীনের কাজে উৎসাহিত ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য একত্রিত করিনি, বরং আমি তোমাদের (একটি ঘটনা শুনাবার জন্য) একত্রিত করেছি।

তা হলো—তামীমে দারী খ্রিস্টান ছিল। সে এসে বায়আত হয়ে ইসলাম কবুল করেছে। আমি দাজ্জাল সম্পর্কে তোমাদের কাছে যা বর্ণনা করেছি, সে এমনই বলেছে—একবার সে 'লাখাম' ও 'জুযাম' গোত্রের ত্রিশজন লোকের সাথে জাহাজযোগে সমুদ্র ভ্রমণে বের হয়। এক মাস সমুদ্রে চলার পর তাদের জাহাজটি একটি দ্বীপে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে তাঁরা লম্বা চুল বিশিষ্ট একটি আশ্চর্য ধরনের প্রাণির সাক্ষাৎ পায়। তারা তাকে বলে—তুমি ধ্বংস হও, তুমি কে?

তখন সে বলে—আমি জাসসাসাহ (একজন গোয়েন্দা)। তোমরা এই প্রাসাদে অবস্থানকারী ব্যক্তির কাছে চল; কেননা, সে তোমাদের খবরের জন্য খুবই উদগ্রীব।

রাবী বলেন—যখন সে আমাদের কাছে সে ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে, তখন আমরা সে প্রাণী সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে পড়ি যে, হয়তো সে শয়তান। আমরা সেখান থেকে দ্রুত চলে যাই এবং উক্ত প্রসাদে প্রবেশ করি এবং সেখানে বিশাল আকৃতির এমন এক ব্যক্তিকে দেখি, যার মত আর কাউকে এর আগে দেখিনি। সে শিকলে বাধা ছিল এবং তার দু-হাত ঘাড়ের সাথে আবদ্ধ ছিল। (এরপর পূর্ববর্তী হাদিসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।)

এরপর সে তাদের কাছে 'বায়সান' নামক স্থানের খেজুর, 'যাআর নামক কূপ এবং উম্মী-নবি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। সে বলে—আমি মাসীহ দাজ্জাল। অতি সত্বর আমাকে বের হওয়ার জন্য অনুমতি দেয়া হবে।

তারপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—দাজ্জাল শাম অথবা ইয়ামনের সমুদ্রে অবস্থিত একটি দ্বীপে বন্দি অবস্থায় আছে। এরপর তিনি বলেন—

না, বরং সে পূর্বের দিকে আছে, আর তিনি তার হাত দিয়ে সে দিকে দু-বার ইশারা করেন।

ফাতিমা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন—আমি এ হাদিস রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি এবং মনে রেখেছি।[৫০]

সুতরাং এসব হাদিসের উপর ভিত্তি করে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, দাজ্জাল একজন ব্যক্তি হবে। সে হবে ইসরাইলের শাসক। আমি ইতোপূর্বেও বলেছি, তার জন্য পরিবেশ তৈরি করা হয়ে গেছে। বিশ্বজুড়ে দাজ্জালি ব্যবস্থাপনার নিদর্শনসমূহ প্রায় সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়েছে। গোপন শক্তি কর্তৃক পদার্থের উপাদান এবং প্রাকৃতিক শক্তিকেও আয়ত্ত করা সম্ভব হয়ে গেছে। আল্লামা ইকবাল রহ. বলেছেন—

عروج آدمِ خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں
کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہِ کامل نہ بن جائے!
মাটির আদমের উত্থানে নক্ষত্ররা ভয় পায়

এই ভাঙা নক্ষত্রটি যেন আবার নিখুঁত চাঁদ হয়ে না যায়!

ছোটবেলায় আমরা 'চান্দ-মামু দূর কে' ছড়া আবৃত্তি করতাম। কিন্তু এখন মানুষ এই চাঁদ-মামাকে পায়ে ঘষে তার ওপর দিয়ে হেঁটে এসেছে। মহাকাশের ভিতরে কী ঘটছে তা দেখুন। স্পেস স্টেশনকে ক্রুরা মহাকাশের মধ্যে রেখেই পরিবর্তন করেছে; আপডেট করেছে। পুরোনো স্টাফ ফিরে এলে নতুন স্টাফ গিয়ে দায়িত্ব বুঝে নিচ্ছে। এভাবে প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত উন্নতি লাভ করছে। এগুলা দাজ্জালি ফিতনার-ই অংশ!

আমার আজকের আলোচনার শিরোনাম অন্তরে আবারো তাজা করুন—'ত্রিশ দাজ্জাল, দাজ্জালের ফিতনা এবং বড় দাজ্জাল।' এই ত্রিশজন দাজ্জাল হচ্ছে তারাই, যারা মিথ্যা নবুওত দাবি করবে। তাদের মধ্যে দুইজন আমাদের সময়ে এসেছে। তারা এই দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে, উভয় কমবখত জীবিত। জীবিত এই অর্থে যে তাদের দল সচল এবং সক্রিয়। এর আগে যে সব দাজ্জালের উদ্ভব হয়েছিল তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিছু সময় তারা সাহস দেখালেও এরপর কেউ তাদের নাম নেওয়ার মতও নেই। ইরানের বাহাউল্লাহ মিথ্যাভাবে নবুওত দাবি করলেও পাকিস্তানে তার বাহাই অনুসারীরা বিদ্যমান এবং তারা খুবই সক্রিয়। শোনা যাচ্ছে ইসলামাবাদে তাদের বিশাল অফিস রয়েছে। কাদিয়ানিদেরও একই অবস্থা। গোটা পশ্চিমারা তাদের সাহায্য করছে, যেমন তারা ভারতের অভ্যন্তরে ব্রিটিশদের সাহায্য করেছিল। পশ্চিমারা হয়তো সেই সাহায্যের প্রতিদান দিচ্ছে। যদি কেউ বাইরের দেশে গিয়ে

---

৫০. সুনানু আবি দাউদ, অধ্যায়: যুদ্ধ-বিগ্রহ, পরিচ্ছেদ: দাজ্জালের গোয়েন্দা সম্পর্কে। হাদিস : ৪২৭৫

মানে একটি পূর্ব দেশ থেকে সেনাবাহিনী আসবে। তারা মাহদির সরকার প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করবে। মাহদি আলাইহিস সালাম তখন এই বৃহত্তর ইসরাইলের বিরুদ্ধে একের পর এক যুদ্ধ শুরু করবেন। এতে তারা অনেক জয় পাবেন।

আমার মনে হচ্ছে, এই সময়ের মধ্যে সমগ্র খ্রিস্টধর্ম মুসলমানদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবে। কিন্তু ইহুদিরা নয়, যেমন আপনারা উপসাগরীয় যুদ্ধে দেখেছেন। ইসরাইল চেয়েছিল তারা মাঠে নামবে, কিন্তু আমেরিকা বলল—'না! তোমরা মাঠে নামলে সমগ্র আরব বিশ্ব আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখাবে। আমরা তোমাকে রক্ষা করছি।'

দেখুন আমেরিকা তো আফগানিস্তানে স্টিংগার মিসাইল দিয়েছিল, কিন্তু ইসরাইলকে দেয়া হয়েছিল প্যাট্রিয়ট মিসাইল। এই মিসাইলের ক্ষমতা হলো, এটা এগিয়ে গিয়ে আক্রমণকারী ক্ষেপণাস্ত্রকে আঘাত করে, এবং পথেই তাকে ধ্বংস করে দেয়। এমনটাই ঘটেছে ইরাকে। সাদ্দাম হোসেন তার স্কাড ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য এতটাই গর্বিত ছিল যে, সে ভাবত—এটি ইসরাইলের প্রতিটি ইট খুলে আলাদা করে ফেলবে; তাকে ধ্বংস করে ফেলবে, কিন্তু যখন প্যাট্রিয়ট এলো, তখন তো স্কাড নিজেই ধ্বংস হয়ে গেল। তো বলছিলাম—আমেরিকা ইসরাইলকে যুদ্ধে প্রবেশ করতে দেয়নি। আজও ইরাকের বিরুদ্ধে গঠিত কমিশনে ইসরাইলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

আরমাগেডন (المَلحمةُ العُظمٰى) -এ এমনই হবে যে, খ্রিস্টানরা ইহুদিদের সরকার গঠন করিয়ে দিবে। কিন্তু তারপর পাশা উল্টে যাবে। যদিও আমরা এখনও বুঝতে পারি না যে, পাশাটি কীভাবে উল্টে যাবে; মুসিবত কীভাবে তাদের কাছেই ফিরে যাবে। তবে এটিই সত্য যে তা খ্রিস্টানদের কাছে ফিরে যাবে। কারণ এটিই আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যিনি আস-সাদিকুল মাসদুক এবং আল্লাহ তার সত্যের ব্যাপারে সাক্ষী।

যাহোক, তারপর পাশা ঘুরবে। মুসলমানরা একে একে তাদের দেশ ও ভূখণ্ডগুলো ফিরিয়ে নেবে। তারপর ইহুদিরা প্রচণ্ড বাঁধা ও সঙ্কীর্ণতার সম্মুখীন হবে। অতঃপর ইসরাইল থেকে একজন দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে। সে দাবি করবে, আমিই মাসিহ। সেই মাসিহে দাজ্জাল হবে। সে যখন আবির্ভূত হবে, তখন হজরত ইসা আলাইহিস সালাম আসমান থেকে অবতরণ করবেন, যাকে আল্লাহ তায়ালা তুলে নিয়েছিলেন। তিনি এই দাজ্জালকে হত্যা করবেন। হাদিসে শরিফে এসেছে—যতদূর তিনি দেখতে পাবেন, ইহুদিরা গলে ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার দৃষ্টিতে এমন একটি শক্তিশালী লেজার তৈরি করে দিবেন যে, তিনি যতদূর দেখতে পাবেন, এই রেঞ্জের মধ্যে থাকা সকল ইহুদি ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর পুরো বিশ্বে একটি ধর্ম হিসাবে খ্রিস্ট ধর্ম শেষ হয়ে যাবে। হজরত ঈসা মাসিহ আলাইহিস সালাম

মানে একটি পূর্ব দেশ থেকে সেনাবাহিনী আসবে। তারা মাহদির সরকার প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করবে। মাহদি আলাইহিস সালাম তখন এই বৃহত্তর ইসরাইলের বিরুদ্ধে একের পর এক যুদ্ধ শুরু করবেন। এতে তারা অনেক জয় পাবেন।

আমার মনে হচ্ছে, এই সময়ের মধ্যে সমগ্র খ্রিস্টধর্ম মুসলমানদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবে। কিন্তু ইহুদিরা নয়, যেমন আপনারা উপসাগরীয় যুদ্ধে দেখেছেন। ইসরাইল চেয়েছিল তারা মাঠে নামবে, কিন্তু আমেরিকা বলল—'না! তোমরা মাঠে নামলে সমগ্র আরব বিশ্ব আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখাবে। আমরা তোমাকে রক্ষা করছি।'

দেখুন আমেরিকা তো আফগানিস্তানে স্টিংগার মিসাইল দিয়েছিল, কিন্তু ইসরাইলকে দেয়া হয়েছিল প্যাট্রিয়ট মিসাইল। এই মিসাইলের ক্ষমতা হলো, এটা এগিয়ে গিয়ে আক্রমণকারী ক্ষেপণাস্ত্রকে আঘাত করে, এবং পথেই তাকে ধ্বংস করে দেয়। এমনটাই ঘটেছে ইরাকে। সাদ্দাম হোসেন তার স্কাড ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য এতটাই গর্বিত ছিল যে, সে ভাবত—এটি ইসরাইলের প্রতিটি ইট খুলে আলাদা করে ফেলবে; তাকে ধ্বংস করে ফেলবে, কিন্তু যখন প্যাট্রিয়ট এলো, তখন তো স্কাড নিজেই ধ্বংস হয়ে গেল। তো বলছিলাম—আমেরিকা ইসরাইলকে যুদ্ধে প্রবেশ করতে দেয়নি। আজও ইরাকের বিরুদ্ধে গঠিত কমিশনে ইসরাইলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

আরমাগেডন (الْمَلْحمةُ العُظمٰى) -এ এমনই হবে যে, খ্রিস্টানরা ইহুদিদের সরকার গঠন করিয়ে দিবে। কিন্তু তারপর পাশা উল্টে যাবে। যদিও আমরা এখনও বুঝতে পারি না যে, পাশাটি কীভাবে উল্টে যাবে; মুসিবত কীভাবে তাদের কাছেই ফিরে যাবে। তবে এটিই সত্য যে তা খ্রিস্টানদের কাছে ফিরে যাবে। কারণ এটিই আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যিনি আস-সাদিকুল মাসদুক এবং আল্লাহ তার সত্যের ব্যাপারে সাক্ষী।

যাহোক, তারপর পাশা ঘুরবে। মুসলমানরা একে একে তাদের দেশ ও ভূখণ্ডগুলো ফিরিয়ে নেবে। তারপর ইহুদিরা প্রচণ্ড বাঁধা ও সঙ্কীর্ণতার সম্মুখীন হবে। অতঃপর ইসরাইল থেকে একজন দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে। সে দাবি করবে, আমিই মাসিহ। সেই মাসিহে দাজ্জাল হবে। সে যখন আবির্ভূত হবে, তখন হজরত ইসা আলাইহিস সালাম আসমান থেকে অবতরণ করবেন, যাকে আল্লাহ তায়ালা তুলে নিয়েছিলেন। তিনি এই দাজ্জালকে হত্যা করবেন। হাদিসে শরিফে এসেছে—যতদূর তিনি দেখতে পাবেন, ইহুদিরা গলে ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার দৃষ্টিতে এমন একটি শক্তিশালী লেজার তৈরি করে দিবেন যে, তিনি যতদূর দেখতে পাবেন, এই রেঞ্জের মধ্যে থাকা সকল ইহুদি ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর পুরো বিশ্বে একটি ধর্ম হিসাবে খ্রিস্ট ধর্ম শেষ হয়ে যাবে। হজরত ঈসা মাসিহ আলাইহিস সালাম

বলবেন—তোমরা আমাকে শূলিতে চড়াওনি শুধু। বরং খামোখা এই সকল ক্রুসেড চালিয়ে এসেছ! আমি বলেছিলাম, তাওরাতের আইন তোমাদের জন্য প্রযোজ্য হবে, কিন্তু তোমরা তা বাতিল করে দিয়েছ। তাওরাত অনুসারে সুদ খাওয়া হারাম, কিন্তু তোমরা সুদ খেয়েছ'। এমনিভাবে তিনি শূকরের বিষয়টি বলবেন। হাদিসে এসেছে—'ইসা আলাইহিস সালাম ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন এবং শূকর হত্যা করবেন।'

যাহোক, খ্রিস্ট ধর্মের অবসান ঘটবে। খ্রিস্টানরা মুসলমানদের সাথে একীভূত হবে। ইসলাম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হবে। এই সময়টি অবশ্যই আসবে। আমি বিশ্বাস করি এরপরে যে দাজ্জাল আসবে, সে নিজেকে খোদা বলে দাবি করবে। আমার প্রবল ধারণা—সে হবে স্বয়ং ইবলিস (আজাজিল) অথবা ইবলিসের কোনো বিশেষ জেনারেল, যাকে এখন একটি দ্বীপে আল্লাহ বন্দি করে রেখেছেন। অচিরেই হয়তো সে মুক্তি পাবে এবং সে এসে খোদা হওয়ার দাবি করবে।[৫২]

---

৫২. দাজ্জাল দুইজন হওয়ার ব্যাপারে ডাক্তার সাহেব রহ. এই মতটি তাঁর নিজস্ব মত। জমহুর উলামায়ে কেরামের মত হচ্ছে—মূলত দাজ্জাল একজনই হবে। সেই প্রথমে নিজেকে নবি দাবি করবে, এরপর এক পর্যায়ে নিজেকে খোদা বলে দাবী করবে। আল্লাহু আলাম। –অনুবাদক

নিকৃষ্ট লোকদের ওপর কিয়ামত আসবে

সম্মানিত ভাইয়েরা! আমরা আলোচনার শেষের দিকে এসেছি। এখানে একটি হাদিস দেখুন! এটি থেকে জানা যায়, নিকৃষ্ট লোকদের ওপর কিয়ামত আসবে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ - لاَ أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ عَامًا - فَيَبْعَثُ اللَّهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّأْمِ فَلاَ يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبَدِ جَبَلٍ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ " . قَالَ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلاَمِ السِّبَاعِ لاَ يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلاَ يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ أَلاَ تَسْتَجِيبُونَ فَيَقُولُونَ فَمَا تَأْمُرُنَا فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الأَوْثَانِ وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌّ رِزْقُهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَلاَ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلاَّ أَصْغَى لِيتًا وَرَفَعَ لِيتًا - قَالَ - وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ - قَالَ - فَيَصْعَقُ وَيَصْعَقُ النَّاسُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ - أَوْ قَالَ يُنْزِلُ اللَّهُ - مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ - نُعْمَانُ الشَّاكُّ - فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ . وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ - قَالَ - ثُمَّ يُقَالُ أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ فَيُقَالُ مِنْ كَمْ فَيُقَالُ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ - قَالَ - فَذَاكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا وَذَلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ .

আমার উম্মাতের মধ্যেই দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং সে চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে। আমি জানি না চল্লিশ দিন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছর। এ সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মারইয়াম তনয় ইসা আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করবেন। তাঁর আকৃতি উরওয়াহ ইবনু মাসউদ এর অবিকল হবে। তিনি দাজ্জালকে সন্ধান করে তাকে ধ্বংস করে দিবেন। তারপর সাতটি বছর লোকেরা এমনভাবে অতিবাহিত করবে যে, দুই ব্যক্তির মধ্যে কোনো শত্রুতা থাকবে না। তখন আল্লাহ তাআলা সিরিয়ার দিক হতে শীতল বাতাস প্রবাহিত করবেন। ফলে যার হৃদয়ে কল্যাণ বা ইমান থাকবে, এ ধরনের কোন লোকই এ দুনিয়াতে আর বেঁচে থাকবে না। বরং এ ধরনের প্রত্যেকের জান আল্লাহ তাআলা কবজ করে নিবেন। এমনকি তোমাদের কোন লোক যদি পর্বতের গভীরে গিয়ে আত্মগোপন করে তবে সেখানেও বাতাস তার কাছে পৌঁছে তার জান কবজ করে নিবে।

আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন—আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, তখন খারাপ লোকগুলো পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকবে। দ্রুতগামী পাখি এবং জ্ঞানশূন্য হিংস্রপ্রাণির ন্যায় তাদের স্বভাব হবে। তারা কল্যাণকে কল্যাণ বলে জানবে না এবং অকল্যাণকে অকল্যাণ বলে মনে করবে না। এ সময় শয়তান এক আকৃতিতে তাদের কাছে এসে বলবে—তোমরা কি আহবানে সাড়া দিবে না?

তারা বলবে—আপনি আমাদেরকে কোন বিষয়ের আদেশ করছেন?

তখন সে তাদেরকে মূর্তিপূজার নির্দেশ দিবে। এমতাবস্থায়ও তাদের জীবনোপকরণে প্রশস্ততা থাকবে এবং তারা স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন-যাপন করবে। তখনই শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। যে এ আওয়াজ শুনবে সে তার ঘাড় একদিকে অবনমিত করবে এবং অন্যদিকে উত্তোলন করবে। এ আওয়াজ সর্বপ্রথম ঐ লোকই শুনতে পাবে, যে তার উটের জন্য হাউজ সংস্করণের কাজে নিযুক্ত থাকবে।

আওয়াজ শুনামাত্রই সে অজ্ঞান হয়ে লুটে পড়বে। সাথে সাথে অন্যান্য লোকেরাও অজ্ঞান হয়ে যাবে। অতঃপর মহান আল্লাহ শুক্র ফোটার অথবা ছায়ার ন্যায় বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। বর্ণনাকারী নুমান রহ. সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এতে মানুষের শরীর পরিবর্ধিত হবে। আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। অকস্মাৎ তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।

অতঃপর আহবান করা হবে যে—হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট আসো। অতঃপর (ফেরেশতাদের বলা হবে) তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।

তারপর আবারো বলা হবে—জাহান্নামি দল বের কর।

জিজ্ঞেস করা হবে—কতজন?

উত্তরে বলা হবে—প্রত্যেক হাজার থেকে নয়শ' নিরানব্বই জন।

অতঃপর তিনি বললেন—এ-ই তো ঐদিন, যেদিন কিশোরকে পরিণত করবে বৃদ্ধে এবং এ-ই চরম সঙ্কটাপন্ন অবস্থার দিন।[৫৩]

'ওয়াহ ক্যান্টনমেন্ট-এ আমাদের একজন বন্ধু হলেন কাজী জাফরুল হক সাহেব। তিনি হাদিসের কিতাবগুলোতে 'কিতাবুল মালাহিম' (যুদ্ধের অধ্যায়) এবং 'কিতাবু আশরাতুস সাআহ' (কিয়ামতের আলামত অধ্যায়) ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করছেন। এগুলোতে হজরত মাহদি, দাজ্জাল ও মাসিহ আলাইহিস সালামের অবতরণের কথা উল্লেখ রয়েছে।

হাদিসে আরও উল্লেখ আছে যে—ইবনে সাইয়্যাদ নামে একজন ইহুদি ছেলে ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধারণা করলেন—সেই দাজ্জাল হতে পারে। সে ঘুমন্ত অবস্থায়ও দেখতে পেত, এমনকি তার পিছন দিক থেকেও।

হজরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বললেন—আমি তাকে হত্যা করব?

তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—না, যদি সেই দাজ্জাল হয়, তবে তাকে হজরত মাসিহ আলাইহিস সালাম হত্যা করবেন। আর যদি না হয়, তবে আপনি খামোখা একটি অন্যায় হত্যায় লিপ্ত হবেন।

যাহোক আমি সেই ব্যক্তির দাজ্জাল হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারব না। স্পষ্টতই আমি একজন গবেষক স্কলার নই। আমি একজন দাঈ ও মুবাল্লিগ। গবেষণার জন্য অনেক হাদিসের কিতাব অনুসন্ধান করতে হয়। হাদিসের ভাণ্ডারও বিশাল। আমি এই কুরআনের ছাত্র। এর বাইরে আর কোনো কুরআন নেই। কুরআন ছাড়া এর ভেতরে কোনো কিছুই নেই।

অপরদিকে হাদিসের পরিধি অনেক বিস্তৃত। আসমাউর রিজালে হাদিসের প্রতিজন বর্ণনাকারীকে পরীক্ষা করে যাচাই করা হয় যে, তিনি নির্ভরযোগ্য কি না! এ ছাড়া কিছু কিতাবে দুর্বল ও মাউজু হাদিসও সংগ্রহ করা হয়েছে, যাতে মানুষ তা সম্পর্কে সচেতন হতে পারে।

---

৫৩. সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: বিভিন্ন ফিতনাহ ও কিয়ামতের লক্ষনসমূহ, পরিচ্ছেদ: দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ এবং দুনিয়াতে তার অবস্থান, ঈসা আলাইহিস সালাম এর অবতরণ এবং তার দ্বারা দাজ্জালকে হত্যা, দুনিয়া থেকে ভাল লোক এবং ঈমানের বিদায় গ্রহণ এবং নিকৃষ্ট লোকেদের অবস্থান, তাদের দ্বারা মূর্তিপূজা, শিঙ্গার ফুৎকার এবং কবর থেকে (সকলের) উত্থান।, হাদিস : ৭২৭১, ২৯৪০

যাহোক, আমি হাদিসের ছাত্র নই, আমি কুরআনের ছাত্র। তাই আমার বক্তব্যে আমি কুরআনের রেফারেন্স দিয়ে দাজ্জাল ও দাজ্জালের ফিতনার কথা বলেছি। দুনিয়া যতই সুন্দর হবে, দাজ্জালও ততই বড় ও আকর্ষণীয় হবে। আজ সব প্রযুক্তি বিশ্বকে সুন্দরের চেয়েও সুন্দর করে তোলার কাজে নিয়োজিত। নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার দেখে একজন মানুষ অবাক হয়ে যেত, এই বিল্ডিং মানুষ নাকি হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের জিন বানিয়েছে! একইভাবে শিকাগোতে বড় বড় টাওয়ার রয়েছে। টরন্টোতে রয়েছে বিশ্বের সবচে' উঁচু টাওয়ার। তো অবাক হতে হয় যে, মানুষ এগুলো তৈরি করেছে! কত বড় ব্রিজ বানানো হয়েছে! সাগরে সেতু নির্মাণ করা হয়েছে! পৃথিবীতে প্রচুর বৈষয়িক উন্নয়ন হচ্ছে। ইউরোপে তো রয়েছে জীবনের অফুরন্ত বিলাসিতা এবং আনন্দ। তো বলছিলাম—এই পৃথিবী যত সুন্দর হবে, মানুষ তত বেশি বিমোহিত হবে। আর যে এতে বিমোহিত হবে, সে আল্লাহকে ভুলে যাবে। কোন একজন সুফি এ সম্পর্কে একটি সর্বোত্তম কথা বলেছেন—'এই পৃথিবী একটি নদী বা সাগর এবং আপনার হৃদয় একটি নৌকা, আপনাকে সাগরে অবশ্যই যেতে হবে, কিন্তু সমুদ্রের পানি নৌকায় প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না। পানি ঢুকলে নৌকা ডুবে যাবে। যেমন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

مَالِيْ وَمَا لِلدُّنْيَا ،مَا اَنَا فِي الدُّنْيَا اِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا

> আমার সঙ্গে দুনিয়ার কি সম্পর্ক? আমি তো দুনিয়ায় সেই এক সওয়ারির মত যে পথ চলতে একটি গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিল পরে আবার সে তা পরিত্যাগ করে চলে গেল।[৫৪]

অর্থাৎ ওই ছায়াদার গাছ যেমন আমাদের ঘর নয়, তদ্রূপ এই দুনিয়াও আমাদের বাড়ি নয়। এই দুনিয়া হৃদয় জুড়ার জায়গাও নয়। এই পৃথিবীতে প্রেম বিপজ্জনক। যেমনটি সুরা তাগাবুনে ইরশাদ হয়েছে—

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ج

> হে মুমিনগণ, তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুশমন। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক।[৫৫]

---

৫৪. সুনানুত তিরমিজী, অধ্যায়: নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুহদ। হাদিস : ২৩৮০
৫৫. সূরা তাগাবুন : ১৪

দুনিয়া শত্রু এই দিক থেকে যে, আপনি তার প্রেমে হারাম খাবার খান; পরিবারকে আরও ভালো খাওয়ানোর জন্য ঘুষ খান; আপনি আত্মসাৎ করেন। তাদের জন্য এসব করে আপনি তো আল্লাহর অসন্তুষ্টি লাভ করছেন; বিপদে পড়ে গেলেন। এভাবেই তো তারা আপনার শত্রু হয়ে গেল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিসের মর্ম হচ্ছে—"সবচে' মূর্খ সেই ব্যক্তি যে অন্যের পৃথিবী তৈরি করার জন্য নিজের আখেরাতকে ধ্বংস করে।"

কুরআনের মতে দাজ্জাল ও দাজ্জালিয়ত হলো এই পৃথিবী। অবশ্য আরেক দাজ্জালের উল্লেখ হাদিসে করা হয়েছে। এটি বুঝার সুবিধার্থে একটি উদাহরণ দিয়েছি—এক প্রকার সুদকে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। তাকে 'রিবা আল-নাসিয়্যাহ' বলা হয়। এবং আরেক প্রকার সুদকে হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, যাকে 'রিবা আল-ফজল' বা 'রিবা আল-হাদিস' বলা হয়।

একইভাবে এক দাজ্জালের উল্লেখ কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। আরেক প্রকার দাজ্জালের উল্লেখ হাদিসে এসেছে। দাজ্জাল থেকে মুক্তির একটি উপায় হলো—সুরা কাহাফ পাঠ, যা আপনাদের সামনে বিশ্লেষণ করলাম। আলোচনাটি ভালো করে পড়ুন এবং গভীরভাবে বুঝুন!

যাহোক, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই দুনিয়ার ধোঁকা, প্রতারণা, ব্যক্তি দাজ্জাল ও তার অনুসারী দাজ্জালি শক্তি থেকে মুক্ত রাখুন। দাজ্জালি ফিতনা এখন নারী-মুক্তির আকৃতিতে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ এক কলমের খোঁচায় চল্লিশ হাজার নারীকে মাঠে নিয়ে এসেছেন। দাজ্জালি শক্তির অন্যতম কৃতিত্ব হলো নারীদের ঘর থেকে বের করে আত্মবিশ্বাসের সাথে সভা-সমাবেশে, অফিস-আদালতে এবং বাজারে নিয়ে আসা। যদি তারা যৌনকর্মীও হয়, তবুও নাকি তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না!

তাদের দ্বিতীয় কৃতিত্ব হলো—পৃথিবী থেকে পরিবার-ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। দাজ্জালি শক্তি প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে; কার্যত শক্তি প্রদর্শন করছে যে- যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণে সব ধরনের স্বাধীনতা থাকতে হবে।

পশ্চিমা সভ্যতায় সম্মতিমূলক ব্যভিচার খারাপ জিনিস নয়, হ্যাঁ জোরপূর্বক ব্যভিচার একটি খারাপ জিনিস। একজন নারী ও একজন পুরুষ পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যভিচার করলে কোন অপরাধ নেই, তবে জোরপূর্বক ব্যভিচার বা নাবালকের সাথে সম্পৃক্ততা অপরাধ। অর্থাৎ নির্দিষ্ট বয়সের নিচে মেয়ে থাকলে বা নির্দিষ্ট বয়সের নিচে ছেলে থাকলে তাদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করা অপরাধ হবে, অন্যথায় ব্যভিচার তো বটেই, সমকামিতাও বৈধ হয়ে যাবে।

এটাই এই যুগে দাজ্জালের ফিতনা। এই সময়ে ফিতনা দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন প্রকৃত বড় দাজ্জাল বের হয়ে আসার খুব বেশিদিন বাকি নেই। এখন পর্যন্ত আমার পড়াশোনার ফলাফল হলো, একজন দাজ্জাল সেই ব্যক্তিই হবে, যাকে মাসিহে দাজ্জাল বলা হয়েছে। যে দাজ্জাল নিজেকে মাসিহ, একজন নবি বলে দাবি করবে, সে হবে ত্রিশজন দাজ্জালের একজন। এই দাজ্জালকে হত্যার পর হজরত মাসিহ আলাইহিস সালামের রাজত্ব চল্লিশ বছর এ পৃথিবীতে থাকবে। দ্বিতীয় দাজ্জাল হবে সেই ব্যক্তি যে নিজেকে খোদা বলে দাবি করবে। আমি মনে করি—সে ইসা আলাইহিস সালামের চল্লিশ বছরের রাজত্বের শেষের দিকে আবির্ভূত হবে। তার পরেই মুমিনদের সবচে' কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহ-ই ভালো জানেন!

[ডাক্তার ইসরার আহমদ রহ. এই আলোচনাটি ৩ জুন ২০০৫ ইং সালে রাওয়ালপিন্ডির হামদর্দ হলে অনুষ্ঠিত একটি মজলিসে করেন। বিষয়বস্তু অতীব গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় তানজিমে ইসলামির মাসিক মুখপাত্র মাহনামা মিসাক -এর নভেম্বর সংখ্যায় (রবিউস সানী ১৪৪৩ হিজরি মোতাবেক নভেম্বর ২০২১ ইং) প্রকাশিত হয়।]

পুস্তিকা-২

বিশ্বজুড়ে দাজ্জালি শক্তি কীভাবে কাজ করছে?

ডাক্তার ইসরার আহমদ রহ.

শুরুতেই আমি আরজ করছি—আল্লাহ তাআলা এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও মালিক, যার কোনো অংশীদার নেই। তিনি নিরঙ্কুশ শাসক ও নিরঙ্কুশ আদেশদাতা। ইরশাদ হচ্ছে—

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ط

আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই।[৫৬]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

وَلَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖٓ اَحَدًا

এবং: তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরিক করেন না।[৫৭]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ط

শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা।[৫৮]

যদিও 'আমির' (آمر) শব্দটি একজন মানুষের জন্য ভালো অর্থে ব্যবহৃত হয় না। একনায়ক অর্থে ব্যবহার হয়। আর একনায়কত্ব মানুষের জন্য খারাপ। তবে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ তাআলার জন্য 'আমির' শব্দটি ব্যবহার করছি। কারণ আল্লাহ প্রকৃতপক্ষে একজন একমাত্র আদেশদাতা। অহংকার যেমন মানুষের জন্য ভালো নয়, তবে অহংকারের চাঁদর আল্লাহর সত্তাকে শোভিত করে। একটি পবিত্র হাদিসে এসেছে, মহান আল্লাহ বলেন—

৫৬. সুরা আনআম : ৫৭, সুরা ইউসুফ : ৪০
৫৭. সুরা কাহাফ : ২৬
৫৮. সুরা আরাফ : ৫৪

اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ

'অহংকার আমার চাঁদর।'

আলমে খলক (সৃষ্টিজগত) এবং আলমে আমর (আদেশজগত) সম্পর্কে আপনারা ইতোমধ্যেই জানেন যে আদেশজগতে আল্লাহ তাআলার হুকুম প্রতি মুহূর্তে প্রকাশিত হয়। এতে 'সময়'-এর কোনো উপাদান নেই। অথচ সৃষ্টিজগত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার কানুন হলো, একটি কাজ সম্পন্ন হতে সময় অবশ্যই লাগে। তাই পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় এসেছে যে, আল্লাহ তাআলা ছয় দিনে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। আমি বলেছি এই দিনগুলো ছিল সার্বজনীন দিন। চাই সেগুলিকে 'ছয় যুগ' (six ages) বলা হোক বা 'ছয় সহস্রাব্দ' (six millenniums) বা অন্য কিছু বলা হোক না কেন। প্রথম মানব হজরত আদম আলাইহিস সালামের মাধ্যমে নবুওত ও রিসালাতের শুরু হলেও তা ধীরে ধীরে পূর্ণতা পেতে প্রায় সাত বা আট হাজার বছর লেগেছিল। হজরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মানুষের মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা যেমন বিকশিত হয়েছে, তেমনি হেদায়েতও বৃদ্ধি পেয়েছে। মানব সভ্যতা যেমন বিকশিত হয়েছে, তেমনি আল্লাহর দীনও সমাপ্তির পর্যায় অতিক্রম করেছে। এমনকি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর রহমত ও হেদায়েত সম্পন্ন হয়ে দীন পরিপূর্ণ হয়েছে।

সুরা মুদ্দাসসিরে ইরশাদ হয়েছে—

كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢﴾

কখনই নয়। চন্দ্রের শপথ,[৫৯]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বে পৃথিবীতে হেদায়েতের আলো চাঁদের মতই ছিল। আর চাঁদের আলো সূর্যের আলোর সাথে পাল্লা দিতে পারে না। কেমন যেন একটা দীর্ঘ রাত ছিল, যাতে ক্রমশ চাঁদ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তেমনিভাবে আল্লাহর হেদায়েত ও নবুওতও বাড়তে থাকে। ইরশাদ হচ্ছে—

وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿٣٣﴾

শপথ রাত্রির যখন তার অবসান হয়,[৬০]

৫৯. সূরা মুদ্দাসসির : ৩২
৬০. সূরা মুদ্দাসসির : ৩৩

অর্থাৎ, তারপর এমন সময় এল যখন রাত ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে মোড় ঘুরিয়ে নিল। ইরশাদ হয়েছে—

وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿٣٤﴾

শপথ প্রভাতকালের যখন তা আলোকোদ্ভাসিত হয়,[৬১]

এখন যেন সকাল হয়েছে। হেদায়েতের সূর্য আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওত রূপে আবির্ভূত হয়েছে। অর্থাৎ এসবই ধীরে ধীরে ঘটেছে।

إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٥﴾

নিশ্চয় জাহান্নাম গুরুতর বিপদসমূহের অন্যতম,[৬২]

نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾

মানুষের জন্যে সতর্ককারী।[৬৩]

অর্থাৎ এটি শুধুমাত্র আরবদের জন্য নয়, বরং সকল মানুষের জন্য সতর্ককারী।

لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧﴾

তোমাদের মধ্যে যে সামনে অগ্রসর হয় অথবা পশ্চাতে থাকে।[৬৪]

আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনকে একটি নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ আকারে প্রতিষ্ঠা করে দেন। ত্রিশ বছর ধরে এটি পূর্ণরূপে বহাল থাকে। তারপর ধীরে ধীরে এর মাঝে অধঃপতন আসতে থাকে। এক পর্যায়ে আবারো অপরিচিত-এর রুপ ধারণ করবে, যেমন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ غَرِيْـبًا فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ

---

৬১. সূরা মুদ্দাসসির : ৩৪

৬২. সূরা মুদ্দাসসির : ৩৫

৬৩. সূরা মুদ্দাসসির : ৩৬

৬৪. সূরা মুদ্দাসসির : ৩৭

'যখন ইসলাম শুরু হয়েছিল, তখন এটি একটি অপরিচিত ছিল এবং তারপর এটি তেমনি অপরিচিত হয়ে যাবে, যেমনটি শুরুতে ছিল। সুতরাং এমন অপরিচিতদের জন্য রয়েছে সুখবর।'[৬৫]

যখন ইসলাম শুরু হয়েছিল, তখন এটি একটি অপরিচিত জিনিস ছিল। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী সম্পর্কে কথা বলছেন, মানুষ তা চিনতে বা বুঝতে পারছিল না। কারণ তাঁকে তো মক্কায় প্রেরণ করা হয়েছিল, আর সেখানে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসের কোনো সূত্রই ছিল না। তারা শিরকের গভীর অন্ধকারে ডুবে ছিল। বিশেষ করে আখেরাতের কোন খবর বা ধারণাই ছিল না। কোন শরিয়ত ছিল না। আইন-কানুন ছিল না। তাদের কাছে কোন আসমানি কিতাবও ছিল না। তাই তারা ইসলামের দাওয়াতকে খুব অদ্ভুত মনে করল যে, এই মুহাম্মাদ কী বলছেন? অতঃপর মক্কায় এক দিন ইসলাম বিজয়ী হলো।

সুতরাং এখন যেহেতু ইসলাম বিজয়ী হয়েছে, এবং ইসলামের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই সবাই ইসলামকে জানতে পেরেছে, এবং চিনতে পেরেছে। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, শীঘ্রই ইসলাম আবার অপরিচিত হয়ে ওঠবে। অপরিচিত হওয়ার এই প্রক্রিয়া খিলাফাতে রাশিদার পতনের পরই শুরু হয়, এবং অবিরাম চলতে থাকে। অপরদিকে একই সময়ে তাজদিদ ও সংস্কার প্রক্রিয়াও অব্যাহত ছিল। প্রতিটি শতাব্দীর মধ্যে উম্মাহর মুজাদ্দিদদের আগমন ঘটে। ক্রমান্বয়ে তাজদিদ ও সংস্কারের এই প্রক্রিয়াটিও চৌদ্দশত বছর ধরে পূর্ণ হচ্ছে। এখন বিশ্ব পরিপূর্ণ তাজদিদ ও সংস্কারের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে যে দীন পূর্ণতা পেয়েছিল, তা আবারও সম্পন্ন হওয়ার কথা; এবং এখন তা পুরো বিশ্বজুড়ে হবেই। তো এই বিষয়গুলোর মধ্যে একটি গ্রেডেশন বা ক্রমান্বয় রয়েছে।

গ্রেডেশন হলো মহাবিশ্বের ঐশ্বরিক নিয়ম। এখানে কোন কিছু হঠাৎ ঘটে না। তবে সময় লাগে। আমাদের সময়ের পরিমাপ খুবই ছোট, আর আল্লাহর পরিমাপ অনেক বড়ো। আল্লাহর একটি দিন আমাদের হিসাব অনুযায়ী অন্তত এক হাজার বছরের সমান। তাছাড়া সূরা মিরাজে যে দিনটিকে পঞ্চাশ হাজার বছর বলা হয়েছে, ওটাও আল্লাহর দিন। কুরআনের ভাষায়—

تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ

---

৬৫. সহিহ মুসলিম, অধ্যায়: ঈমান, পরিচ্ছেদ: শুরুতেই ইসলাম ছিল অপরিচিত; শীঘ্রই আবার তা অপরিচিতের ন্যায় হয়ে যাবে এবং তা দুই মসজিদ (মসজিদুল হারাম ও মসজিদুন্ নববী) এর মাঝে আশ্রয় নিবে। হাদিস : ২৬৭, ১৪৫

ফেরেশতাগণ এবং রূহ আল্লাহ তাআলার দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।[৬৬]

আমি যে মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করেছি, তা লক্ষ লক্ষ বছরের একটি দিন হতে পারে। যাহোক, পরিপূর্ণ তাজদিদ ও সংস্কারের যে প্রচেষ্টা এখন চলছে, তা হচ্ছে একটি সিলসিলাতুয যাহাব বা সোনালি শিকলের একটি শৃঙ্খল। তানজিমে ইসলামি এই শৃঙ্খলের একটি কড়ি। আমরা মনে করি না যে, আমরা নতুন কিছু নিয়ে এসেছি। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِيْ

'(দীন হলো ওটিই), যার ওপর আমি এবং আমার সাহাবীগণ রয়েছি।'[৬৭] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনকে তার আদি, নিখুঁত ও পরিপূর্ণ আকারে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখন তা পুনরায় কার্যকর করতে হবে। তানজিমে ইসলামি এই কাজের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আংশিক কাজের জন্য নয়, শুধুমাত্র সংস্কার, দাওয়াত ও শিক্ষামূলক কাজের জন্যও নয়। এই সকল কাজও করতে হবে। কিন্তু সবই হবে ওই মহান কাজ অর্থাৎ বিপ্লবকে সামনে রেখে, যাতে একটি বিপ্লব গড়ে উঠে এবং সমগ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

এটা স্পষ্ট যে, কোন শক্তি, কোন সংগঠন, কোনো দল বা কোনো আন্দোলন যদি দীন প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয়, তাহলে সেই সময়ে বিশ্বে কী কী ঘটছে, কোন কোন শক্তি কাজ করছে, সে সম্পর্কে তাদের সচেতন হওয়া অতীব জরুরি। কার সাথে কার যুদ্ধ চলছে? কার সাথে কার দ্বন্দ্ব রয়েছে?, কোন কোন শক্তি সক্রিয় আছে? তাদের লক্ষ্য কী? তাদের এজেন্ডা কী? তারা কি ধরনের অগ্রগতি করছে? এরপর বিশেষ করে আপনার দেশে, যেখানে আপনাকে কাজ করতে হবে, সেখানে কোন বাহিনী কী কী কার্যক্রম চালাচ্ছে? এ সকল ব্যাপারে যারা দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের সম্পৃক্ত করছেন, তাদের অবশ্যই সুস্পষ্ট জানাশোনা থাকা প্রয়োজন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের দুটি স্তরে সচেতনতা অর্জন করতে হবে। একটি বৈশ্বিক বা সর্বজনীন স্তর এবং অন্যটি স্থল স্তর।

আমি আলোচনা শুরুতে সুরা রুমের ৪১ নং আয়াতটি পাঠ করেছি—

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ

---

৬৬. সুরা মাআরিজ : ৪

৬৭. সুনানুত তিরমিজী, অধ্যায়: ঈমান, পরিচ্ছেদ: এই উম্মতের অনৈক্য। হাদিস : ২৬৪২

'স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে।'[৬৮]

আমাদের এই পৃথিবী দুটি অংশ নিয়ে গঠিত; সমুদ্র অথবা **স্থল**। আর বর্তমানে কোন অংশই এই ফিতনা-ফাসাদ থেকে মুক্ত নয়। এটা মানুষের **নিজস্ব** কর্মের কারণে ঘটেছে। ইরশাদ হয়েছে—

لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ○

আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে।[৬৯]

দাজ্জালি শক্তির বৈশ্বিক তিন স্তর

বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়া বিপর্যয়ের তিনটি স্তর রয়েছে। অন্য কথায় দাজ্জালি শক্তির তিনটি বৈশ্বিক নিদর্শন বা তিনটি স্তর রয়েছে। আমি এই কথাগুলো বহুবার বলেছি। আজ আমি কেবল একটি বিষয় সংযোজন করে সেগুলির দিকে ইঙ্গিত করছি—

সর্বোচ্চ স্তর হলো রাজনৈতিক স্তর। এই স্তরে বিপর্যয় হচ্ছে—রাজনৈতিক স্তরে আল্লাহ তাআলাকে বেদখল করা নাউজুবিল্লাহ! অর্থাৎ আল্লাহ বিধানদাতা নন, বরং জনগণ হচ্ছে বিধানদাতা, সার্বভৌমত্ব জনগণের। এগুলো তো আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভয়াবহ শব্দ। মহান আল্লাহ বলেন—

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ط

আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই।[৭০]

এবং আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

وَلَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖٓ اَحَدًا

তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেন না।[৭১]

এবং আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط

তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্মশীল।[৭২]

---

৬৮. সূরা রুম : ৪১
৬৯. সূরা রুম : ৪১
৭০. সূরা আনআম : ৫৭, সূরা ইউসুফ : ৪০
৭১. সূরা কাহাফ : ২৬
৭২. সূরা হাশর : ২৩

কিন্তু দাজ্জালিয়ত হচ্ছে আল্লাহ তাআলাকে রাষ্ট্র থেকে, রাজনীতি থেকে, সরকার থেকে, আইন থেকে বের করে দেয়া। ধর্মের সাথে রাষ্ট্রের কোন সম্পর্ক থাকবে না। ধর্ম শুধুমাত্র একটি ব্যক্তিগত বিষয়। আপনি মসজিদে যান, নামাজ পড়ুন, রুকু বা সেজদা করুন, অথবা মন্দিরে যান এবং মূর্তিপূজা করুন। আপনি গীর্জা, সিনাগগ এবং গুরুদুয়ারে যাওয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীন, কিন্তু সার্বভৌমত্ব জনগণের হবে। ধর্মনিরপেক্ষতা তো এটাই যে, সংবিধান ও আইনের সঙ্গে কোনো ধর্মের, কোনো আসমানি নির্দেশনার কোনোই সম্পর্ক নেই। এগুলো আমরাই বানাব। এই ফাসাদ বা বিপর্যয় মানেই হচ্ছে বিদ্রোহ। এটা আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে সবচে' বড়ো বিদ্রোহ, প্রতারণামূলক ভাষায় যাকে বলা হয় জনসাধারণের শাসন-কর্তৃত্ব, সার্বভৌমত্ব ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

বৈশ্বিক বিপর্যয় অথবা দাজ্জালি কর্মকাণ্ডের দ্বিতীয় স্তরটি হচ্ছে—অর্থনৈতিক, এবং এটি ইউনিভার্সালও বটে। এই সময়ে পৃথিবীর সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই সুদ ও জুয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত, অথচ কুরআনের মতে এটা অত্যান্ত জঘন্য পাপ। সুদের চেয়ে বড়ো অপরাধ আর কিছু নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন—'তোমরা যদি সুদ বন্ধ না কর তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন।'

আরেকটি বিষয় হলো জুয়া খেলা। আজ সমস্ত ব্যবসা এবং ফিনান্স মার্কেট বা অর্থ-বাজার জুয়ার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছে। স্টক এক্সচেঞ্জও জুয়া হয়। অর্থনৈতিক স্তরে আরও দুটি জিনিস হচ্ছে—পতিতাবৃত্তি এবং মাদক। আজকের বিশ্বে যৌনতাও আয়ের একটি বৈধ উৎস। পতিতাবৃত্তিও (prostitution) কোন নিষিদ্ধ বা খারাপ জিনিস নয়। ইউএনও-র কিছু সুপারিশ হলো-এই ব্যবসায় জড়িত নারীদের পতিতা নয়, বরং তাদের সেক্স ওয়ার্কার বা যৌনকর্মী বলা উচিত। এমনিভাবে এ ধরনের নেশাদ্রব্য তৈরি ও বিক্রি করা বৈধ। তো এই হলো চারটি জিনিস; সুদ, জুয়া, পতিতাবৃত্তি এবং মাদক। এগুলো দাজ্জালি কর্মকাণ্ডের দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় স্তরটি হচ্ছে—সামাজিক, যেখানে লজ্জা, শালীনতা এবং সতীত্বের ধারণাগুলো স্টেরিওটাইপ হয়ে যাবে। ফ্রি সেক্স করাতে দোষের কিছু নেই মনে করা হবে। একজন নারী যেভাবে চায় তার সৌন্দর্য প্রদর্শন করবে, তাকে আটকানোর তুমি কে? এই কারণেই আজ অর্ধনগ্ন যুবতী মেয়েদের রাস্তায় হাঁটতে দেখছেন। কিন্তু কেউ কোন প্রতিবাদ করতে পারছে না।

এই তৃতীয় বিষয়টি অর্থাৎ লজ্জা, শালীনতা ও সতীত্ব বিনষ্টের মহামারি এখনও আমাদের দেশে আসেনি। মুসলিম বিশ্ব এখনো পুরোপুরি তার প্রবাহে আক্রান্ত হয়নি। আমাদের যে এলিট শ্রেণি সম্পূর্ণ পশ্চিমা হয়ে গেছে, সেখানে এসব জিনিস এসেছে।

কিন্তু সাধারণভাবে নয়। তাই এখন এর ওপর অনেক চাপ আসছে। লজ্জা-শরম ও সতীত্বের ধারণা এবং মুসলিম বিশ্বে এখনো বিদ্যমান পরিবার ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে এনজিওগুলোকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার দেয়া হচ্ছে। হান্টিংটন ১৯৯৬ সালে 'সভ্যতার সংঘর্ষ' (Clash of Civilizations) নামে একটি বইটি লিখেছিলেন। তিনি এ বইয়ে লিখেছেন—'মুসলিম সভ্যতা আমাদের মধ্যে মিশ্রিত হচ্ছে না। এটি আমাদের জন্য একটি 'লোহার চুনা' হিসাবে প্রমাণিত হচ্ছে। এটিকে আমাদের ভিতরে মিশ্রিত বা একীভূত (assimilate) করতে পারছি না।' তাই মূলত এই জন্য মুসলিমদের ওপর অনেক চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে। নারীদের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং তাদের পুরুষদের সমান অধিকারের স্লোগান চালু করা হয়েছে। আমাদের এই দেশেও একটি অধ্যাদেশ পাস হয়েছে। এটা একটা আইনে পরিণত হয়েছে যে, ব্যভিচারের চারজন প্রত্যক্ষদর্শী ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে গিয়ে 'তারা নিজের চোখে ব্যভিচার দেখেছে' সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত ব্যভিচার সংক্রান্ত মামলার কাগজই নিবন্ধিত হবে না। এই ব্যাপারে কোনো তদন্তও করা হবে না। এ সকল আইন করার কারণ হচ্ছে, নারী যেন 'অপরাধে ধরা পড়লে শাস্তি হবে' এই ভয় থেকে মুক্ত থাকতে পারে এবং নির্ভয়ে অপকর্ম চালিয়ে যেতে পারে, তা নিশ্চিত করা।

দাজ্জালি কর্মকাণ্ডের সবচে' বড় উৎস

এখন আসুন, এই তিনটি জিনিসের উৎস কোথায় তা খুঁজে বের করা যাক। এই মহাবিশ্বের শিরকের সবচে' বড় উৎস হলো অভিশপ্ত ইবলিস। ইহুদিরা অন্তত গত চারশত বছর ধরে শয়তানের সবচে' বড় এজেন্ট। তারা পৃথিবীর সবচে' বড় শয়তানী শক্তি (Satanic Force)। ইহুদিরাই ধর্মনিরপেক্ষতা আবিষ্কার করেছিল। এটাকে দেশপ্রেমের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল, অর্থাৎ একটি দেশের সকল বাসিন্দা সমান নাগরিক। এটা শুধুমাত্র ইহুদিদের উপকৃত করেছিল। কারণ বিশ্বে তারা হচ্ছে সংখ্যালঘু (minute minority)। ধর্মের বিষয় হলে তাদের কোনো মর্যাদা থাকবে না। কিন্তু ধর্মকে বাদ দিলে এখন সবাই সমান নাগরিক। এভাবে ইহুদিরা সমান অধিকার পেল। এই কারণেই এক ডলারের নোটে মিশরের পিরামিডের নিচে লেখা রয়েছে—'নভোস অর্ডো সেক্লোরাম' (NOVUS ORDO SECLORUM), যার অর্থ 'আমাদের একটি নতুন ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্ব ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে।' এর সাথে ১৭৭৬ সাল লেখা রয়েছে। এটার ব্যাপারে বলা হয় যে, এটা আমেরিকার স্বাধীনতার বছর। কিন্তু এটা সেই বছরও বটে, যখন ইহুদিরা 'অর্ডার অফ ইলুমিনাতি' তৈরি করেছিল। একইভাবে ওই সময় ইহুদিরা সুদের জন্য ইউরোপে অনুমতি লাভ করে। অথচ এর আগে পোপের শাসনামলে মহাজনি সুদ (usury) ও বাণিজ্যিক সুদ; উভয় প্রকারই নিষিদ্ধ ছিল।

মহাজানি সুদ, যা সাধারণত ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য উচ্চ হারে দেওয়া হয় এবং নেয়া হয়। এটা এখনও আমাদের দেশে বিদ্যমান রয়েছে। মহাজনদের বিভিন্ন শহরে বড় বড় ঘাঁটি রয়েছে। তাদের প্রচুর ক্ষমতা রয়েছে। এভাবেই ইহুদিরা ইউরোপে সুদের অনুমতি পেয়েছিল। ক্যালভিন (Calven) একটি বই লিখেছিল, যেখানে সুদকে বৈধ আখ্যা হয়েছিল। আর এসবই করা হয়েছিল পোপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার নামে। পোপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সর্বপ্রথম যে চার্চটি স্থাপন করা হয়েছিল, তা ছিল চার্চ অফ ইংল্যান্ড। আবার বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত প্রথম ব্যাংকও হলো ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড। তখন ইহুদিরা ইংল্যান্ড সম্পর্কে বলত যে, 'এটা আমাদের ইসরাইল। আমরা এখানে স্বর্গ পেয়েছি। এখানে এসে আমরা সমান মর্যাদার নাগরিক হয়েছি। নাগরিকত্বের সব অধিকার পেয়েছি।' এরপর ইহুদিরা বিশ্বে নিয়মিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং পুরো বিশ্বে ব্যাংকের নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে দেয়। আল্লামা ইকবাল রহ. বলেছেন—

ے
این بنوک این فکر چالاکِ یہود
نورِ حق از سینۂ آدم ربود
এই ব্যাংকগুলা হচ্ছে ধূর্ত ইহুদিদের চিন্তার ফসল,
এরা মানুষের বুক থেকে সত্যের নুর বের করে নিয়েছে!

কেননা এই ব্যাংক-ব্যবস্থা হচ্ছে ধূর্ত ইহুদিদের চিন্তার ফল। আল্লাহ মানুষের মধ্যে যে নুর ফুঁকেছিলেন, তা তারা বের করে দিয়েছে। এখন মানুষ পশুতে পরিণত হয়েছে। লজ্জা, শালীনতা এবং সতীত্ব মানবজাতি থেকে আস্তে আস্তে দূর হয়ে যাচ্ছে। ১৮৯৭ সালে সুইজারল্যান্ডের ব্রাসেলস শহরে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে 'প্রোটোকল অফ দ্য এল্ডারস অফ জায়নস' (Protocols of the Elders of Zions) সংকলন করে। এতে লেখা আছে, 'লজ্জা এবং বিনয়ের এই সকল মূল্যবোধ বিলুপ্ত করা উচিত এবং মানুষকে তাদের খায়েশাত ও শাহওয়াতের দাস বানানো উচিত। তাদের পশুতে পরিণত করা উচিত, যাতে আমরা এই পশুগুলিকে ব্যবহার করতে পারি। যেমন একটি ঘোড়াকে একটি টাঙার (দুই চাকা বিশিষ্ট ঘোড়ার গাড়ি) সাথে বা একটি বলদকে একটি লাঙ্গলের সাথে বেঁধে ব্যবহার করা হয়, তাদের কিছু খাওয়ানোও হয়, যাতে পরদিনও কাজ করতে পারে'। ইহুদিদের নীতিও এমনই যে—'আমরা সারা বিশ্বের এই মানব সদৃশ জন্তুগুলোকে আমাদের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করব। তবে আমরা তাদের উপার্জনের কিছু অংশ তাদেরকেও দিতে থাকব। আমরা তাদের উপার্জনের মূল লাভ রয়েছে, তা সুদের মাধ্যমে চুষে নিতে থাকব। তাদের জন্য পাতিলের তলার উচ্ছিষ্ট অংশ ছেড়ে দেব। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি জিনিসের রেফারেন্স, উৎস ও উৎপত্তিস্থল হচ্ছে ইহুদিরা।

দেশে দেশে দাজ্জালি কর্মকাণ্ড

সম্মানিত ভাইয়েরা! এ তো গেল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্তর বা পরিমণ্ডলে দাজ্জালি কর্মকাণ্ড বা সর্বজনীন বিপর্যয়ের বহিঃপ্রকাশ সংক্রান্ত আলোচনা। এখন দেখুন পৃথিবীতে কী কী ঘটে চলছে। ইউএসএসআর-এর পতন হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিভিল সুপ্রিম পাওয়ার অন আর্থ বা 'পৃথিবীর বেসামরিক সর্বোচ্চ শক্তি' হয়ে ওঠে। বর্তমান এই সময়ে আমেরিকা সত্যিই একটি বড় শক্তি। তবে মনে রাখতে হবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে আমেরিকা কোনো আন্তর্জাতিক বিষয়েই সামনে আসেনি। আপনারা জানেন আমেরিকা দুই মহাসাগরের মাঝখানে অবস্থিত। একপাশে আটলান্টিক মহাসাগর (Atlantic Ocean), অন্যদিকে প্রশান্ত মহাসাগর (Pacific Ocean)। তার মধ্যে আমেরিকা একটি বড় দ্বীপের মতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে এর কোনো যোগাযোগ ছিল না। সে যা কিছু অগ্রগতি করেছে, নিজের মধ্যে থেকে করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি আক্রমণ করে সমগ্র ইউরোপ জয় করে ফেলেছিল। সে সময় ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রের কোনো মর্যাদা-ই ছিল না। ব্রিটেনের ইটগুলো খুলে নিয়ে তাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। এই লন্ডন শহরে এত বোমা বর্ষণ করা হয়েছিল যে, তাকে চিনাই যাচ্ছিল না। এই পরিস্থিতিতে চার্চিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করে। এই যুদ্ধে যে কোনভাবে তাদের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন লাভের জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা করে, যাতে জার্মানি ও জাপানকে পরাজিত করা যায়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র তা বারবার প্রত্যাখ্যান করতে থাকে। এরপর জাপান কর্তৃক পার্ল হারবার (Pearl Harbour) এর ঘটনা ঘটে। এটা ইহুদিদের ষড়যন্ত্র নাকি জাপান ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

পার্ল হারবার প্রশান্ত মহাসাগরের একটি প্রধান আমেরিকান বন্দর। এটি একটি বড়ো নৌঘাঁটি ছিল। কোনো সতর্কতা প্রদান ছাড়াই জাপানিরা অকস্মাৎ এটি আক্রমণ করে। অনেক জাহাজ ডুবে যায়। আমেরিকার অগণিত মানুষ নিহত হয়। ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও ক্ষতিসাধন হয়। ফলস্বরূপ যা ঘটার তাই ঘটল। যে বাঘটি খাদে ঘুমিয়ে ছিল, এবার তাকে মাঠে নেমে আসতে হলো। এরপরই ঘুরে যায় এই যুদ্ধের পাশা। জার্মানির পিঠ ভেঙে যায়। সে পরাজিত হতে থাকে। আমেরিকা জাপানের দুই শহর হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা ফেলে শহর দুটি প্রায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে ফেলে। তো সেখান থেকেই আমেরিকা মাঠে নেমেছে। কিন্তু এরপরেও প্রায়

পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর একমাত্র সর্বোচ্চ শক্তি ছিল না। তার সামনে একটি প্রতিপক্ষ সর্বদা-ই দাঁড়িয়ে ছিল। সেটি ছিল ইউএসএসআর।

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সংঘটিত বিপ্লবের পরে কমিউনিজম এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে সমগ্র পূর্ব ইউরোপ এতে আচ্ছন্ন হয়। চীনও কমিউনিস্ট হয়ে ওঠে। কমিউনিজম এক সময় ল্যাটিন আমেরিকা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিউবা এখনও একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র। তো এই ঝড় এত দ্রুত বাড়ছিল যে, কোনো না কোনোভাবে একে থামাতে, বাধা দিতে আমেরিকাকে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে MEDO গঠিত হয়; CENTO গঠিত হয়; SEATO গঠিত হয়; এরপর NATO গঠিত হয়।

আরেকটা বিষয় খেয়াল করুন! একদিকে কমিউনিজমের বন্যা ধেয়ে আসছিল, অন্যদিকে রাশিয়া বায়ুমণ্ডলকে জয় করে মহাকাশের সবকিছু দখল করে নিয়েছিল; বিজ্ঞানের দখল নিয়ে ফেলেছিল। রাশিয়ার মহাকাশচারীরা বিশ্বে প্রথম মহাকাশে গিয়েছিল। তাই আমেরিকা কাঁপছিল; এবং তার পুরো জাতি এই শক্তিকে যেকোনও ভাবে ধ্বংস করার দিকে মনোনিবেশ করেছিল। তাই CENTO, SEATO এবং NATO ইত্যাদির সকল চুক্তিই ছিল রাশিয়াকে ঘেরাও করার জন্য। যাহোক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লাগাতার প্রচেষ্টার কারণে একদিকে ইউএসএসআর-এর অর্থনীতি স্থবির হয়ে যায়। অন্যদিকে রাশিয়া আফগানিস্তানে আক্রমণ করে বড় একটি বোকামি করে ফেলেছিল। এখন তো আফগানরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে দাঁড়িয়ে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সুযোগকে কাজে লাগায়। আফগানদের অনেক সাহায্য করে; তাদের ব্যবহার করে। সে এখানে সবচে' ভালো একটি সুযোগ পেয়েছিল। কেননা সে ভেবে নিয়েছিল যে মারা পড়বে আফগানরা, আমরা স্রেফ টাকা দেব, অস্ত্র দেব, তাদের দিয়ে যুদ্ধ করাব। তাই ডলার ভর্তি বড় বড় বাক্স আফগানিস্তানে আসতে শুরু করে। সে সময় অনেক আফগান মুজাহিদ নেতারা বড় বড় বাহারি গাড়িতে করে ঘুরে বেড়াত। এই সব টাকা ছিল আমেরিকার, অস্ত্র ছিল আমেরিকার। আমেরিকা তাদের স্টিংগার মিসাইল দিয়েছিল, যা ছিল রাশিয়ার পরাজয়ের একটি কারণ। এখন যেহেতু ইউএসএসআর শেষ হয়েছে, তাই আমেরিকা 'পৃথিবীর বেসামরিক সর্বোচ্চ শক্তি' বা সিভিল সুপ্রিম পাওয়ার অন আর্থ-এর মর্যাদা লাভ করেছে।

আমি এতক্ষণ পুরো ইতিহাস আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। আরও বলেছি যে, আমেরিকা আন্তর্জাতিক বিষয়ে প্রথমে আসেনি। ঠিক যেমন বর্তমানে চীন আন্তর্জাতিক বিষয়ে প্রবেশ করতে প্রস্তুত নয়। সে তার অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিমগ্ন আছে। সে তার অর্থনীতিকে এতটাই শক্তিশালী করতে চায় যে, সবচে' বড় শক্তিও যেন এর সাথে টক্কর দিতে না পারে। হ্যা আমেরিকাও নিজেকে বিকশিত করতে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু ইহুদিদের ষড়যন্ত্রে অথবা জাপানিরা নিজেদের মূর্খতার ফলে পার্ল হারবার আক্রমণ করে, যার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ফলে সে ময়দানে প্রবেশ

করে। অতঃপর জার্মানি ও জাপানের পরাজয় ঘটে। এরপর থেকে যায় শুধু কোল্ড ওয়ার বা 'ঠান্ডা যুদ্ধ।' 'হার্ট ওয়ার' না ঘটার কারণ হলো, পারমাণবিক অস্ত্র এখানেও আছে, এবং সেখানেও আছে। গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ এমন একটি পরিস্থিতিতে অতিবাহিত হয়েছিল, যেখানে উভয় পক্ষের ক্ষেপণাস্ত্র একে অপরকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে প্রস্তুত হয়েছিল। এটা এতটাই বিপদজনক ছিল যে, ভুলবশত একটি বোতাম টিপে দিলে পৃথিবী-ই শেষ হয়ে যাবে। কারণ তখন যে যুদ্ধ হবে তা হবে পারমাণবিক যুদ্ধ। এই যুদ্ধ বাঁধলে আর পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকবে না, শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এরপরই আমেরিকা হয়ে ওঠে 'পৃথিবীর বেসামরিক সর্বোচ্চ শক্তি।'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ পর্যায়ের নীতিনির্ধারণী প্রতিষ্ঠানগুলোতে বুদ্ধিজীবীরা (Intellectuals) বসে আছেন। গত শতাব্দীর শেষ দশক থেকে এই থিঙ্ক ট্যাঙ্কের ফোকাস ছিল কীভাবে আমেরিকার এই অবস্থান ধরে রাখা যায়। তাই একবিংশ শতাব্দীকে আমেরিকার শতাব্দী করতে তাদের কী করতে হবে, অর্থাৎ আমেরিকা যেন বিশ্বের পুলিশের মর্যাদা পায়, তা নিয়ে তারা ভাবছে; গবেষণা করছে। তাদের ভাবসাব হলো এমন যে, পৃথিবীর যে কোন জায়গায় যা কিছু হবে, আমেরিকার অনুমতিতেই যেন হয়। যুদ্ধ হলে তার অনুমতিক্রমে যেন হয়। কোথাও শান্তি বিরাজ করলেও তার অনুমতিক্রমেই যেন হয়।

এই থিঙ্ক ট্যাঙ্কগুলির দ্বিতীয় কাজটি হলো—এই দাজ্জালি সংস্কৃতি এবং সভ্যতাকে টিকে থাকতে দেওয়া; এবং এগিয়ে নেয়া। গত তিনশত বছরে ইহুদিদের হাতে সৃষ্ট এই দাজ্জালি সভ্যতাকে এখনো বজায় রাখা; অন্য কোনো সভ্যতা এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যেন আসতে না পারে; কোনো সভ্যতা যেন তাকে চ্যালেঞ্জ করতে না পারে, তা নিশ্চিত করা। দাজ্জালের যে তিনটি স্তর বা পরিমণ্ডল ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি, তা সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখতে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এছাড়াও তাদের তৃতীয় আরেকটি উদ্দেশ্যও রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই পুরো পরিকল্পনার মূল হোতা হলো জায়োনিস্টরা (Zionists)। দুই ধরনের জায়নবাদী রয়েছে; ইহুদি এবং খ্রিস্টান। তাদের উভয়ের যে পাঁচ দফা এজেন্ডা রয়েছে, তা পূরণ করা-ই তাদের তৃতীয় লক্ষ্য। আমি বহুবার বলেছি যে, মধ্যপ্রাচ্যে একটি বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হতে চলেছে, যাকে হাদিসে 'আল-মালহামাতুল উজমা' বলা হয়েছে। একে আরমাগেডন (Armageddon)-ও বলা হয়। জায়োনিস্ট ইহুদিদের লক্ষ্য হলো—বৃহত্তর ইসরাইল প্রতিষ্ঠা, যা মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সব দেশকে অন্তর্ভুক্ত করবে। তারপর আল-আকসা মসজিদ এবং কুব্বাতুস সাখরা (Dome of the Rock-ডোম অফ রক) ভেঙে ফেলা, যাতে তারা তৃতীয় মন্দির তৈরি করতে পারে। এবং সেখানে দাউদ আলাইহিস সালামের ওই সিংহাসন (Throne of David) স্থাপন করতে পারে। এটি বর্তমানে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে রয়েছে। এটি সেই পাথর, যার ওপর হজরত

দাউদ আলাইহিস সালামকে মুকুট পরানো হয়েছিল। এটি এখন একটি চেয়ারে আসন হিসাবে স্থাপন করা হয়েছে।

তাদের চতুর্থ লক্ষ্য হলো—মুসলিম বিশ্বের সম্পদ বিশেষ করে তেল দখল করা।

সম্মানিত ভাইয়েরা! ইহুদি এবং আমেরিকার এই লক্ষ্যসমূহ আমাদের বুঝা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন সুতো দিয়ে তৈরি দড়ির মতো তাদের চারটি লক্ষ্যই একে অপরের সাথে জড়িত।

বুশ ডকট্রিন

এই ধারাবাহিকতায় বুশ-যুগের বিশেষ কথা হলো—আমেরিকা বিশ্ব জনমতের পরোয়া করে না। ইউএনও এবং তার নিজস্ব ইউরোপীয় মিত্রদেরও পরোয়া করে না। তবে এই যুদ্ধের জন্য তারা তাদের জনমত তৈরি করা জরুরি বলে মনে করে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য ও মুসলিম বিশ্বের ওপর যে সকল যুদ্ধ তারা চাপিয়ে দিয়েছে, এই জন্য তাদের অর্থের প্রয়োজন। আর এটি কংগ্রেস অনুমোদন করে। এবং কংগ্রেসে জনপ্রতিনিধিরা বসে। তাই মধ্যপন্থী জনমত গড়ে তোলার জন্য একটি ষড়যন্ত্র করে টুইন টাওয়ার ধ্বংস করা হয়েছিল। ৯/১১ এর ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। এর আগে আমেরিকায় একটি বইও লেখা হয়েছিল—'আমেরিকা নিডস এ পার্ল হারবার' (America Needs a Pearl Harbour) নামে। তাতে বলা হয়েছিল যে, আমেরিকার আবার পার্ল হারবারের মতো আরেকটি ইভেন্ট দরকার। কেননা পার্ল হারবারের ফলে আমেরিকান সিংহ গর্জন করে গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তো এখন দরকার আরেকটি পার্ল হারবার ঘটিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আবারও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। এতে পুরো জাতি ক্ষুব্ধ হয়। শত্রুকে তসনস করতে আওয়াজ তুলতে শুরু করবে। এটি হচ্ছে বুশের ওই নীতি, যা 'বুশ ডকট্রিন' (Bush Doctrine) নামে পরিচিত।[৭৩]

বুশের এই নীতিতে আরও আছে, 'যেখান থেকেই আমাদের জন্য কোনো আশঙ্কা আছে, সেখান থেকে কোনো আক্রমণ না এলেও আমরা প্রথমে আক্রমণ করব। সারা বিশ্বে এই মতের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও বড় বড় মিছিল হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ্যেই এসব কথা বলেছে। লন্ডনে যত বড় মিছিল হয়েছে, তা লন্ডনের ইতিহাসে নজিরবিহীন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার গণমাধ্যম অর্থাৎ ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট

৭[illegible] [illegible] আমেরিকার এই নীতি সত্য। তবে টুইন টাওয়ার হামলা আল কায়েদা করেছে এটিও দিব[illegible]ত্য। আমেরিকা ও আল কায়েদার বিভিন্ন রিপোর্ট ও নথিপত্র এর সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। তবে [illegible] প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই হামলাটি জায়েজ ছিল কিনা? তো এর উত্তর হচ্ছে— 'এটি ভিন্ন [illegible]র আলোচ্য বিষয় নয়।' তবে এটি প্রমাণিত সত্য যে টুইন টাওয়ার হামলা আল কায়েদা-ই করেছিল। —অনুবাদক

মিডিয়ার মাধ্যমে তার জনমতকে সম্পূর্ণরূপে পক্ষে নিয়ে আসে যে, ৯/১১-এর ট্র্যাজেডি মুসলিমরা করেছে; এটি উসামা করেছে; এটি আল-কায়েদা করেছে। তারা আমাদের অস্তিত্বের জন্য একটি হুমকি, তাই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এই জন্য তারা নিজেদের নাগরিক অধিকার এবং নাগরিক স্বাধীনতাও সীমিত করেছে, যা নিয়ে তারা খুবই গর্বিত ছিল। তারা এর মধ্যে বিভিন্ন কাটছাঁট করেছে। পুরো স্কিমটি শুধুমাত্র আমেরিকান জনমতকে বুশের যুদ্ধ-উন্মাদনা এবং কংগ্রেসের তহবিল চালু রাখার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। তারা এসব যুদ্ধ ও নীতির পেছনে দৈনিক বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে।

দাজ্জালি শক্তির প্রধান টার্গেট মুসলিম বিশ্ব

আমেরিকা তার এ সকল লক্ষ্য অর্জনের জন্য যুদ্ধের উন্মত্ততায় রয়েছে। রাষ্ট্রপতি বুশকে আমেরিকার পূর্ববর্তী সকল রাষ্ট্রপতিদের চেয়ে যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রপতি বলা হয়। সে বলেছে, 'গড আমাকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন।' সে একজন কট্টর খ্রিস্টান ও ধর্মপ্রচারক। তার বাবা বিলি গ্রাহামের ছেলের একজন শিষ্য ছিল। সে নিজেও তার শিষ্য। আমাদের কাছে এটা পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, বিলি গ্রাহাম ছিল একজন বড় ধর্মপ্রচারক। সংবাদপত্রে ছাপা হয়, ২০০৫ সালে প্রেসিডেন্ট বুশ একটি কট্টর খ্রিস্টান সংগঠনকে চল্লিশ বিলিয়ন ডলার দিয়েছিল। নিউইয়র্ক টাইমসের একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে, ২০০৪ সালে বুশ সৌদি আরব, পাকিস্তান এবং সিরিয়া আক্রমণ করার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু মার্কিন প্রতিরক্ষা বাহিনীর কমান্ডার বলেছিল—না! আমাদের বাহিনী খুব বেশি বিভক্ত এবং ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের সেনাবাহিনী আফগানিস্তানে, ইরাকে অবস্থান করছে। বিভিন্ন জায়গায় আমাদের ঘাঁটি তৈরি করা হয়েছে। স্পষ্টতই যেখানে একটি ঘাঁটি আছে, সেখানে একটি সেনাবাহিনীও রয়েছে।'

তাই সে এই নির্দেশ অমান্য করে বুশকে জিজ্ঞেস করল—'আমরা কোথা থেকে এত সেনা নিয়ে আসব?'

এই যুদ্ধের প্রথম টার্গেট ছিল মুসলিম বিশ্ব, যাকে আক্রমণ করতে আমেরিকা টুইন টাওয়ার নাটক তৈরি করে। কারণ পুরানো একটি কথা হলো 'সর্দি হয় দুর্বল অঙ্গে' অর্থাৎ মানুষের শরীরের দুর্বল অংশে সর্দি লাগে। মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিমরা দুর্বল, তাই তাদের ওপর বিজয় লাভ করা আমেরিকান এজেন্ডার অংশ। তথাপি সবচে' বড়ো তেলের মজুদ আরবদের পায়ের নিচে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এখানে একটি নতুন আরব শিয়া রাষ্ট্র তৈরি করার একটি কর্মসূচি রয়েছে, যার মাঝে ইরানের আহভাজ প্রদেশও রয়েছে। এটি উপসাগরের পূর্ব উপকূল নিয়ে গঠন করা হয়েছে, যেখানে আরবরা বাস করে। উপসাগরের অপর পাশে সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলীয় বেল্ট রয়েছে।

এছাড়াও এই মানচিত্রে কুয়েত এবং ইরাকের একটি দক্ষিণ অংশও অন্তর্ভুক্ত, যেখানে শিয়ারা বাস করে। এই সব মিলিয়ে একটি নতুন আরব শিয়া রাষ্ট্র গঠন তাদের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। তারা এই মানচিত্র প্রকাশও করেছে।

তাহলে মূল বিষয়টি হচ্ছে, মুসলিম বিশ্বই দাজ্জালি শক্তির পথে প্রধান অন্তরায়। বাকি পৃথিবীকে ইতোমধ্যে পশুতে পরিণত করা হয়েছে। সেখানে যৌনতার পাগলা ঘোড়া স্বাধীনভাবে দৌড়াচ্ছে। তারা জানেই না সতীত্বও কোন কিছুর নাম। মুসলিম দেশগুলোতে সতীত্ব ও শালীনতার ধারণা এখনো প্রতিষ্ঠিত। পিতামাতার প্রতি সম্মান, ভদ্রতা প্রদর্শন এবং শ্রদ্ধা এখনও আছে। একজন মুসলমান বৃদ্ধ বয়সের কাউকে সেবা করা তার কর্তব্য বলে মনে করে। পরিবার ব্যবস্থা এখনো টিকে আছে। স্ত্রী এবং স্বামী সারাজীবন একসাথে থাকে এবং একে অপরের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত থাকে। পিতামাতার সকল মনোযোগ শিশুদের ওপর নিবদ্ধ। কিছু ভুলত্রুটি হলেও মুসলমানদের পরিবার ব্যবস্থা এখনো প্রতিষ্ঠিত আছে। যেখানে ইউরোপে ছেলে-মেয়েরা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে বাবা-মা বলে, 'এখন যাও, নিজের পায়ে দাঁড়াও! আমরা আর দায়বদ্ধ নই। আমরা যতটা করতে দায়বদ্ধ ছিলাম, তা করেছি।' ফলে তাদের পরিবার ব্যবস্থা একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে।

জায়োনিস্ট ইহুদিদের পাঁচ দফা এজেন্ডা মূলত মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কিত। মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আমি আশঙ্কা করছি, ইহুদিরা খুব শীঘ্রই আল-আকসা মসজিদ এবং কুব্বাতুস সাখরা (ডোম অফ দ্য রক) ভেঙে ফেলতে পারে। ফলস্বরূপ মুসলিম বিশ্বে একটি ঝড় উঠবে, এবং কোন মিত্রবাহিনী তা দমন করার জন্য আক্রমণ করবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি বরকতময় হাদিস আছে যে—'খ্রিস্টানরা আশিটি পতাকা নিয়ে তোমাদের আক্রমণ করবে। প্রতিটি পতাকার নিচে থাকবে বারো হাজার সৈন্য।' অর্থাৎ সাড়ে নয় লাখ সৈন্য। এই যে ন্যাটো তৈরি করা হয়েছে এবং ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে, এটি কেন করা হচ্ছে? যদিও ন্যাটো রাশিয়ার বিরুদ্ধে পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তৈরি হয়েছিল। এখন তো রাশিয়া চলে গেছে। তাই এটা তাদের জন্য আর চ্যালেঞ্জ নয়। ইতোমধ্যে যদিও রাশিয়া পুনরুত্থিত হয়েছে, তবুও এর মোকাবিলা করার সাহস রাশিয়ার নেই। তাই ন্যাটো মুসলিমদের বিরুদ্ধে তার পাঁচ দফা এজেন্ডা বাস্তবায়নের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আর এর জন্য তাদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে এটা স্পষ্ট।

বৃহত্তর ইসরাইলের প্রস্তাবিত মানচিত্রে তারা ইরাক, সিরিয়া, জর্ডান ও লেবাননের সমগ্র অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চল এবং মদিনাসহ সৌদি আরবের উত্তরাঞ্চলও এই মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তারা মক্কার কথা বলে না, কারণ ইহুদিরা কখনোই মক্কায় বসতি স্থাপন করেনি। এছাড়া মিশরের ওই এলাকাও এই মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেটি ডেল্টার সবচে' উর্বর এলাকা।

যেখানে হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সময় হজরত ইয়াকুব আলাহিস সালাম এবং তার এগারো ছেলে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাই এটি তাদের বৃহত্তর ইসরাইল পরিকল্পনা, যার জন্য বুশ একটি যুদ্ধবাজ কর্মসূচি তৈরি করেছিল।

প্রেসিডেন্ট ওবামা এবং তার নীতি

বারাক হুসেইন ওবামা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হওয়ার সময়ে আমেরিকায় একটি বড় পরিবর্তন ঘটেছে। তার ওপর অনেক আশা করা হচ্ছে যে, সে হয়তো কিছু পরিবর্তন আনবে এবং কিছু ভালো কাজ করবে। কারণ মুসলমানের রক্ত তার শিরায় রয়েছে। তার বাবা এবং দাদা কেনিয়ার কালো মুসলমান ছিলেন। তার মা খ্রিস্টান এবং সাদা আমেরিকান ছিলেন। তবে এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বুঝতে হবে যে, আমেরিকার দুটি নীতি রয়েছে—

- একটি দেশীয়
- এবং একটি বৈশ্বিক বা আন্তর্জাতিক।

যখন তাদের সরকার পরিবর্তন হয়, তখন দেশীয় নীতিতে পরিবর্তন হতে পারে। যেমন ট্যাক্স বাড়ানো বা কমানো, সুদের হার বাড়ানো বা কমানো, অভিবাসন সীমিত করা, বা এর দরজা খোলা।

বৈশ্বিক এবং আন্তর্জাতিক বৈদেশিক নীতিতে কোন পরিবর্তন নেই। এর নকশা বা মানচিত্র দশ-পনেরো বছর আগে তৈরি করা থাকে। এ জন্য তাদের বড় বড় থিংক-ট্যাংক আছে। তাদের মধ্যে তিনটি সবচে' বড় এজেন্সি, সিআইএ, পেন্টাগন (যা তাদের সশস্ত্র বাহিনীর কেন্দ্র) এবং স্টেট ডিপার্টমেন্ট। এগুলাতে খুব বুদ্ধিমান লোকেরা বসে আছে। তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, আমেরিকাকে কী করতে হবে, আর কী করা যাবে না। কোনো আমেরিকান রাষ্ট্রপতি এসে এটি পরিবর্তন করতে পারবে না। তাই বুশের এই নীতি আগের মতোই চলবে। ওবামা শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের ভোট নিয়েছে। কারণ সে ইসলামের বিরুদ্ধে অন্যদের সাথে মিলে জোরালো কথা বলেছে। যদিও পরে সে তার সুর নরম করেছিল। সে আফ্রো-আমেরিকানদের থেকে এসেছে, তাই সাদা চামড়ার আমেরিকানদের এবং বিশেষ করে ইহুদি লবিকে বিরক্ত না করা বিশেষভাবে তার জন্য ভালো হবে। তাই সে প্রথম যে কাজটি করেছে, তা হলো তার হোয়াইট হাউসের চিফ অফ স্টাফ হিসেবে রাম ইমানুয়েলকে নিয়োগ করেছে। সে ইসরাইলের লিকুদ পার্টির অত্যন্ত কট্টরপন্থী একজন ইহুদি। এই দলটি অনেক বেশি কট্টরপন্থী, ধর্মীয় এবং চরমপন্থী। ইসরাইলের সংবাদপত্রগুলো এই পদক্ষেপে বিজয় উৎযাপন করে লিখেছে যে—এখন আমাদের পথে কোনো বাধা আসতে পারবে না। এখন পুরো সচিবালয়ের সবচে' বড় কর্তৃত্বে আমাদের নিজের মানুষ রয়েছে।

এছাড়াও সে একজন হিন্দু সোনাল শা-কে তার উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত করেছে। সে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যুব শাখা বজরং দলের সাথে যুক্ত। এটা একটা ধর্মান্ধ হিন্দু এবং প্রচণ্ড মুসলিম বিরোধী দল। অর্থাৎ ওবামার দক্ষিণ এশিয়ার উপদেষ্টা হচ্ছে একজন হিন্দু। তো আসলে তার কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করা যায় না।

সূরা আহযাবের ১০ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴿١٠﴾

যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চ ভূমি ও নিম্নভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল, প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করছিলে।[৭৪]

গাজওয়ায়ে আহযাবে মুসলিমদের শত্রু-বাহিনী আক্রমণ করতে ওপর থেকে অর্থাৎ উত্তর ও পূর্ব দিক থেকে এসেছিল; এবং দক্ষিণ দিক থেকেও এসেছিল, যাকে বলা হতো নিম্নাঞ্চল। আজ ঠিক এই পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ইতিপূর্বে আপনাদেরকে বলেছি যে, বর্তমান এই সময়ে ওপর থেকে দাজ্জালি শক্তির তিনটি কভার রয়েছে। ইহুদি জায়োনিস্ট এবং খ্রিস্টান জায়োনিস্টরা সবাই মুসলিম বিশ্বকে ধ্বংস করে মধ্যপ্রাচ্যে একটি বৃহত্তর ইসরাইল প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে। যদিও আল্লাহ না চাইলে তাদের চাওয়ার দ্বারা কিছুই হবে না।

আল্লাহর ইচ্ছা ও প্লান কী তা তো আমরা বলতে পারব না। এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ আমাদের চূড়ান্ত শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা চূড়ান্ত শাস্তি প্রাপ্য। বিশেষ করে আরবরা সবচে' বড় অপরাধী, যাদের মাতৃভাষায় আল্লাহর কালাম বিদ্যমান আছে। তারা আল্লাহর শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। তারা পশ্চিমের সেই একই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে; একই সুদি অর্থনীতি, একই সভ্যতা-সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে। অন্য বড় অপরাধী হলাম আমরা পাকিস্তানি মুসলমান, যারা ইসলামের নামে একটি দেশকে ভাগ করেছি। এর জন্য লাখো প্রাণ কুরবানি দেয়া হয়েছে, হাজার হাজার নারী ধর্ষিত হয়েছে, হাজার হাজার নারী ও শিশুকে অপহরণ করা হয়েছে। ইসলামের নামেই এসব হয়েছে। কারণ আমাদের এমন একটি ভূখণ্ড দরকার ছিল, যেখানে আমরা ইসলামি শাসন-ব্যবস্থা কায়েম করতে পারি। কিন্তু আমাদের ভূখণ্ডে সেই ইসলাম কোথায়? আমরা আল্লাহর সাথে আমাদের কৃত

৭৪. সূরা আহযাব : ১০

ওয়াদা ভঙ্গ করেছি, যার জন্য আল্লাহ আমাদের চূড়ান্ত শাস্তি দিতে পারেন। আর এটা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের হাতেও হতে পারে।

এটা অবশ্যই আমেরিকার দৃষ্টিতে রয়েছে যে, 'তার পাঁচ দফা এজেন্ডা পরিপূর্ণ করতে প্রথমে পাকিস্তান পারমাণবিক দাঁত ভাঙ্গতে হবে। এমন যেন না হয় যে, ইসলামি দুনিয়ায় একটি ঝড় বয়ে যায় এবং এই সকল দেশের সরকার জনজোয়ারে ভেসে যায়। এমনটি হলে এই পারমাণবিক অস্ত্রগুলো মৌলবাদী মুসলমানদের হাতে চলে যাবে।'

আমি হাসতাম যখন লোকেরা বলত, এই পারমাণবিক অস্ত্রগুলো মৌলবাদীদের হাতে যেন না পড়ে যায়। আমি বলতাম, 'পাকিস্তানে মৌলবাদী মুসলিমদের সরকারে থাকা সম্ভব?' কিন্তু এখন দেখছি যে, 'হ্যাঁ এটা সম্ভব। যেদিন আল-আকসা মসজিদ শহিদ হবে; ডোম অফ দ্য রক ভেঙে ফেলা হবে, সেদিন মুসলিম বিশ্বে একটি কেয়ামত এসে যাবে। ইসলামি দেশগুলোর সরকার ভিন্ন শ্রেণির লোক, এবং জনগণও ভিন্ন মানুষ। সাধারণ মানুষের অনুভূতি শাসকদের চেয়ে পৃথক হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে অচিরেই একটি ঝড় উঠবে এবং খ্রিস্টান বাহিনী তা দমন করার জন্য আশিটি পতাকা নিয়ে আসবে। এই বিষয়গুলো এখন খুব বেশি দূরে বলে মনে হয় না।

اقول قولی هذا واستغفرالله لی ولکم ولسائر المسلمين والمسلمات ০০

নোট : এই পুস্তিকাটি ডাক্তার ইসরার আহমদ রহ. এর নভেম্বর ২০০৮ সালে প্রদত্ত একটি জুমআর বয়ান থেকে নেয়া হয়েছে। এই বয়ানটি ১০ বছর আগের হলেও বর্তমানের চিত্র যেন খুব ভালো করেই প্রতিফলিত করেছে। এতে মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। অতীব গুরুত্বপূর্ণ বয়ানটি তানজিমে ইসলামির সাপ্তাহিক মুখপাত্র 'নেদায়ে খেলাফত'-এ ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত ৩৫, ৩৬, ৩৭ তম সংখ্যায় 'দাজ্জালিয়ত-কে আফাকি আওর জমিনি মাজাহের' শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

পুস্তিকা-৩

মুসলিম বিশ্বে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্র

ডাক্তার ইসরার আহমদ রহ.

সুরা মুদ্দাসসিরের আলোচিত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা চাঁদ, রাত ও সকালের শপথ করেছেন। এটিই আমরা সুরা ইনশিক্বাক- এ দেখতে পাই—

فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿١٩﴾ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾

আমি শপথ করি সন্ধ্যাকালীন লাল আভার (১৬) এবং রাত্রির, এবং তাতে যার সমাবেশ ঘটে (১৭) এবং চন্দ্রের, যখন তা পূর্ণরূপ লাভ করে, (১৮) নিশ্চয় তোমরা এক সিঁড়ি থেকে আরেক সিঁড়িতে আরোহণ করবে। (১৯) অতএব, তাদের কি হলো যে, তারা ঈমান আনে না? (২০)[৭৫]

আল্লাহ তাআলা এ দুটি সুরার মাঝে শপথ করেছেন। কুরআনে কারিমে শপথগুলো সাধারণত সুরার শুরুতে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ, সুরা ফজর শুরু হয়েছে এভাবে—

وَالْفَجْرِ ﴿١﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿٢﴾ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴿٣﴾

শপথ ফজরের, (১) শপথ দশ রাত্রির, শপথ তার, (২) যা জোড় ও যা বিজোড় (৩)[৭৬]

সুরা আসরও শপথ দিয়ে শুরু হয়েছে—

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾

৭৫. সুরা ইনশিক্বাক : ১৬-২০
৭৬. সুরা ফজর : ১-৩

কসম যুগের (সময়ের),[৭৭]

সুরা তিনের শুরুতেও কসম রয়েছে—

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴿١﴾ وَطُورِ سِينِينَ ﴿٢﴾ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴿٣﴾

শপথ আঞ্জীর (ডুমুর) ও যয়তুনের, (১) এবং সিনাই প্রান্তরস্থ তূর পর্বতের, (২) এবং এই নিরাপদ নগরীর। (৩)[৭৮]

সুতরাং সাধারণভাবে সুরাগুলোর শুরুতে শপথ বা কসম দেখা যায়। তবে কিছু ব্যতিক্রমও রয়েছে, যার মধ্যে এই দুটি স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইতোপূর্বে বলেছি যে, এই দুটি স্থানের সাথে সম্পর্কিত একটি ইলহামি ছাপ (intutional) আমি লাভ করেছি। তাই 'আমি এখন যা বর্ণনা করছি, তা এই আয়াতগুলোর তাফসির' ভাববেন না আবার!

আমার মতে সুরা মুদ্দাসসিরের আয়াতগুলোতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের উল্লেখ আছে। ইরশাদ হয়েছে—

كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢﴾

কখনই নয়। চন্দ্রের শপথ,[৭৯]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে নবুওতের হিদায়াত ছিল চাঁদের মতো। এরপর নবুওত ও রিসালাত ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছিল। অতঃপর একটি দীর্ঘ রাত এলো, যা ছ'শ বছর ধরে বিস্তৃত ছিল। এই দীর্ঘ সময়ে পৃথিবীতে কোনো নবি ও রাসুল ছিলেন না। এটি হচ্ছে ইসা আলাহিস সালাম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের মধ্যবর্তী সময়কাল।

ইরশাদ হয়েছে—

وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿٣٣﴾

শপথ রাত্রির যখন তার অবসান হয়,[৮০]

وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿٣٤﴾

৭৭. সুরা আসর : ১
৭৮. সুরা তিন : ১৩
৭৯. সুরা মুদ্দাসসির : ৩২
৮০. সুরা মুদ্দাসসির : ৩৩

শপথ প্রভাতকালের যখন তা আলোকোদ্ভাসিত হয়,[৮১]

অর্থাৎ নবুওতে মুহাম্মাদির সূর্য এখন উদিত হয়েছে। নবুওতের হেদায়েত এখন সূর্যের মতো। পূর্বে ছিল চাঁদের মতো, এখন নবুওতে মুহাম্মাদি সূর্যের মতো হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে—

نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾

মানুষের জন্যে সতর্ককারী।[৮২]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন কোন বিশেষ জাতির জন্য নয়, সমগ্র মানব জাতির জন্য ছিল। তাই তো কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।[৮৩]

আমি বলেছিলাম যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আগমনের সাথে এই বরকতময় আয়াতগুলোর সংযোগও রয়েছে। এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, সুরা মুদ্দাসসিরের শুরুতে নবিজির আগমনের আলোচনাই করা হয়েছে—

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾

হে চাদরাবৃত! (১) উঠুন, সতর্ক করুন, (২) আপন পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন, (৩) [৮৪]

সুরা মুদ্দাসসির ও সুরা ইনশিকাক্ব-এ তিনটি শপথ এসেছে। উভয় স্থানে রাত ও চাঁদের কথা বলা হয়েছে। এই দুই স্থানের মধ্যে এটি হচ্ছে সাদৃশ্যের দিক। এই আয়াতগুলোর পটভূমি হলো, নবুওতের সূর্য আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর উদিত হয়ে গেছে, কিন্তু তারপরে দ্রুতই একটি পতনের সূচনা হয়েছে, যেমন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন—

---

৮১. সুরা মুদ্দাসসির : ৩৪
৮২. সুরা মুদ্দাসসির : ৩৬
৮৩. সুরা সাবা : ২৮
৮৪. সূরা মুদ্দাসসির : ১-৩

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ غَرِيْـبًا فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ

'যখন ইসলাম শুরু হয়েছিল, তখন এটি অপরিচিত ছিল এবং তারপর এটি শুরুর মতোই অপরিচিত হয়ে যাবে। সুতরাং এমন অপরিচিতদের জন্য রয়েছে সুখবর।'[৮৫]

তাই খিলাফতের অবসানের সাথে সাথে ইসলামের পতনকাল শুরু হয়। কেননা খিলাফত ব্যবস্থা ছিল একটি কাউন্সিল ব্যবস্থা। এতে মুসলমানদের পরামর্শে সবচে' যোগ্য ব্যক্তিকে খলিফা হিসেবে নিয়োগ করা হতো। এটি কোনো বংশানুক্রমিক ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু এরপর সেই রাজতন্ত্রের যুগ শুরু হয়। কেমন যেন একটা মঞ্জিল শেষ হয়ে গেছে। তারপর ধীরে ধীরে পতন বাড়তেই থাকল।

সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনশত বছর আগে এমন একটি সময় এসেছিল, যখন নবুওতে মুহাম্মাদির সূর্য অস্তমিত হয়ে গিয়েছিল। শুধু লাল আভা রয়ে গিয়েছিল। দীন হিসেবে ইসলাম সমগ্র বিশ্বের কোথাও আর অবশিষ্ট রয়নি, বরং ধর্ম হিসেবে এর মর্যাদা অবশিষ্ট ছিল। ব্রিটিশ আমলেও ইসলাম ধর্ম হিসেবে সর্বত্র ছিল। এমনকি ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতার সময়েও কেউ নামাজ ও রোজা নিষিদ্ধ করেনি। কিন্তু দীন হিসেবে ইসলামের সূর্য অস্ত গেছে তিনশত বছর আগে। সূর্য অস্ত যাওয়ার পরও গোধূলির আলো কিছুক্ষণ স্থায়ী হয়। এখন নবুওতের যে শিক্ষা দুনিয়াতে বাকি রয়েছে, তা যেন সেই গোধূলির মতো—

فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾

আমি শপথ করি সন্ধ্যাকালীন লাল আভার (১৬) এবং রাত্রির, এবং তাতে যার সমাবেশ ঘটে (১৭)[৮৬]

তারপর যে রাতটি শুরু হয়েছে, তা নিজের মধ্যে অনেক কিছু গুছিয়ে নিয়েছে। এর দুটি দিক ভালো করে বুঝুন। তিনশত বছর ধরে মানবজাতির ওপর ঝুলে থাকা এই দীর্ঘ রাতে প্রথম যেটি ঘটেছিল, তা হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছিল। ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত তার নখর বিস্তার করে। এমনকি বিংশ শতাব্দীর শুরুতে উসমানি সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। এই অন্ধকার রাতের আরেকটা ঘটনা হলো, বর্তমান এই

---

৮৫. সহিহ মুসলিম, অধ্যায়: ঈমান, পরিচ্ছেদ: শুরুতেই ইসলাম ছিল অপরিচিত; শীঘ্রই আবার তা অপরিচিতের ন্যায় হয়ে যাবে এবং তা দুই মসজিদ (মসজিদুল হারাম ও মসজিদুন্ নাবাবী) এর মাঝে আশ্রয় নিবে। হাদিস : ২৬৭, ১৪৫

৮৬. সূরা ইনশিকাক : ১৬-১৭

সময়ে দাজ্জালি শক্তি পুরো পৃথিবীতে তার নখর ছড়িয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

﴿ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴾ (١٧)

এবং রাত্রির, এবং তাতে যার সমাবেশ ঘটে,[৮৭]

মুফাসসিরগণ এ সম্পর্কে লিখেছেন যে, রাতে চোর-ডাকাতরাও বের হয়। বনে জন্তু-জানোয়াররাও বেরিয়ে আসে। কিন্তু এই রাতটি নিজের ভিতর কী গুছিয়ে নেয়, সে সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে আমার ইলহামি ধারণা পেশ করছি এবং এর ওপর আমার অনেক আস্থা আছে।

এই দীর্ঘ রাত্রিতে দাজ্জালি শক্তি মানবজাতির ওপর যে তিনটি আবরণ টেনে দিয়েছে, তা আমি পূর্ববর্তী বিভিন্ন আলোচনায় উল্লেখ করেছি। তবে এই কথাগুলো বারবার আলোচনা করতে হবে এবং ভালো করে মনেও রাখতে হবে। দাজ্জালি শক্তি কর্তৃক রাষ্ট্র ও রাজনীতির স্তরে সর্বোচ্চ আবরণ টানা হয়েছে, যার তিনটি উপাদান রয়েছে—

- (১) ধর্মনিরপেক্ষতা: অর্থাৎ রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই।
- (২) জনগণের সার্বভৌমত্ব: অর্থাৎ সার্বভৌমত্ব আল্লাহর নয়, বরং জনগণের এবং আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জনপ্রতিনিধিদের।
- (৩) জাতীয়তা : অর্থাৎ কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী সবাই সমান নাগরিক।

এই তিনটি বিষয়-ই দীন ও ধর্মবিরোধী। ইসলাম-ই মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে পার্থক্য করে। একটি ইসলামি রাষ্ট্রে মুসলিম ও অমুসলিমদের মর্যাদা সমান নয়। একজন অমুসলিম জিম্মি বা মুআহেদ হতে পারে, সে সমান নাগরিক নয়। একটি ইসলামি রাষ্ট্রের প্রকৃত নাগরিক একজন মুসলিম। কারণ ইসলামী রাষ্ট্র একটি আদর্শিক রাষ্ট্র; পরিচিত অর্থে কোন জাতিরাষ্ট্র নয়।

দাজ্জালি শক্তির দ্বিতীয় আবরণ পড়েছে অর্থনৈতিক স্তরে। অর্থাৎ সুদ, জুয়া, পতিতাবৃত্তি এবং মাদকের মতো আয়ের উৎসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অর্থনীতিকে আইনি সুরক্ষা প্রদান করা।

দাজ্জালি শক্তির তৃতীয় আবরণ পড়েছে সামাজিক ও পরিবেশগত স্তরে। অর্থাৎ লজ্জা, শালীনতা ও সতীত্বের মতো মূল্যবোধের অবসান এবং উলঙ্গতা, নির্লজ্জতা

---

৮৭. সূরা ইনশিকাক : ১৭

ও অশ্লীলতার প্রচার করা। তাছাড়া সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পূর্ণ সমতা। নারীকে ঘরের প্রদীপের পরিবর্তে সভা-কনসার্টের প্রদীপের মর্যাদা দেওয়া। অবশ্য এই তৃতীয় আবরণটি এখনও মুসলিম বিশ্বকে পুরোপুরি ঢেকে দেয়নি। তবে এর জন্য ব্যাপক চেষ্টা-লড়াই চলছে, এবং এনজিওগুলোকে বিলিয়ন বিলিয়ন অর্থ ডলার দেয়া হচ্ছে।

সাবেক প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের আমলে সরকারি পর্যায়ে এই এজেন্ডার পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছিল। সেসব নীতি এখনও চলছে। আমাদের নিজস্ব ইসলামী আদর্শ পরিষদ (ইসলামি নজরিয়াতি কাউন্সিল) সম্পূর্ণ অনৈসলামিক বিভিন্ন সুপারিশ পেশ করছে। সম্প্রতি এমন সুপারিশও এসেছে যে, বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার থাকা উচিত। ইসলামের আইন-ব্যবস্থায় পুরুষের তালাক দেয়ার অধিকার আছে, নারীর তালাক দেয়ার অধিকার নেই। নারীরা আদালতের মাধ্যমে বা তার পরিবারের বড়োদের মাধ্যমে 'খোলা তালাক' পেতে পারেন। খোলা নিতে ইচ্ছুক নারী তাদেরকে বোঝাবেন যে, 'আমি এই ব্যক্তির বাড়িতে থাকতে পারব না, আর এর কারণ হচ্ছে এই এই!'। এরপর তিনি খোলা পাবেন। ডিভোর্সের ক্ষমতা তার নেই। যেহেতু ইসলামি সভ্যতাই দাজ্জালের পথে সবচে' বড় বাধা, সেহেতু এ সকল অপচেষ্টার মাধ্যমে এটিকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা চালানো হচ্ছে। এই এজেন্ডার অংশ হিসেবে পারভেজ মোশাররফ সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে সকল স্তরে নারীদের ৩৩% প্রতিনিধিত্ব দিয়েছিল। এই অনুপাতে তো নারীরা বিশ্বের কোথাও প্রতিনিধিত্ব করে না, ভারতে বা আমেরিকাতেও নয়। কিন্তু আমাদের নাকি সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য নারীর চোখ ও ভ্রুর ইশারা দরকার। যাহোক, এই সময়ে, মুসলিম বিশ্বে এই তৃতীয় আবরণ দিয়ে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে দেয়ার জন্য দাজ্জালি শক্তির জোর প্রচেষ্টা চলছে। কেননা মুসলিম বিশ্বে লজ্জা, শালীনতা ও সতীত্বের কিছু মূল্যবোধ এখনো অবশিষ্ট আছে। পারিবারিক ব্যবস্থার কিছু মূল্যবোধ এখনো অবশিষ্ট আছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পুরুষকে পুরুষ এবং নারীকে নারী বানিয়েছেন, এটিই ফিতরতি বা প্রাকৃতিক সিস্টেম। নারী ও পুরুষের মধ্যে শারীরিক পার্থক্য যেমন আছে, তেমন মানসিক পার্থক্যও আছে। এই দাজ্জালি সভ্যতা এই সকল ফিতরতি বা স্বভাবগত পার্থক্যকে মুছে ফেলতে চাইছে। অভিশপ্ত ইবলিস আল্লাহ তাআলার সামনে যা দাবি করেছিল, তা বাস্তবায়ন করে চলছে। তার চ্যালেঞ্জমূলক শব্দ সুরা নিসায় এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে—

وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١١٨﴾ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ
وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ

> শয়তান বলল : আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব। তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব; তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব।[৮৮]

পুরুষদের নারীর পোশাক পরিধান করা এবং নারীদের পুরুষের পোশাক পরিধান করাটাই এর বহিঃপ্রকাশ। এক সময় তো 'ইউনিসেক্স ড্রেস' সম্পর্কে জোরেশোরে আলোচনা উঠেছিল যে, পুরুষ এবং নারীদের একই ধরনের পোশাক হওয়া উচিত। এখন তো আপনারা জানেন যে, পৃথিবীতে দুই পুরুষের বিয়ে, এবং দুই নারীর বিয়েকে আইনি সুরক্ষা দেয়া হচ্ছে, অথচ এটা আল্লাহ প্রদত্ত ফিতরত, আল্লাহর আইন এবং আল্লাহর সৃষ্টির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

তিনশত বছরের এই অন্ধকার রাতে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতা ১৯৯০ সাল থেকে তার শিখরে পৌঁছে ছিল। এই সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটেছিল। এভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিমকে চ্যালেঞ্জ করার মতো যে ব্যবস্থাপনা-ই ছিল, তা ভেঙে পড়ে, এবং আমেরিকা হয়ে ওঠে সিভিল সুপ্রিম পাওয়ার অন আর্থ বা 'পৃথিবীর বেসামরিক সর্বোচ্চ শক্তি।' এখন এটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাহিনীতে পরিণত হয়েছে, যার তুলনা আর কারো সাথে নেই।

আমি বহুবার বলেছি দশ-পনেরো বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনী প্রধান পাকিস্তানে এসেছিল। সে মারিপুর বিমান ঘাঁটিতে আমাদের বিমানবাহিনী পরিদর্শন করেছিল। করাচিতে অফিসারদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিল। সেখানে সে বলেছিল—'আমেরিকা এই মুহূর্তে মাতাল হাতির মতো। যে-ই তার সামনে আসবে, তাকে পিষে ফেলবে। আগে তার ভয় ছিল আরেকটা শক্তি আছে, আমরা যদি কোনো দেশকে হুমকি দেই, তাহলে সে তার সমর্থন নেবে, তার কোলে চলে যাবে। যেমন ভারত গিয়েছিল রাশিয়ার 'ক্যাম্পে'। এখন আর সেই ভয় নেই।'

আমাদের পাকিস্তান আমেরিকার আশ্রয় নেয়ার সাথে সাথেই ভারত রুশ ব্লকে চলে যায়। রাশিয়া-ই কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে সর্বদা বাধা দেয়। যখনই ইউএনওতে কাশ্মীরিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে কোনো প্রস্তাব পেশ করা হতো, রাশিয়া তাতে ভেটো দিত।

পশ্চিমের চার দফা এজেন্ডা এবং তার লক্ষ্যসমূহ

৮৮.সুরা নিসা : ১১৮-১১৯

আমি ইতিপূর্বে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে, ১৯৯০ এর দশক থেকে একটি চার দফা এজেন্ডা নিয়ে ইউরোপে ক্রমাগত চিন্তা-ফিকির ও গবেষণা চলছে। এই দফাগুলো হচ্ছে অবস্থা একটি দড়ির বিভিন্ন সুতোর মত। এগুলি আমাদেরকে অবশ্যই খুব ভালো করে বোঝা উচিত। জেনে নিন সেই সুতোগুলি কী কী—

এক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, চাই তা স্টেট ডিপার্টমেন্ট হোক বা পেন্টাগন, কীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে যে অবস্থান অর্জন করেছে, তা বজায় রাখা যায় তা নিয়ে চিন্তা-ফিকিরে ব্যস্ত।

দুই. দাজ্জালী সভ্যতার এজেন্ডা সম্পন্ন করা। দাজ্জাল সভ্যতার এজেন্ডা অর্ধেক পূরণ হয়েছে আর অর্ধেক বাকি আছে। তাই মুসলিম বিশ্বে এটাকে কীভাবে পরিপূর্ণতায় পৌঁছানো যায়, সে বিষয়টি তাদের সামনে রয়েছে।

তিন. জায়োনিস্টদের (Zionism) পাঁচ-দফা এজেন্ডার বাস্তবায়ন, যা ইহুদি ও খ্রিস্টান উভয়েরই সর্বসম্মত এজেন্ডা—

- (ক) আরমাগেডন' অর্থাৎ মহান যুদ্ধ যেখানে প্রচুর রক্তপাত হবে।
- (খ) একটি বৃহত্তর ইসরাইল তৈরি করা, যা জায়োনিস্টদের লক্ষ্য।
- (গ) আল-আকসা মসজিদ এবং কুব্বাতুস সাখরা ভেঙে ফেলা।
- (ঘ) তৃতীয় মন্দির নির্মাণ। এবং
- (ঙ) সেখানে হজরত দাউদ আলাইহিস সালাম-এর সিংহাসন আনা ও স্থাপন করা।

এই পর্যন্ত ইহুদি ও খ্রিস্টানরা উভয়ে একমত। এরপর খ্রিস্টানদের মতে, হজরত ইসা আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে নেমে আসবেন এবং এই সিংহাসনে বসবেন। সমগ্র বিশ্ব শাসন করবেন।

অন্যদিকে ইহুদিরা বিশ্বাস করে যে, তাদের মসীহ (Messiah) আসবে, যার জন্য তারা এখনও অপেক্ষা করছে। সে এই সিংহাসনে বসে শাসন করবে। একেই আমরা দাজ্জাল বলি। খ্রিস্টানরাও তাকে দাজ্জাল বলে। সে হবে এন্টি ক্রাইস্ট বা খ্রিস্টান-বিরোধী। সে দাবি করবে আমিই মসীহ কিন্তু সে মসীহ হবে না, প্রকৃত মসীহ ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহিস সালাম এসে তাকে হত্যা করবেন।

চার. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের চার দফা এজেন্ডার চতুর্থ লক্ষ্য হলো— পৃথিবীর সকল 'প্রাকৃতিক সম্পদ' দখল করা। এখানে তেল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

এই চার দফা এজেন্ডাটি সকল থিঙ্ক ট্যাঙ্কের আলোচনা ও চিন্তা-ফিকিরের বিষয়বস্তু ছিল। এর ফলস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, 'আমরা আর এটা দেখব না যে, কেউ যদি আমাদের উপর আক্রমণ করে, তবে আমরা জবাব দেব, বরং আমরা যদি কারো কাছ থেকে সামান্যতম আশঙ্কাও পাই, তাহলে আমরাই প্রথমে আক্রমণ করব। আমরা আন্তর্জাতিক জনমত নিয়ে উদ্বিগ্ন নই, জাতিসংঘের ব্যাপারেও উদ্বিগ্ন নই। এখন আমাদের মিত্রদেরও পরোয়া করি না। আমরা এতই শক্তিশালী যে, নিজেরাই সকল ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে পারি।'

যুদ্ধের এই মানচিত্রটি বুশ দ্বিতীয় কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছিল। সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রপতি হিসাবে ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে থাকবে। সেই একটা নিয়ম হিসাবে প্রিম্পশনকে (preemption) আনুষ্ঠানিক করে তোলে। অনেকটা যেভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পার্ল হারবারের প্রেক্ষাপটে জাপানকে ক্রুদ্ধ বাঘের মতো আক্রমণ করেছিল। নিজেদের টুইন টাওয়ার নিজেরাই ভেঙে দেয়, যাতে জনগণের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি করা যায়, এবং দেশের জনমতকে নিজেদের পক্ষে আনা যায়। তারা এর জন্য আল-কায়েদা এবং ওসামা বিন লাদেনকে দায়ী করে। এই হামলার প্রতিক্রিয়ায় জনগণের মাঝে এমন একটা প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাব তৈরি করেছিল যে, তারা হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস থেকে সব ধরনের আর্থিক ব্যয়ের জন্য অনুমোদন পায়। এই এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্যই তারা এসব করেছিল।

আমাদের জন্য উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, এই পুরো এজেন্ডার প্রথম টার্গেট হলো মুসলিম বিশ্ব। কারণ—

- প্রথমত: এটি 'সর্দি দুর্বল অঙ্গে লেগেছে' এর একটি উদাহরণ। অন্য কথায়—

ع" ہے جرمِ ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجات"!

অর্থাৎ 'দুর্বলতার অপরাধের শাস্তি হচ্ছে আচানক মৃত্যু!'

- দ্বিতীয়ত: তার পায়ের নিচে সবচে' বড়ো তেলের মজুত রয়েছে।

- তৃতীয়ত : এই অঞ্চলটি দাজ্জালি সভ্যতার তৃতীয় আবরণ টেনে দেওয়ার পথে সবচে' বড় বাধা। এখানে এখনো ইসলামি সভ্যতার নিদর্শন রয়েছে, যেখানে নারীদেরকে নারী এবং পুরুষকে পুরুষ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তাদের পৃথক ক্ষেত্র সুনিশ্চিত করা হয়েছে। একজন নারীর যেমন নিজস্ব অধিকার ও কর্তব্য আছে। একজন পুরুষেরও নিজস্ব অধিকার ও কর্তব্য রয়েছে। কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط

আর নারীরদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।[৮৯]

এটিই কুরআনের শিক্ষা, যেখানে দাজ্জাল সভ্যতায় নারী-পুরুষ সকল ক্ষেত্রে সমান। আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন—

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاۗءِ

পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তত্বশীল[৯০]

এটিই পবিত্র কুরআনের দর্শন, যাকে পশ্চিমারা ভয় পায়।

- চতুর্থত: জায়োনিস্ট ইহুদিদের এজেন্ডা মধ্যপ্রাচ্যের সাথে সম্পর্কিত। যেমন আল-আকসা মসজিদ এবং কুব্বাতুস সাখরা (ডোম অফ দ্য রক) ধ্বংস করা, তৃতীয় মন্দির নির্মাণ এবং বৃহত্তর ইসরাইল প্রতিষ্ঠা।

আমি আপনাদেরকে ইতিপূর্বে বলেছি যে, ইরাক, সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন ইত্যাদি তাদের মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত। মিশর থেকে তো তারা সমগ্র সিনাই উপদ্বীপ ছিনিয়ে নিতে পরিকল্পনা করছে, যার মধ্যে রয়েছে সিনাই পর্বত। সেখানে হজরত মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর সাথে কথা বলার সম্মান পেয়েছিলেন। সেখানে তাঁকে পাথরের ফলকে লেখা দশটি আদেশ দেয়া হয়েছিল। সেখানে হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সময়ে তাঁর সকল ভাই পরিবার পরিজন নিয়ে মিসরে এসেছিলেন। হজরত ইয়াকুবও সেখানে এসেছিলেন। সেখানে বনী ইসরাইল কয়েকশ বছর বসবাস করেছে। সুতরাং মিশর থেকে তো তারা এই এলাকাগুলো ফিরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করছে।

তা ছাড়া আরবের উত্তরাঞ্চলের ওপরও তাদের দাবি রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে মদিনা ও খাইবার ইত্যাদি। মদিনায় ইহুদিদের তিনটি গোত্র ছিল, যেখান থেকে তাদের বিতাড়িত করা হয়েছিল।

একইভাবে তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলও বৃহত্তর ইসরাইলের মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত। এই সকল এজেন্ডা মধ্যপ্রাচ্যের সাথে সম্পর্কিত। তাদের প্লান অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্যের একটি নতুন মানচিত্র তৈরি করতে হবে, যা তারা প্রকাশও করছে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে এই চারটিই হচ্ছে সেই কারণ, যদ্দরুন দাজ্জালি শক্তি বা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের প্রথম লক্ষ্য হলো মুসলিম বিশ্ব।

---

৮৯. সূরা বাকারা : ২২৮
৯০. সূরা নিসা : ৩৪

এই পুরো প্রকল্পটির নাম 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' রেখেছিল বুশ প্রথম। সে বর্তমান বুশের পিতা। সে ইরাক আক্রমণ করে দেশটিকে তছনছ করে দিয়েছে। এর সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়ে বলেছিল—'এখন নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের সময় এসে গেছে।'

অর্থাৎ এই এজেন্ডার শেষ অংশটি সম্পন্ন করার সময় এসেছে। আর এই দ্বিতীয় বুশও তার বাবার মতো একজন কট্টর খ্রিস্টান এবং খ্রিস্ট ধর্মপ্রচারক (Evengelist)।

মুসলিম বিশ্ব নিয়ে পশ্চিমা টার্গেটসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

আজকে আমি আপনাদেরকে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ব্যাপারে এক এক করে বুঝাতে চাই যে, তারা কীভাবে পশ্চিমাদের টার্গেট হয়ে আছে।

আফগানিস্তান নিয়ে পশ্চিমা ষড়যন্ত্র

১৯৯০ সালে ইরাকের পর মুসলিম বিশ্বে আমেরিকার পরবর্তী টার্গেট ছিল আফগানিস্তান। এখন পশ্চিমাদের লক্ষ্যগুলির চারটি পয়েন্টের দিকে তাকান, দেখবেন এগুলি একে অপরের সাথে জড়িত। আফগানিস্তানে সবচে' বড় যে ঘটনাটি ঘটেছিল তা হলো, পুরো বিশ্ব এখানে ইসলামি শাসন-ব্যবস্থার কিছুটা আভাস দেখেছিল। এটি এমন কিছু ছিল, যা শয়তান এবং তার দোসর ও দালালরা পছন্দ করে না। আল্লামা ইকবাল রহ. ১৯৩৬ সালে তার 'ইবলিস কি মজলিস শুরা' কবিতাটি লেখেন। তাতে তিনি ইবলিসের জিহ্বা দিয়ে বললেন—

عصرِ حاضر کے تقاضائوں سے ہے لیکن یہ خوف
ہو نہ جائے آشکارا شرعِ پیغمبر کہیں!

বর্তমান যুগের তাকাজা দেখে এই ভয় করছি যে,
না জানি আবার মানুষের নবীর শরীয়ত প্রকাশ পেয়ে যায়!

কবিতার মর্ম হচ্ছে—শয়তান তার সঙ্গীদের বলছে যে, বর্তমান যুগের অবস্থা দেখে আমার আশঙ্কা হচ্ছে—পৃথিবীর মানুষ এ অবস্থায় অন্ধকার অনুভব করবে এবং আলোর সন্ধানে বের হতে বাধ্য হয়ে যাবে। অর্থাৎ কেমন যেন শয়তান বলছে—শরীয়তে মুহাম্মদীর বরকত দুনিয়াতে আবার আসতে পারে বলে আমি আশঙ্কা করছি। শতবর্ষের শ্রম দিয়ে গড়ে তোলা আমার সব ইবলিসি কর্মকাণ্ডের পর্দা উন্মোচিত হয়ে যাবে।

আফগানিস্তানে এই 'শরিয়তে নববির' ঝলক দেখা গেছে, যদিও সেখানে তখনও কোনো ইসলামি শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কয়েকটি ইসলামি হুদুদ বা শাস্তি-বিধান বাস্তবায়নের ফলে শতভাগ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। চুরি, ডাকাতি, অপহরণ, ধর্ষণ, যৌন অপরাধ সবই শেষ হয়ে গেছে। অতঃপর আমিরুল মুমিনিনের নির্দেশে পপি চাষ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনো না কোনোভাবে এটি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করছে, কিন্তু প্রতি বছরই এর উৎপাদন পরিমাণ বাড়ছে। তাই পশ্চিমারা হুমকি অনুভব করে যে, এখানে ইসলামের ইনসাফপূর্ণ বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে; এবং আধুনিক ধারণা অনুযায়ী একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের ইবলিসি প্লান—পরিকল্পনার সমাপ্তি ঘটবে। কেননা এখানে একদিকে যেমন খিলাফাতে রাশিদার সকল ইসলামি মূল্যবোধ ও মূলনীতি বিদ্যমান, অন্যদিকে বর্তমান যুগে গড়ে ওঠা সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকেও পূর্ণরূপে কাজে লাগানো হবে।

এই কারণেই আফগানিস্তানে হামলার জন্য মানবজাতির ইতিহাসে সবচে' বড়ো জোট গঠন করা হয়েছে। যা আগে কখনও গঠিত হয়নি অথবা পরেও গঠিত হবে বলে মনে হয় না। ন্যাটোবাহিনী ইরাকে যায়নি, তারা এখানে এসেছে। কারণ 'আল-কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদা'; সকল কুফরি শক্তি এক ও ঐক্যবদ্ধ। আর এই এক ও ঐক্যবদ্ধ কুফরি জাতির সবচে' বড়ো ভয় হলো ইসলাম। তাই এ ব্যাপারে আমেরিকা ইউরোপ ও রাশিয়ার সমর্থন পাচ্ছে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন ওয়াশিংটনে এক বিবৃতি দিয়েছে যে, 'চীন শীঘ্রই আফগানিস্তানে তার সেনা পাঠাবে।' এটি কোনও সাধারণ সাংবাদিকের কথা নয়, গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বলেছে। তাই এটি একেবারে ভিত্তিহীন হতে পারে না। যদিও এই সংবাদ কয়েক দিন পর চীন অস্বীকার করেছিল। আপনারা জানেন, বর্তমান রাজনীতিতে সাধারণত এমন হয় যে, কিছু বেরিয়ে আসে, তারপর তা অস্বীকার করা হয়। তারপর দেখা যায় যে তার মধ্যে কিছু আংশিক সত্য আছে। এক পর্যায়ে তাও বেরিয়ে আসে। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের খবরগুলো (feeler) মানুষের প্রতিক্রিয়া বুঝতে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

আমি মনে করি চীন এই জোটে যোগ দেবে। কারণ চীন ইসলামকে ভয় পায়। তার বিশাল প্রদেশ জিনজিয়াং-এ মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। সে তাদের মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলন জন্মের ভয় পায়। আর স্পষ্টতই, কোনো মতাদর্শ বা চিন্তাধারার জন্য কোনো ভিসা বা পাসপোর্টের প্রয়োজন নেই। এটি দেশের সীমানা অতিক্রম করেই এগিয়ে যায়। কোনো পাহাড়-পর্বত বা সাগর-নদী এটিকে থামাতে পারে না। আফগানিস্তানের একটি কোণও চীনের সাথে মিলিত হয়। ওয়াখান করিডোরের এক প্রান্ত চীনের সাথে মিলিত হয়েছে। এভাবে আফগানিস্তানের সীমানায় চীনও

অন্তর্ভুক্ত। তাই তারা বিপদের আশংকা করছে যে, যদি আফগানিস্তান থেকে ইসলামের বিপ্লবী ও জিহাদি চিন্তাধারা আমাদের জিনজিয়াং প্রদেশে প্রবেশ করে, তাহলে বিষয়টি সামাল দেয়া আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়বে। তো প্রথম কথা হলো আফগানিস্তানে ইসলামি শাসন-ব্যবস্থার একটি সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আর এ সকল কারণে আফগানিস্তানে এত এত সৈন্য সমাবেশ ঘটানো হয়েছে।

আমি মনে করি আমাদের কাছে বর্ণিত এই হাদিসটি ইসরাইলেরও জানা রয়েছে—

تَخْرُجُ مِنْ خُرَاسَانَ رَايَاتٌ سُوْدٌ لَا يَرُدُّها شَيْءٌ حَتّٰى تُنْصَبَ بِإِيْلِيَاءَ

> খোরাসান অঞ্চল থেকে কালো পতাকাবাহী দল আসবে (সেনাবাহিনী নিয়ে)। এবং তাদের কেউ বাঁধা দিতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা গিয়ে জেরুজালেমে নিজেদের ঘাটি স্থাপন করবে।[৯১]

যেহেতু ইহুদিদের মূলোৎপাটনের বিষয়টি খোরাসান (আফগানিস্তান) থেকে শুরু হওয়ার কথা, তাই তারা এখানেও তাদের নখর শক্ত করে রাখতে চায়। ওবামারও এই এজেন্ডা রয়েছে। সে বলেছে যে, ইরাক থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করবে, এবং আফগানিস্তানে আরও সৈন্য পাঠাবে। প্রকৃতপক্ষে ইরাকের ক্ষেত্রে উল্লিখিত সুতোর মধ্যে মাত্র দুটি ছিল। তাই বড় ধরনের ঐক্য হয়নি। সেই দুটি জিনিস ছিল—

- (ক) তেলের মজুদ
- (খ) ইসরাইলের প্রাথমিক সম্প্রসারণ।

অর্থাৎ ইরাক আক্রমণ ছিল বৃহত্তর ইসরাইল প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ। এ কারণেই সাদ্দাম পরাজিত হওয়ার সাথে সাথে বাগদাদে তার মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলা হয়। সে সময় তৎকালীন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী শ্যারন তৎক্ষণাৎ বলেছিল যে, 'শীঘ্রই আমরা ইরাক শাসন করব, এবং প্রথমে আমরা শুধুমাত্র ফোরাত পর্যন্ত এলাকা আগে দাবি করতাম। এখন আমাদের দাবি হচ্ছে দজলা (টাইগ্রিস) পর্যন্ত।'

আফগানিস্তানে আমেরিকার আরেকটি এজেন্ডা রয়েছে। এশিয়ার মাঝখানে পা রাখার জন্য তার একটি ভূখণ্ডের প্রয়োজন। সে আরব বিশ্বের হৃদয়ে ইসরাইলকে একটি খঞ্জরের মতো গড়ে তুলেছে। সেখানে তার পা রেখেছে। অন্যদিকে এশিয়ার কেন্দ্রস্থলে তার আরেকটি 'ইসরাইল' প্রয়োজন, যেখানে ইসরাইল সরকারের মতো একটি সরকার থাকবে। ওই সরকার আমেরিকার সমর্থন পাবে। সে তার ইঙ্গিতে নাচবে, এবং তার এজেন্ডা পূরণে নিজের সকল মাল-সম্পদ ও উপায়-উপকরণ ব্যয়

৯১ .সুনানুত তিরমিজী, অধ্যায়: ফিতনা, পরিচ্ছেদ: শিরোনামহীন পরিচ্ছেদ, হাদিস : ২২৭২.

করবে। এই জন্য আমেরিকা আফগানিস্তানকে বেছে নিয়েছে। এটা তার কর্মসূচি। আল্লাহ জানেন বাস্তবেই কী হবে!

যেভাবেই হোক এখানে তাদের নখর শক্ত রাখতে হবে। এখান থেকেই পাকিস্তানি এলাকায় আমেরিকা হামলা চালায়, যা সীমান্ত প্রদেশের কেন্দ্রীয় এলাকা বান্নু পর্যন্ত পৌঁছেছে। আমাদের সরকার বলছে, এই হামলার বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমাদের কোনো চুক্তি নেই, অথচ অপরদিকে তারা ক্রমাগত বলে যাচ্ছে, এটি আমাদের ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতা চুক্তি, যাতে আফগানিস্তান সরকার, পাকিস্তান সরকার এবং ন্যাটো অংশগ্রহণ করেছে। এই চুক্তির কারণে আমরা একে অপরের সমর্থনে এসব হামলা চালাচ্ছি। মাঝে মাঝে আমাদের শাসকদের কাছ থেকে ছোটখাটো প্রতিবাদী বক্তব্যও আসে—'এটা আর বরদাস্ত করা হবে না, আপনারা আমাদের সার্বভৌমত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন না।'

কিন্তু এই ধারাবাহিকতা চলমান আছে। কারণ তারা কোনভাবেই আফগানিস্তান ছেড়ে যেতে চাচ্ছে না। আল্লামা ইকবাল রহ.-এর আফগানিস্তান সম্পর্কে দুটি কবিতা দেখুন—

آسیا یک پیکر آب و گل است
ملّتِ افغاں در آں پیکر دِل است!
এশিয়া হলো পানি ও মাটির তৈরি দেহস্বরূপ,
আর আফগান জাতি হলো ওই দেহের মাঝে কলব!

অর্থাৎ মানুষের শরীর যেমন মাটি ও পানির মিশ্রণে তৈরি। আর মানুষের মাঝে কলব থাকে, তেমনি আফগানিস্তানও মাটি ও পানির তৈরি এশিয়ার কলব বা প্রাণকেন্দ্র।

از فسادِ اُو فسادِ آسیا
در کشادِ اُو کشادِ آسیا

সেখানে দাঙ্গা-ফাসাদ হলে গোটা এশিয়ায় দাঙ্গা-ফাসাদ হবে,
আর সেখানকার অবস্থার উন্নতি হলে, গোটা এশিয়ার অবস্থার উন্নতি হবে।

তাই আমেরিকা এশিয়ার প্রাণকেন্দ্র আফগানিস্তানকে একটি ইসরাইলের রূপ দিতে চায়। আমি ইতিপূর্বে বলেছিলাম, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদিসগুলো অবশ্যই ইসরাইলিদের জানা থাকবে। তারা এগুলো নিয়ে অনেক রিসা[illegible] করে। তাদের সামনে এই হাদিসগুলো অবশ্যই রয়েছে।

একটি হাদিসে এসেছে যে, যখন মসীহের অবতরণ ঘটবে, এবং তারপরে ইহুদিদের হত্যাযজ্ঞ শুরু হবে, তখন 'গারকাদ' নামে একটি মাত্র গাছ থাকবে, যা ইহুদিদের আশ্রয় দেবে। অন্যথায় গাছ হোক বা পাথর, কোন ইহুদি তার পিছনে লুকিয়ে থাকলেও সে ডেকে বলবে—'হে আল্লাহর বান্দা! হে মুসলমানগণ! দেখ, এই ইহুদি আমার পিছনে লুকিয়ে আছে! এসো এবং তাকে হত্যা কর!'

আর এটাও জানা যায় যে, ইহুদিরা ইসরাইলে এই গারকাদ গাছ সবচে' বেশি পরিমাণে রোপণ করেছে, কারণ তারা জানে এই গাছ তাদের সমর্থন করতে পারে।

আমেরিকার মধ্য এশিয়ার তেলের মজুদের জন্য একটি রুট প্রয়োজন, এবং তা আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে যায়। মধ্য এশিয়ায় প্রচুর তেলের মজুদ রয়েছে। এখন চীন এর জন্য চেষ্টা করছে। সেখানে পাইপলাইন বিছিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখান থেকে তেল নিয়ে যেতে চায়। এটা আমেরিকার এজেন্ডায় রয়েছে। সে আসলে বৃহত্তর বেলুচিস্তান তৈরি করতে চায়, যাতে এর মাধ্যমে সে আফগানিস্তান এবং সেখান থেকে মধ্য এশিয়া তেলের ভাণ্ডারে প্রবেশ করতে পারে।

আফগানিস্তানের মধ্যেই খনিজ মজুদ অফুরন্ত। আমেরিকা এটা আমাদের চেয়ে বেশি জানে। ২০০১ সালের মার্চ মাসে বিখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী ডক্টর সুলতান বশিরুদ্দিন মেহমুদ (যিনি একজন আন্তরিক সুন্নি মুসলিম) আমাদের এখানে 'কেন আফগানিস্তানের ওপর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা?' শিরোনামে একটি বক্তব্য দিয়েছিলেন।

তার এই বয়ানটি ২০০১ সালের মে মাসের মাসিক মিসাকে প্রকাশিতও হয়েছিল। তিনি রাশিয়ান এবং জার্মান ভূতাত্ত্বিকদের রিপোর্টের রেফারেন্স দিয়ে বলেছিল — বালখ প্রদেশে এত বেশি তেল রয়েছে যে, আফগানিস্তান ভবিষ্যতে সৌদি আরব হবে। গ্যাসের পরিমাণ এত বেশি আছে যে, যুদ্ধের সময়ও রাশিয়া সেখান থেকে প্রতিদিন কয়েক মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস নিয়ে যেত। এছাড়া এখানে বিশ্বের সব দেশের চেয়েও বেশি লোহা ও তামার মজুদ রয়েছে। ইউএনডিপির প্রতিবেদন অনুযায়ী, আফগানিস্তানে এক লাখ টনের বেশি সোনা রয়েছে। এছাড়া মূল্যবান রত্ন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও স্ট্র্যাটেজিক ধাতু এবং অন্যান্য খনিজ পদার্থের বিশাল মজুদ রয়েছে। তাছাড়া মিষ্টি পানির এত বেশি আধার আছে যে, সেগুলো দিয়ে পুরো আফগানিস্তানকে বাগানে পরিণত করা যাবে। তাই আফগানিস্তান দখলের ক্ষেত্রেও এই ফ্যাক্টরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বৃহত্তর কাশ্মীর নিয়ে পশ্চিমা ষড়যন্ত্র

এই প্রসঙ্গে এটিও লক্ষণীয় যে আমেরিকার মতো একটি পরাশক্তি তার সকল অপশন বা বিকল্প এক জায়গায় রাখে না। বিভিন্ন অপশন বা বিকল্পও তাদের বিবেচনায় থাকে। তাই আফগানিস্তান ছাড়াও তাদের দৃষ্টি কাশ্মীরের দিকে রয়েছে। তারা অধিকৃত কাশ্মীর, পাকিস্তানি কাশ্মীর, এবং এদিক থেকে গিলগিট', হুনজা এবং আরও কিছু এলাকা অন্তর্ভুক্ত করে 'বৃহত্তর কাশ্মীর' গঠন করতে চায়। মনে রাখা দরকার যে, গিলগিট এবং হুনজা এক সময় শিখদের কাশ্মীর রাজ্যের অংশ ছিল। 'বৃহত্তর কাশ্মীর' প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো মধ্য এশিয়ায় একটি 'ইসরাইল' প্রতিষ্ঠা করা এবং চীনকে ঘিরে রাখা।

মিসেস রবিন রাফেল দক্ষিণ এশিয়ার মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি ছিলেন। (যার স্বামী মার্কিন রাষ্ট্রদূত রবিন রাফেল জিয়াউল হক সাহেবের সাথে দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছিল।) তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বলেছিলেন, 'আমরা ভারতের কাছ থেকে তার কাশ্মীর নেব। এবং পাকিস্তানের কাছ থেকে তার কাশ্মীর এবং উত্তরাঞ্চল নেব। পাকিস্তান তিব্বতের যে অংশ একসময় চীনকে দিয়েছিল, তাও ফিরিয়ে নেব। সেগুলোকে একত্রিত করে একটি 'বৃহত্তর কাশ্মীর' প্রতিষ্ঠা করব।' এটা হলো সে সময়ের কথা, যখন ভারত তখনও পর্যন্ত আমেরিকার ফাঁদে পা দেয়নি, এবং তার প্রতিরক্ষামন্ত্রী জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে বলেছিল, 'কাশ্মীর নিয়ে আমেরিকার নিয়ত খারাপ হয়ে গেছে।' তাই সে সময় এই বিষয়ে ভারত কোনো আগ্রহ দেখায়নি।' এখন এটা স্পষ্ট যে, ভারতও আমেরিকার দোলনায় আছে, তাই আমেরিকা এই প্রকল্পে তাকে রাজি করাতে পারার সম্ভাবনা আছে।

উত্তরাঞ্চলে একটি ইসমাইলি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আরেকটি পরিকল্পনাও সামনে এসেছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন বর্তমান মেজর, যিনি বর্তমানে উত্তরাঞ্চলের অভ্যন্তরে কাজ করছেন, তিনি আমাকে এই ব্যাপারে বলেছিলেন। তিনি এখানে উপরোক্ত বিষয়টির প্রবল আশংকা করছেন। কেননা ইসমাইলিরা এখানে খুব সক্রিয় এবং আগা খান দীর্ঘদিন ধরে সেখানে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে আসছে। এ কারণে সেখানে বৃহত্তর ইসমাইলি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা রয়েছে। যাহোক, এগুলো তাদের বিভিন্ন অপশন বা বিকল্প।

পাকিস্তান নিয়ে পশ্চিমা ষড়যন্ত্র

এবার আসি পাকিস্তানের আলোচনায়। পাকিস্তান কেন তাদের টার্গেট?

এর উত্তর পেটে হলে আমাদের জানতে হবে—

প্রথমত : পাকিস্তান ইসলামি মৌলবাদের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং একাডেমিক শক্ত ঘাঁটি, তাই এই দুর্গ ধ্বংস করা তাদের আগামীর টার্গেট।

দ্বিতীয়ত : পাকিস্তান একটি মুসলিম পারমাণবিক শক্তি। তাই তাদের মতে, বৃহত্তর ইসরাইলের মানচিত্র তৈরির কাজ শুরু করার আগে পাকিস্তানের পারমাণবিক দাঁত ভাঙা দরকার। অন্যথায় সেই পরিকল্পনা শুরু হলে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে যে প্রকাশ্য ঝড় উঠবে, তা স্থানীয় সরকারগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। এমনকি পাকিস্তানে মৌলবাদী সরকার কায়েম হওয়ার আশংকা রয়েছে। আর যদি পরমাণু অস্ত্র তাদের হাতে চলে আসে, তাহলে এটা স্পষ্ট যে, তারা তা ব্যবহারও করে ফেলতে পারে। তাই পাকিস্তানের পারমাণবিক দাঁত ভাঙা তাদের কর্মসূচির অংশ।

তৃতীয়ত : চীনকে ঘিরে ফেলতে পাকিস্তানকে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। কারণ এটি এমন একটি আউটলেট, যা চীনের সাথে মিলিত আছে। চীন পাকিস্তানে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে। সিল্ক রোড নির্মাণে কত টাকা খরচ হয়েছে এবং তাতে কত সেনা মারা গেছে, সে হিসাবই বা কার কাছে আছে! পাহাড় কেটে রাস্তা বানানো হয়েছে। আমাদের সেনাবাহিনীও এতে কাজ করেছে। কিন্তু এর একটা বড় অংশই চীনাদের। তাহলে চিন্তা করুন, চীন গোয়াদরে কত টাকা খরচ করেছে! কারণ সে গোয়াদর হয়ে পাকিস্তান থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ বাড়াতে চায়। এভাবে মালাক্কা (মালয়েশিয়া) রাজ্য হয়ে ভারত মহাসাগরে পৌঁছানোর পরিবর্তে সিল্ক রোড হয়ে সরাসরি পাকিস্তানে অবতরণ করবে এবং গোয়াদর হয়ে আরব সাগরের উষ্ণ পানিতে পৌঁছাবে। চীনের এই পরিকল্পনা রুখতেই আমেরিকা পাকিস্তানের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

চতুর্থত : পাকিস্তানকে অস্থিতিশীল করে বেলুচিস্তানকে বৃহত্তর বেলুচিস্তান বানানোও তাদের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। এতে একদিকে তারা বেলুচিস্তান থেকে আফগানিস্তান হয়ে মধ্য এশিয়ার তেলের ভান্ডারে প্রবেশের সুযোগ পাবে। অন্যদিকে বেলুচিস্তানে বিদ্যমান বিপুল খনিজ সম্পদের দখল পাবে। তারা পাকিস্তানের পারমাণবিক দাঁত ভেঙে তাকে ভারতের করুণায় ছেড়ে দিতে চায়। আমি বেশ কয়েকবার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিজা রাইসের বক্তব্য উল্লেখ করেছি যে, 'পাকিস্তানের ভবিষ্যত ভারত ও আমেরিকা একসঙ্গে নির্ধারণ করবে।' সে এই সকল কথা অনরেকর্ডে বলেছে। এ ক্ষেত্রে আফগানিস্তানের পরেই রয়েছে পাকিস্তান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে তার কৌশলগত অংশীদার এবং মিত্র করার জন্য এত বড় উপহার দিয়েছে যে, তারা ভারতের সাথে একটি বেসামরিক পারমাণবিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এভাবে ভারত বিশ্বের যেকোন স্থান থেকে পারমাণবিক বোমা তৈরির সরঞ্জাম ও সম্পদ আনার উন্মুক্ত লাইসেন্স পেয়েছে। এই উপহার দেওয়ার পাশাপাশি পাকিস্তানের পারমাণবিক দাঁত ভেঙে ভারতের করুণায় ছেড়ে দেওয়াও তাদের সামনের টার্গেট। সেদিকে তাদের অগ্রগতিও শুরু হয়েছে। তাই ভারত আমাদের চারপাশে তার পাকড়াও শক্ত করছে। নদীর পানি বন্ধ করে আমাদের নতজানু করার

পরিকল্পনা করছে। পাঞ্জাবের এলাকা একসময় বিভিন্ন বার (পাকিস্তানের পাঞ্জাবস্থ নীলি বার ইত্যাদি) অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। এগুলো ছিল মরুভূমি। নদীর পানি বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের খালগুলো শুকিয়ে যাবে। পুরো পাঞ্জাব আবার মরুভূমিতে পরিণত হবে।

সৌদি আরব নিয়ে পশ্চিমা ষড়যন্ত্র

পাকিস্তানের পর তাদের পরবর্তী টার্গেট সৌদি আরব ও সিরিয়া। কারণ সৌদি আরব হলো 'ওয়াহাবিজম' এর উৎস, যা পুরো বিশ্বে ইসলামি মৌলবাদকে ব্যাপকভাবে শক্তিশালী করেছে। 'ওয়াহাবিজম' শব্দ পশ্চিমে অপমান হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। 'কুরআন' সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ। যদিও সেখানকার সরকার আমেরিকার নেতাদের ইশারায় তাদের পাঠ্যপুস্তক থেকে জিহাদ ও যুদ্ধের আয়াত, এবং ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বিরোধী আয়াতগুলো সরিয়ে দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ—

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ م

হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদি ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না।[৯২]

এই জাতীয় চিন্তাধারা যাতে যুবক-প্রজন্মের মনে জন্মগ্রহণ না করে, তাই তারা এ সকল হীন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তবে এই লোকেরা কুরআন বন্ধ করতে পারবে না। আরবদের শিরায় শিরায় কুরআন আছে। কুরআন পড়া হচ্ছে এবং পড়ানো চলছে। তাই মৌলবাদের প্রধান উৎস হওয়ায় সৌদি আরবও তাদের চোখের কাঁটা। এ কারণেই আমেরিকায় মুসলমানদের পবিত্র স্থান (মক্কা ও মদিনা) আক্রমণের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। জন ম্যাককেইনের বিরোধী রিপাবলিকান দলের টিকেটে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী টম ট্যানক্রেডো (Tom Tancredo) একটা অপপ্রচার চালিয়েছিল যে, 'আমরা মুসলমানদের পবিত্র স্থানে বোমা বর্ষণ করব।' তার নির্বাচনী প্রচার ব্যবস্থাপকও এই বাজে কথা বলেছিল।

তাওহীদের গানে গুঞ্জরিত হয়ে উঠবে এই বাগান!

আগেই বলেছি—ইসলামে অপরিচিতির সূচনা হওয়ার সাথে সাথে সংস্কার প্রচেষ্টাও শুরু হয়। এই সংস্কারমূলক প্রচেষ্টা চৌদ্দশত বছর ধরে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। এখন সময় এসেছে যে, আল্লাহর দ্বীনের সংস্কার সম্পূর্ণ হবে। আর এটাই আসলে সূরা ইনশিকাক্বের তৃতীয় আয়াতের উদ্দেশ্য। ইরশাদ হয়েছে—

---

৯২ .সূরা মায়েদা : ৫১

فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾

আমি শপথ করি সন্ধ্যাকালীন লাল আভার (১৬) এবং রাত্রির, এবং তাতে যার সমাবেশ ঘটে (১৭) এবং চন্দ্রের, যখন তা পূর্ণরূপ লাভ করে, (১৮)[৯৩]

চাঁদ যেভাবে চৌদ্দ দিনে ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। অর্ধচন্দ্র থেকে পূর্ণচন্দ্রে পরিবর্তিত হয়। একইভাবে তাজদিদ ও সংস্কারের চাঁদও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। চৌদ্দ শতাব্দী পর ইসলামের তাজদিদ ও সংস্কার পূর্ণ হতে যাচ্ছে। কেমন যেন, সে সময় নিকটেই, যখন মুজাদ্দিদে কামিল আবির্ভূত হবেন। আর এ প্রেক্ষাপটে মুসলিম বিশ্বে চলছে নানা তাজদিদ ও সংস্কার প্রচেষ্টা।

এরপর চতুর্থ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿١٩﴾

নিশ্চয় তোমরা এক সিঁড়ি থেকে আরেক সিঁড়িতে আরোহণ করবে।[৯৪]

অর্থাৎ দীনের তাজদিদ ও সংস্কারের কাজ ক্রমেই পূর্ণতা পাবে। এভাবে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতায় পৌঁছাবে। হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত নবুওত ও রিসালাত কয়েক হাজার বছরে ধীরে ধীরে পূর্ণ হয়েছিল। একইভাবে বর্তমান যুগেও ইসলামের তাজদিদ ও সংস্কার সম্পূর্ণ হবে। এখন সে সময় এসেছে। আমরা বিশ্বাস করি—শেষ পর্যন্ত ইসলাম সমগ্র বিশ্বে প্রাধান্য লাভ করবে। কবি বলেন—

یہ چمن معمور ہو گا نغمہٴ توحید سے

তাওদিদের গানে গুঞ্জরিত হয়ে উঠবে এই বাগান!

কিন্তু এর পূর্বে মুসলিমদের কিছু আঘাত পেতে হবে। আল্লাহ আরব বিশ্বের উপর কিছু শাস্তির চাবুক বর্ষণ করতে চলেছেন। একইভাবে আমাদের পাকিস্তানের জনগণের ওপরও শাস্তির চাবুক বর্ষণ করতে পারেন। কারণ প্রথম অপরাধী আরবরা এবং দ্বিতীয় অপরাধী আমরা। আমরা এই দেশকে ইসলামের নামে গড়েছি। ৬১ বছর হয়ে গেছে, কিন্তু ইসলাম আমাদের অগ্রাধিকারের কোথাও নেই। এখানে ইসলামের ইনসাফপূর্ণ শাসনব্যবস্থার সামান্যতমও ঝলকও নেই। তাই আমরা হলাম অনেক বড় অপরাধী। আল্লাহ যদি আমাদেরকে ক্ষমা করেন, এবং আমাদেরকে আরও

৯৩. সুরা ঈনশিকাক : ১৬-১৮
৯৪. সুরা ঈনশিকাক : ১৯

অবকাশ দেন, তাহলে এটা তো তাঁর অনুগ্রহ। এ জন্য আমরা প্রার্থনা করতে পারি। কিন্তু উত্থান-পতনের পরে শেষ পর্যন্ত ইসলাম বিজয়ী হবেই হবে। দীনের সম্পূর্ণ তাজদিদ ও সংস্কার হবেই হবে ইনশাআল্লাহ।

এখন আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ জায়গায় চিন্তা করা উচিত এই প্রচেষ্টায় আমার অবদান কি? আমি কি ভূমিকা রাখতে পারছি? নববি যুগে ইসলামি বিপ্লব আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় হাতে পূর্ণতা লাভ করেছে। আবু জাহেল, আবু লাহাব এবং অন্যান্য কাফের ও মুশরিকরা এ সংগ্রামে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হলেও আবু বকর, আলী, উমর, হামজা ও উসমান প্রমুখ আল্লাহর রাসুলের হাত ও অস্ত্রে পরিণত হন। কে এগিয়ে থাকবে আর কে পিছনে থাকবে সেটা প্রত্যেকের নিজের ব্যাপার। যেমন আমরা সুরা মুদ্দাসসিরের এই আয়াতটি পড়ি—

لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ

তোমাদের মধ্যে যে সামনে অগ্রসর হয় অথবা পশ্চাতে থাকে।[৯৫]

অর্থাৎ এখন যে চায়, সে এগিয়ে যাক এবং যে পিছনে থাকতে চায়, সে থাকুক! নবুওতের সূর্য উদিত হওয়ার পর আহ্বান করা হয়েছিল যে, কে আছে এগিয়ে আসবে? সত্যায়ন করবে? আর কে আছে পিছনে পরে থাকবে? যারা পিছিয়ে থাকবে তারা বঞ্চিত হবে, আর যারা এগিয়ে যাবে এবং সত্যায়ন করবে, তারা আল্লাহর রহমতের যোগ্য বলে ঘোষিত হবে। একইভাবে এই যুগেও তাজদিদ ও সংস্কার পরিপূর্ণ হবে। কিন্তু এটি আমাদেরই চিন্তা করতে হবে যে, এখন এই সংগ্রামে অবদান রাখতে আমি কি প্রস্তুত?

এই মহান কাজে নিজের দেহ, মন ও ধন-সম্পদকে ব্যয় করতে কে কে আছেন ইচ্ছুক? এই জন্য স্বীয় অর্থ-সম্পদ ও উপায়-উপকরণ ব্যয় করতেই বা কে কে আছেন প্রস্তুত?

নোট : এই পুস্তিকাটি তানজিমে ইসলামির প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার আসরার আহমদ রহ.-এর ২০০৮ সালের নভেম্বর মাসে প্রদত্ত আরও কিছু জুমার বয়ানের সারসংক্ষেপ। বিশেষ গুরুত্ব বিবেচনায় তানজিমে ইসলামির সাপ্তাহিক মুখপত্র 'নেদায়ে খেলাফত'-এর পাঠকদের জন্য 'আলমে ইসলাম পর ইয়াহুদ আওর নাসারা কি সাজশেঁ শিরোনামে ছাপা হয়। এটি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চার পর্বে ৩,৪,৫ ও তম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

---

৯৫. সুরা মুদ্দাসসির : ৩৭

পুস্তিকা- ৪

দাজ্জালের ফিতনা ও সমকালীন চ্যালেঞ্জ

উস্তাদ আসিফ হামিদ

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রাসুলুহিল কারীম

আলোচিত বিষয়টি এবং এর বিভিন্ন দিক ও শাখাপ্রশাখা এতই বিস্তৃত যে, আমি যখন এটি প্রস্তুত করতে বসলাম, তখন বুঝতে পারছিলাম না কোথা থেকে শুরু করব এবং আলোচনা কতদূর নিয়ে যাব! তাই পাঠকদের কাছে আমার জন্য দুআ করার জন্য অনুরোধ করছি যে, এই মুহূর্তে আমি যা ভাবছি তা যেন আপনাদের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছে দিতে পারি।

আদম আলাইহিস সালাম ও ইবলিসের কাহিনী থেকে শিক্ষা

দাজ্জাল এবং বর্তমান যুগের দাজ্জালি কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বলার আগে আমাদের অন্তরে আদম আলাইহিস সালাম ও ইবলিসের কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার নতুন করে তুলে ধরা প্রয়োজন। কারণ এই ঘটনাটি ওই সকল বিষয়ের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, যা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে যাচ্ছি—

পবিত্র কুরআনের সাতটি স্থানে আদম আলাইহিস সালাম ও ইবলিসের কাহিনী এসেছে, যা এই ঘটনার গুরুত্ব নির্দেশ করে। তবে সাধারণত একজন পাঠক এটিকে নিছক ঘটনা বলে পাঠ করে অতিক্রম করে যায়। ঘটনাটি হলো—আদম আলাইহিস সালাম-কে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ সকল ফেরেশতাকে আদমকে সিজদা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইবলিস ব্যতীত সকল ফেরেশতা হযরত আদম আলাইহিস সালাম-কে সেজদা করেছিলেন। সে অহংকার ও হিংসার কারণে সেজদা করতে অস্বীকার করেছিল। তাই আল্লাহ তাআলা তাকে স্বীয় দরবার থেকে বিতাড়িত, প্রত্যাখ্যাত ও অভিশপ্ত ঘোষণা করেছিলেন। অতঃপর ইবলিস আল্লাহর ইজ্জতের শপথ করে বলল যে—'আমি সকল মানুষকে পথভ্রষ্ট করব।'

এরপর সে হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও হযরত হাওয়া আলাইহাস সালাম-কে জান্নাতের একটি গাছের ফল খেতে প্রলুব্ধ করে, যা আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ ছিল। তারা দুজনেই এই গাছের ফল খেয়েছিলেন। এভাবে ইবলিস তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দেয়। এবং গল্পটি এখানেই শেষ হয়! এখন গভীরভাবে চিন্তার বিষয় হচ্ছে—এই ঘটনাটি কি নিছক গল্প হিসাবে পড়ার জন্য বর্ণনা করা হয়েছে!

পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আমাদের আকিদা ও বিশ্বাস হচ্ছে, এর একটি অক্ষরও অর্থহীন বা গুরুত্বহীন নয়। এর মানে এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চিন্তা-ফিকির করলে জানা বুঝা যায় হজরত আদম আলাইহিস সালাম-এর সৃষ্টি থেকে বিচার দিবস পর্যন্ত এ ঘটনার গুরুত্ব রয়েছে। দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভালো ও মন্দের লড়াই চলছে এবং চলবে। দুঃখের বিষয় হলো, এই ঘটনাকে নিছক গল্প হিসেবে বিবেচনা করলে আমাদের চোখ থেকে ভালো ও মন্দের লড়াইয়ের বিষয়টিও চলে যায়। অথচ এর ভিত্তিতেই আখেরাতের পুরস্কার-শাস্তির বিষয়ে ফয়সালা হবে।

এ ঘটনায় সবচে' গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তা হলো, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন হিংসা ও অহংকারে পরিপূর্ণ ইবলিসকে বিতাড়িত, প্রত্যাখ্যাত ও অভিশপ্ত ঘোষণা করেছিলেন, তখন উভয়ের মধ্যে সংলাপ কী ছিল, নিম্নের সাতটি সুরার আয়াতগুলোতে তা বিবৃত হয়েছে—

এক.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾

এবং যখন আমি হযরত আদম আলাইহিস সালাম-কে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখনই ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করল। সে (নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল।[৯৬]

দুই.

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿١٢﴾ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿١٣﴾ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤﴾

৯৬.সুরা বাকারা : ৩৪

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿١٥﴾ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ۖ لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾

আল্লাহ বললেন—আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কিসে সেজদা করতে বারণ করল? সে বলল : আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। (১২) বললেন—তুই এখান থেকে যা। এখানে অহংকার করার কোন অধিকার তোর নাই। অতএব তুই বের হয়ে যা। তুই হীনতমদের অন্তর্ভুক্ত। (১৩) সে বলল : আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। (১৪) আল্লাহ বললেন—তোকে সময় দেওয়া হলো। (১৫) সে বলল : আপনি আমাকে যেমন উদভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্য তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকবো। (১৬) এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। (১৭) আল্লাহ বললেন—বের হয়ে যা এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। তাদের যে কেউ তোর পথে চলবে, নিশ্চয় আমি তোদের সবার দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করে দিব। (১৮)[৯৭]

তিন.

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٣٣﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٥﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿٣٧﴾ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ قَالَ هَٰذَا

৯৭.সুরা আরাফ : ১২-১৮

صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾

আল্লাহ বললেন—হে ইবলিস, তোমার কী হলো যে তুমি সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে স্বীকৃত হলে না? (৩২) বলল : আমি এমন নই যে, একজন মানবকে সেজদা করব, যাকে আপনি পচা কর্দম থেকে তৈরি ঠনঠনে বিশুষ্ক মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। (৩৩) আল্লাহ বললেন—তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। তুমি বিতাড়িত। (৩৪) এবং তোমার প্রতি ন্যায় বিচারের দিন পর্যন্ত অভিসম্পাত। (৩৫) সে বলল : হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। (৩৬) আল্লাহ বললেন—তোমাকে অবকাশ দেয়া হলো। (৩৭) সেই অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। (৩৮) সে বলল : হে আমার পলনকর্তা, আপনি যেমন আমাকে পথ ভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথ ভ্রষ্ঠ করে দেব। (৩৯) আপনার মনোনীত বান্দাদের ব্যতীত। (৪০) আল্লাহ বললেন—এটা আমা পর্যন্ত সোজা পথ। (৪১) যারা আমার বান্দা, তাদের ওপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই; কিন্তু পথভ্রান্তদের মধ্য থেকে যারা তোমার পথে চলে। (৪২) তাদের সবার নির্ধারিত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম। (৪৩)[৯৮]

চার.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿٦١﴾ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٢﴾ قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا ﴿٦٣﴾ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٥﴾

স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম : আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলিস ব্যতীত সবাই সেজদায় পড়ে গেল। কিন্তু সে বলল : আমি

৯৮. সুরা হাজর : ৩২-৪৩

কি এমন ব্যক্তিকে সেজদা করব, যাকে আপনি মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? (৬১) সে বলল : দেখুন তো, এ না সে ব্যক্তি, যাকে আপনি আমার চাইতেও উচ্চ মার্যাদা দিয়ে দিয়েছেন। যদি আপনি আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত সময় দেন, তবে আমি সামান্য সংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদেরকে সমূলে নষ্ট করে দেব। (৬২) আল্লাহ বলেন—চলে যা, অতঃপর তাদের মধ্য থেকে যে তোর অনুগামী হবে, জাহান্নামই হবে তাদের সবার শাস্তি-ভরপুর শাস্তি। (৬৩) তুই সত্যচ্যুত করে তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস স্বীয় আওয়ায দ্বারা, স্বীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ কর, তাদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে শরিক হয়ে যা এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে। ছলনা ছাড়া শয়তান তাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না। (৬৪) আমার বান্দাদের ওপর তোর কোন ক্ষমতা নেই। আপনার পালনকর্তা যথেষ্ট কার্যনির্বাহী। (৬৫)[৯৯]

পাঁচ.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۚ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾

যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম : আদমকে সেজদা কর, তখন সবাই সেজদা করল ইবলিস ব্যতীত। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল। অতএব তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। এটা জালেমদের জন্যে খুবই নিকৃষ্ট বদল।[১০০]

ছয়.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ ﴿١١٦﴾ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿١١٧﴾

যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম : তোমরা আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলিস ব্যতীত সবাই সেজদা করল। সে অমান্য করল। (১১৬) অতঃপর আমি বললাম : হে আদম, এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু,

---

৯৯. সুরা বনি ইসরাইল : ৬১-৬৫
১০০. সুরা কাহাফ : ৫০

সুতরাং সে যেন বের করে না দেয় তোমাদের জান্নাত থেকে। তাহলে তোমরা কষ্টে পতিত হবে। (১১৭)[১০১]

সাত.

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٥﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿٨٠﴾ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾

আল্লাহ বললেন—হে ইবলিস, আমি স্বহস্তে যাকে সৃষ্টি করেছি, তার সম্মুখে সেজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি অহংকার করলে, না তুমি তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন? (৭৫) সে বলল : আমি তার চেয়ে উত্তম আপনি আমাকে আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। (৭৬) আল্লাহ বললেন—বের হয়ে যা, এখান থেকে। কারণ, তুই অভিশপ্ত। (৭৭) তোর প্রতি আমার এ অভিশাপ বিচার দিবস পর্যন্ত স্থায়ী হবে। (৭৮) সে বলল : হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। (৭৯) আল্লাহ বললেন—তোকে অবকাশ দেয়া হলো। (৮০) সে সময়ের দিন পর্যন্ত যা জানা। (৮১) সে বলল, আপনার ইজ্জতের কসম, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করে দেব। (৮২) তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার খাঁটি বান্দা, তাদেরকে ছাড়া। (৮৩) আল্লাহ বললেন—তাই ঠিক, আর আমি সত্য বলছি—(৮৪) তোর দ্বারা আর তাদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তাদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব। (৮৫)[১০২]

১০১. সুরা তাহা : ১১৬-১১৭
১০২. সুরা সাদ : ৭৫-৮৫

যদি কুরআনের এই সাতটি স্থানের আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে ইবলীসের চরিত্র ও লক্ষ্যবস্তু, যাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হয়েছে, তা এরকম দেখায়—

- এক. চরিত্র : সে এক অহংকারী, হিংসাকারী, অবাধ্য, অবাধ্যতার ওপর অবিচল, প্রতিশোধপরায়ণ, মানুষের শত্রু।
- দুই. টার্গেট: তার প্রধান টার্গেট, যার ওপর সে আল্লাহর ইজ্জতের কসম করেছে তা হলো, সে বনি আদমকে গোমরাহ করবে এবং এভাবে তাদেরকে জাহান্নামে পাঠাবে।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সে নিম্নোক্ত কাজগুলি করবে—

সে নেকি ও সরল পথে অতর্কিত হামলা করবে। চারদিক থেকে মানুষকে আক্রমণ করবে। মানুষকে আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ করে তুলবে। দুনিয়াকে সুসজ্জিত করে এমনভাবে উপস্থাপন করবে, যাতে মানুষ অবাধ্য হয়। মানুষকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করবে। সে তার কণ্ঠ দিয়ে আদম সন্তানদের প্রতারিত করবে। তার অনুসারীদের দিয়ে মানুষের ইমান ও বিশ্বাসের ওপর আক্রমণ করবে। হালাল-হারামের পার্থক্য দূর করে মানুষের মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মাঝে অংশীদার হবে। সে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেবে এবং প্রতারণা করবে।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, আমরা যখন পবিত্র কুরআন পাঠ করি তখন এই ঘটনাটিকে ইতিহাস হিসেবেই পাঠ করি। এর শুধুমাত্র বাহ্যিক দিকটিই দেখি যে, এটি একটি ঘটনা ছিল এবং তা শেষ হয়ে গেছে। আপনি যদি এটি সম্পর্কে চিন্তা করেন, তবে এটিই বেশিরভাগ লোকের অন্তরে রয়েছে যে, হ্যাঁ, এটিই মানব-সৃষ্টির শুরুর একটি ঘটনা, যা শেষ হয়েছে। খুব কম লোকই মনে করে যে ইবলিসের চ্যালেঞ্জ আজও অব্যাহত রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। শয়তান আল্লাহর ইজ্জতের যে শপথ নিয়েছিল, তার লাজ আজ পর্যন্ত রেখেছে। সে এই প্রতিশ্রুতি পূরণে কোনো কসরত বাকি রাখেনি, বরং ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে।

এই সমগ্র আলোচনার ফলাফল হলো—এই ঘটনা সম্পর্কে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মানবজাতির সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই ভালো ও মন্দের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। আমাদেরকে জানতে হবে যে, ইবলিস আল্লাহকে যে চ্যালেঞ্জ করেছে, তার বাস্তবতা কী? তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য সে কী কী কাজ করছে? ভালো ও মন্দের এই যুদ্ধ আদম আলাইহিস সালাম-এর সময় থেকে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত চলবে, যা সময়ের সাথে সাথে তীব্রতর হচ্ছে এবং সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের অন্তরে এবং আমাদের চোখের সামনে ভালো ও মন্দের একটি লড়াই চলছে, আমরা প্রতিদিন যার

মুখোমুখি হই। আমাদেরকে পুরোপুরি সচেতন থাকতে হবে যে, আমরা সেই যুদ্ধের দুই পক্ষের একটি পক্ষে দাঁড়িয়ে আছি। হয় শয়তানের পক্ষে অথবা পরম করুণাময়ের পক্ষে! একই অর্থে পবিত্র কুরআনে শুধুমাত্র দুটি দলের কথা বলা হয়েছে— হিজবুল্লাহ এবং হিজবুশ শয়তান।

আমরা যদি আরেকটু বিশ্লেষণ করি, তাহলে হিজবুল্লাহ ও হিজবুশ শয়তানের মধ্যে আরও দুটি গ্রুপ দেখতে পাব। হিজবুল্লাহর কিছু লোক আছে যারা সত্যিকার অর্থে ভালো ও মন্দের মধ্যে চলমান এই যুদ্ধ বোঝে এবং শয়তানের এজেন্ডা সম্পর্কে ভালোভাবে সচেতন। খেয়াল রাখে যে, তারা যেন অজান্তে ওই সকল কাজ না করে বসে, যার কারণে হিজবুশ শয়তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে হয়। এই মানুষগুলো বিশ্বের উন্নতি ও উন্নয়নকে ভালো-মন্দ, বৈধ-অবৈধ, হালাল-হারামের মাপকাঠিতে বিচার করে। তারা অন্ধভাবে আধুনিকতার দিকে ধাবিত হয় না, বরং তারা আল্লাহর কিতাব এবং নবীর সুন্নাহ- এর মানদণ্ডে এর সকল দিক পরীক্ষা করে।

অপরদিকে ওই ধরনের অসচেতন ধার্মিকদের একটি বড়ো অংশও রয়েছে, যারা ধর্মকে বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করে। তাদের কিছু পারিবারিক ঐতিহ্য আছে। পারিবারিক শালীনতা আছে। অনুসরণ করার মতো কিছু নৈতিকতা আছে। কিছু খারাপ ঐতিহ্য এড়িয়েও চলে। এগুলো তো সবই হুকুকুল ইবাদ। বাকি বিশ্বে যা কিছু ঘটছে, তা নিয়ে তারা বলে যে—'কী করব বলুন! দুনিয়া নতুন যুগে চলছে। সর্বোপরি আমাদের তো বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে নাকি! ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। সতর ও হিজাব হলো পুরোনো যুগের জিনিস, এখন যুগ এগিয়েছে। সুদ এড়ানো এবং শুধু হালাল উপার্জনের ওপর নির্ভর করা আর সম্ভব নয় ইত্যাদি।'

এদের মতে বেশির চেয়ে বেশি হলো—নামাজ পড়তে হবে, রোজা রাখতে হবে, হজ করতে হবে এবং কুরবানি দিতে হবে, গরিবদের জাকাতও দিতে হবে। আল্লাহর দীন এতটুকুই! আর কিছু না! তাদের কাছে এটা কোন ব্যাপারই না যে, ইবলিস আল্লাহর সামনে যে দাবি করেছিল, তা পূরণে সে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। তারা এটা জানার গরজ অনুভব করে না যে, ইবলিসের এজেন্ডা কী এবং এই এজেন্ডা বাস্তবায়নে কোন শক্তিগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে দিনরাত একাকার করে কাজ করে যাচ্ছে!

রাজনৈতিক স্তরে ধর্মনিরপেক্ষতা, অর্থনৈতিক স্তরে সুদপ্রথা এবং সামাজিক স্তরে অনৈতিকতা, নগ্নতা ও অশ্লীলতার সিস্টেম মানবতার ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। পৃথিবী শয়তানের এজেন্ডা বাস্তবায়নের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তারা কখনই এই জিনিসটিকে শয়তানের আক্রমণ মনে করে না অথবা যাকে আমরা দাজ্জালিয়ত বলে মনে করি, তার সাথে এ সকল কর্মকাণ্ডকে জুড়ে না। এই

যুদ্ধ পূর্ণ শক্তিতে চলছে। কিন্তু ট্র্যাজেডির বিষয় হলো, আমাদের জাতির অধিকাংশই এই সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ও অবগত নয়।

একইভাবে হিজবুল শয়তানের একটি লাইটার সংস্করণ রয়েছে, যারা বলে—'নিজে ভালো থাকো। এই দীন-ধর্ম বলতে কিছুই নেই। আখেরাতের কোন বাস্তবতা নেই। যা খুশি তাই দেখ, তাই খাও! কোন হালাল বা হারাম জিনিস নেই। আসল কথা হলো তুমি পছন্দ কর কি না। সপ্তাহে পাঁচ দিন পশুর মতো কাজ কর এবং সপ্তাহান্তে এক দিন বিলাসিতা কর। হ্যাঁ কিছু নৈতিকতা থাকা উচিত। একে অপরের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখ! মানবাধিকারের যত্ন নাও! পশুদের অধিকারেরও যত্ন নাও।'

পুরো পশ্চিম এই চিন্তাধারায় আকণ্ঠ ডুবে রয়েছে। তাদের জীবনের সাথে আল্লাহ ও তাঁর আইনের কোন সম্পর্ক নেই। পরকালের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। এই মানুষগুলো অবচেতনভাবে শয়তানের পথে যাচ্ছে। হিজবুশ শয়তানের অগ্রগামী এই তারাই, যারা সত্যিকার অর্থে শয়তানের ব্যবস্থাপনা এবং এজেন্ডা বাস্তবায়নে নিয়োজিত। তাদের কাজ হলো পৃথিবীতে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ওপর ভিত্তি করে তৈরি একটি ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়া। সুদখোর অর্থনীতির মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং এর মাধ্যমে বিশ্বের সকল মাল-সম্পদ ও উপকরণ কব্জা করা। নগ্নতা ও অশ্লীলতার মাধ্যমে মানুষকে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট করে তোলা। তাদেরকে সেই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, যার ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে—

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ

তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর।[১০৩]

১০৩. সূরা আরাফ : ১৭৯

ভালো ও মন্দের অনন্ত যুদ্ধ!

আদম আলাইহিস সালাম ও ইবলিসের মধ্যে ভালো ও মন্দের এই যুদ্ধ অনন্তকাল থেকে চলে আসছে। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইবলিস ও তার বাহিনীর আক্রমণের তীব্রতা অনুমান করতে পারে। যেমন ইতোপূর্বে পবিত্র কুরআনের আয়াতের উল্লেখ করে ইবলিসের দাবি, তার পদ্ধতি ও ইরাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আজ যদি আমরা আমাদের চারপাশে তাকাই, তাহলে আমরা দেখতে পারব যে, চতুর্দিক থেকে মানবজাতির ওপর, বিশেষ করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতের উপর ইবলিস তার আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। সে সফলভাবে তার সৈন্যবাহিনী ও অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। তার যুদ্ধক্ষেত্র ও প্রভাব-প্রতিপত্তি আরও অধিক বিস্তৃত করে যাচ্ছে। এর সবচে' বড় বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে—মানুষের মধ্যে খারাপের প্রতি আগের মত ঘৃণা ও বিদ্বেষ আর নেই। বেহায়াপনা, নগ্নতা ও অশ্লীলতা দিন দিন বাড়ছে। নারী-পুরুষ অবাধ মেলামেশা এখন স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। এর বিপরীত পরিবেশ আজনবি এবং অপরিচিত হয়ে গেছে।

অর্থনীতিতে সুদ ও সুদখোর শোষণের ব্যবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এর থেকে নিজেকে কেউই বাঁচাতে পারছে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস অনুযায়ী এখন সুদের 'দুখান' (ধুঁয়া) থেকে কেউ বাঁচতে পারছে না! রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতা দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে। খোদা ও শরিয়তকে শুধু রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন-ই করা হয়নি, বরং একটিকে অপরটির বিরোধীও করে দেওয়া হয়েছে। 'রাজনীতি আলাদা এবং ধর্ম আলাদা'- এই ধারণা অমুসলিমদের চেয়ে মুসলিম বিশ্বে বেশি শক্তি পেয়েছে। সংক্ষিপ্ত কথা হচ্ছে—ইবলিস তার নিরন্তর ও লাগাতার সংগ্রামে আজ দীন ও ধর্মকে সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।

কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বে ভালো ও মন্দের এই যুদ্ধের সবচে' বড় ক্ষেত্র হলো দাজ্জাল ও দাজ্জালি ফিতনা। এটি আমাদের মূল বিষয়। দাজ্জাল ও তার ফিতনা সম্পর্কে হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদম সৃষ্টির পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের চেয়ে বড় কোনো ফিতনা নেই। ব্যক্তি দাজ্জাল সম্পর্কে অনেক হাদিস রয়েছে। তার সম্পর্কে বিভিন্ন মতও রয়েছে। যেমন-দাজ্জাল কে? সে কোথা থেকে আত্মপ্রকাশ করবে? সে পৃথিবীতে কী করবে? ইত্যাদি। মনে রাখবেন! দাজ্জাল হবে আদম সন্তানদের মধ্য থেকে এমন একজন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা মানুষকে পরীক্ষা করার এমন কিছু ক্ষমতা দেবেন, যা সে ছাড়া আর কেউকে দেননি। তার গোমরাহির পথ অবলম্বন না করার জন্য মহানবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সতর্ক করেছেন। এ জন্য দাজ্জাল ও দাজ্জালিয়ত

সম্পর্কে আমাদের সচেতন হওয়া অত্যন্ত জরুরি। হজরত হুজাইফা ইবনে ইয়ামান রাদিআল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ফিতনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন, যাতে তিনি এর মধ্যে না পড়েন। ফিতনার মধ্যে দাজ্জাল হচ্ছে সবচে' বড়ো ফিতনা। হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারে খুবই চিন্তিত ছিলেন। এ কারণেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে উম্মতকে সতর্ক ও অবহিত করেছিলেন যে, দাজ্জালের সাথে অনেক বড় বড় ফিতনার প্রকাশ ঘটবে।

এখন আমাদের দেখতে হবে দাজ্জালের ফিতনার প্রভাব আজকের এই সময়ে কীভাবে এবং কোথায় পৌঁছেছে!? আমরা এগুলি সম্পর্কে কতটুকু অবগত আছি! আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে আজকের যুগে এসব হাদিসের বাস্তবায়িত হওয়ার রূপগুলো কী কী! প্রথমত, আমাদের জানতে হবে দাজ্জালের এজেন্ডা কী এবং এ বিষয়ে আমাদেরকে আগে থেকে পরীক্ষা করে দেখা উচিত এই এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য দুনিয়াজুড়ে কী কী করা হচ্ছে! দাজ্জালের শাসনের জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে!

দাজ্জালের খোদা দাবি করা!

দাজ্জাল দাবি করবে যে সে 'জগতের প্রতিপালক।' সে মানুষকে তার প্রতি ইমান আনতে বলবে। তাই হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি হাদিসে বলেছেন—

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلاَّ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ أَلاَ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

আনাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—এমন কোন নবি প্রেরিত হন নি যিনি তার উম্মাতকে এই কানা মিথ্যাবাদী সম্পর্কে সতর্ক করেননি। জেনে রেখ, সে কানা, আর তোমাদের রব কানা নন। আর তার দুই চোখের মাঝখানে কাফির كَافِرٌ শব্দটি লিপিবদ্ধ থাকবে। এ সম্পর্কে আবু হুরাইরাহ রাদিআল্লাহু আনহু ও ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।[১০৪]

দাজ্জালের খোদাদাবির ব্যাপারে আমি মনে করি যে, সাধারণভাবে আহলে কিতাব এবং বিশেষ করে আহলে কুরআন অর্থাৎ মুসলমানরা জানে ও বিশ্বাস করে যে, খোদা কখনই মানুষের রূপে আবির্ভূত হবেন না। খ্রিস্টানরা যিশুকে খোদার পুত্র বানায়, কিন্তু তারাও খোদাকে কোন দেহ দেয় না। তাহলে কি একজন মানুষের পক্ষে দুনিয়ার সামনে উপস্থিত হয়ে 'আমিই খোদা' বলে দাবি করা সম্ভব হবে!? বিশ্ব তাকে বিশ্বাস করবে ও মেনে নিবে!

এ ব্যাপারে দাজ্জালের এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মানবজাতি তিন ভাগে বিভক্ত হবে বলে আমি মনে করি—

- একটি দল সত্যিকার অর্থে তাকে খোদা হিসেবে গ্রহণ করবে।

এই মানসিকতা এবং বিশ্বাসের লোকেরা আজও রয়েছে। শয়তানের চার্চ আজও বিদ্যমান। একটি দল নিয়মিত শয়তানের উপাসনা করে। এর একজন যাজক আছে,

---

১০৪. সহিহ বুখারি, অধ্যায়: ফিতনাসমূহ, পরিচ্ছেদ: দাজ্জাল সম্পর্কিত আলোচনা। হাদিস : ৭১৩১, সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: ফিতনা সমূহ ও কিয়ামতের নিদর্শনাবলী, পরিচ্ছেদ: দাজ্জাল, তার পরিচয় এবং তার সাথে যা থাকবে তার বিবরণ, হাদিস : ৭০৯৭

যে তাদেরকে শয়তানের উপাসনা করায়। একটি বিশাল সমাজ আছে, যারা শুধুমাত্র শয়তানের পূজা করে। তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আছে। প্রকৃত অর্থে এই লোকেরাই 'হিজবুশ শয়তান।'

- দ্বিতীয় প্রকারের মানুষ তারা হবে, যারা দাজ্জালকে স্পষ্টভাবে চিনবে। তার কৌশল এড়িয়ে যাবে। তাকে খোদা হওয়ার দাবিকে প্রত্যাখ্যান করবে। তার বিরুদ্ধে ওঠে দাঁড়াবে।

এরাই সেইসব লোক যাদেরকে পবিত্র কুরআন 'হিজবুল্লাহ' বলে উল্লেখ করেছে। দাজ্জাল তাদের জন্য দুনিয়াকে কঠিন করে তুলবে।

হজরত হুজাইফা বিন ইয়ামান রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الدَّجَّالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى جُفَالُ الشَّعَرِ مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ " .

হুজাইফাহ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—দাজ্জালের বাম চোখ কানা হবে। তার দেহে ঘন পশম হবে। তার সাথে থাকবে জান্নাত ও জাহান্নামের চিত্র। প্রকৃতপক্ষে তার জাহান্নাম জান্নাত হবে এবং তার জান্নাত জাহান্নাম বলে গণ্য হবে।[১০৫]

অন্য হাদিসে তিনি বলেন—

اِنَّ مَعَ الدَّجَّالِ اِذَا خَرَجَ مَاءً وَنَارًا ‘فَاَمَّا الَّذِىْ يَرَى النَّاسُ اَنَّها النَّارُ فَمَاءٌ بَارِدٌ ‘وَاَمَّا الَّذِىْ يَرَى النَّاسُ اَنَّہٗ مَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ تُحْرِقُ ‘فَمَنْ اَدْرَكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِى الَّذِىْ يَرَى اَنَّها نَارٌ فَاِنَّہٗ عَذْبٌ بَارِدٌ

যখন দাজ্জাল বের হবে তখন তার সঙ্গে পানি ও আগুন থাকবে। অতঃপর মানুষ যাকে আগুনের মত দেখবে তা হবে মূলতঃ ঠান্ডা পানি। আর যাকে মানুষ ঠান্ডা পানির মত দেখবে, তা হবে আসলে দহনকারী অগ্নি। তখন তোমাদের মধ্যে যে তার দেখা পাবে, সে যেন অবশ্যই তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে

---

১০৫. সহিহ মুসলিম, অধ্যায়: বিভিন্ন ফিতনাহ ও কিয়ামতের লক্ষণসমূহ, পরিচ্ছেদ: দাজ্জাল এর বর্ণনা, তার পরিচয় এবং তার সাথে যা থাকবে, হাদিস : ২৯৩৪।

যাকে সে আগুনের মত দেখতে পাবে। কেননা, আসলে তা সুস্বাদু শীতল পানি।[১০৬]

অর্থাৎ সারা বিশ্বের ধন-সম্পদ তার হাতে থাকবে। সে যাকে ইচ্ছা খাবার দেবে, যাকে ইচ্ছা রিজিকের দরজা বন্ধ করে দেবে। দাজ্জালের প্রকৃত শত্রু তারাই হবে যারা দাজ্জালের হুকুম অমান্য করবে এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এই লোকেরা হযরত মাহদী এবং তারপর ইসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে একত্রে যুদ্ধ করবে।

- আমি যে তৃতীয় প্রকারের লোকদের বর্ণনা করছি, দুঃখজনকভাবে, তারাই অধিকাংশ হবে। তারাই দাজ্জালের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আসল কথা হলো, নিজেকে খোদা বলে দাজ্জাল কী পাবে! হ্যাঁ, সে খুশি হবে যে লোকেরা তার ব্যবস্থার অধীনে থাকা মেনে নিয়েছে।

নিজের অন্তরের প্রতি তাকান আর ভাবুন দাজ্জালের ব্যবস্থা কয়জন মেনে নেবে কতজন? দাজ্জালের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থার কাছে কতজন আত্মসমর্পণ করবে? খোদা হওয়ার দাবি ফেরাউনও করেছিল। সে হজরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর সামনে যুক্তি পেশ করেছিল যে, এই মিসর দেশ কি আমার নয়? এই নদীগুলো কি আমার অধীনে প্রবাহিত হয় না! ফেরাউন তার কাছে মাথা নত করার বা তাকে পূজা করার দাবি করেনি! বরং সে তার সরকার ব্যবস্থাকে স্বীকার করাতে চেয়েছিল।

প্রশ্ন হলো আমাদের কারো কি দাজ্জালের ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে!? এবং এই ব্যবস্থাকে এড়িয়ে যাওয়ার রূপরেখা কী হবে? কেউ কি ভেবে দেখেছেন আজ আমরা কোন ব্যবস্থার অধীনে বাস করছি? এটা কি আল্লাহর ব্যবস্থা নাকি অন্য কারো? দাজ্জাল এখনো আবির্ভূত হয়নি, তাতেই আমাদের এই অবস্থা। যখন সে আবির্ভূত হবে তখন কি হবে? আর তাকে এড়িয়ে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো কত কঠিন হবে! আজ কি আমরা আল্লাহ-বিরোধী ব্যবস্থায় বসবাস করছি না? এই সময়ে বিশ্বে যে বাতিল অথবা দাজ্জালি ব্যবস্থা চালু আছে, সেই ব্যবস্থার অধীনে সন্তুষ্ট ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন করা কি তাকে খোদা বলে মেনে নেওয়ার সমতুল্য নয়? তানজিমের প্রতিষ্ঠাতা ড. ইসরার আহমদ রহ. বলতেন—'মিথ্যা ব্যবস্থার অধীনে বিকাশ লাভ করা, বেড়ে ওঠা ও ওঠানো হারাম।'

---

১০৬. সহিহ বুখারি, অধ্যায়: আম্বিয়া কিরাম আলাইহিমুস সালামদের বানীসমূহ, পরিচ্ছেদ: বনী ইসরাইল সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে। হাদিস : ৩৪৫০

যদিও তিনি আইনশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি বলেননি। তবে নৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একেবারে সঠিক কথা। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُۥ هَوٰىهُ

আপনি কি তাকে দেখেন না, যে তারা প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে?[১০৭]

কুরআনের মতে—নফসের খাহেশাতের অনুসরণ করাও গাইরুল্লাহকে একপ্রকার মাবুদ বানানোর নামান্তর। নফসের খাহেশাতের দাবি এটা নয় যে, একজন ব্যক্তি তার কাছে মাথা নত করবে। বরং সে চায় তার অনুসরণ করার ক্ষেত্রে কোনটি জায়েজ, কোনটি নাজায়েজ, কোনটি বৈধ, কোনটি অবৈধ, কোনটি হালাল এবং কোনটি হারাম-এর মধ্যে কোন পার্থক্য করা উচিত নয়। একইভাবে যারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আধুনিক উন্নয়নকে আশীর্বাদ ও নেয়ামত হিসেবে গ্রহণ করবে, এবং এর বিরুদ্ধে ওঠে দাঁড়াবে না, তাদের সঙ্গে দাজ্জালের কোন সমস্যা হবে না।

১০৭.সুরা ফুরকান : ৪৩

দাজ্জালের প্রযুক্তি ব্যবহার!

প্রযুক্তির সাথে দাজ্জালের সম্পর্ক প্রকাশের আগে আমরা মুসলিম শরীফের একটি বড় হাদিস পেশ করছি। এই হাদিস ও তৎসংশ্লিষ্ট আলোচনা পড়লে প্রযুক্তির সাথে দাজ্জালের সম্পর্ক কেমন, তা বুঝতে সহজ হবে ইনশা আল্লাহ —

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ، قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا فَقَالَ " مَا شَأْنُكُمْ " . قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ غَدَاةً فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ . فَقَالَ " غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِئَةٌ كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْمِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شِمَالاً يَا عِبَادَ اللَّهِ فَاثْبُتُوا " . قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا لَبْثُهُ فِي الأَرْضِ قَالَ " أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ " . قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلاَةُ يَوْمٍ قَالَ " لاَ اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ " . قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الأَرْضِ قَالَ " كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًا وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَىْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كُنُوزَكِ . فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ

إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلاَّ مَاتَ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ

নাওওয়াস ইবনু সাম'আন রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন—একদা সকালে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। আলোচনার সময় তিনি তার ব্যক্তিত্বকে তুচ্ছ করে তুলে ধরেন। পরে অনেক গুরুত্ব সহকারে উপস্থিত করেন যাতে তাকে আমরা ঐ বৃক্ষরাজির নির্দিষ্ট এলাকায় (আবাসস্থল সম্পর্কে) ধারণা করতে লাগলাম। এরপর আমরা সন্ধ্যায় আবার তার কাছে গেলাম।

তিনি আমাদের মধ্যে এর প্রভাব দেখতে পেয়ে বললেন—তোমাদের ব্যাপার কি?

আমরা বললাম—হে আল্লাহর রাসুল! আপনি সকালে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং এতে আপনি কখনো ব্যক্তিত্বকে তুচ্ছ করে তুলে ধরেছেন, আবার কখনো তার ব্যক্তিত্বকে বড় করে তুলে ধরেছেন। ফলে আমরা মনে করেছি যে, দাজ্জাল বুঝি এ বাগানের মধ্যেই বিদ্যমান।

এ কথা শুনে তিনি বললেন—দাজ্জাল নয়, বরং তোমাদের ব্যাপারে অন্য কিছুর আমি অধিক ভয় করছি। তবে শোন, আমি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যদি দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ হয় তবে আমি নিজেই তাকে প্রতিহত করব। তোমাদের প্রয়োজন হবে না। আর যদি আমি তোমাদের মাঝে না থাকাবস্থায় দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ হয়, তবে প্রত্যেক মুমিন লোক নিজের পক্ষ হতে তাকে প্রতিহত করবে। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আল্লাহ তাআলাই হলেন আমার পক্ষ হতে তত্ত্বাবধানকারী।

দাজ্জাল যুবক এবং ঘন চুলবিশিষ্ট হবে, চোখ আঙ্গুরের ন্যায় হবে। আমি তাকে কাফির আবদুল উজ্জা ইবনু কাতান এর মতো মনে করছি। তোমাদের যে কেউ দাজ্জালের সময়কাল পাবে সে যেন সুরা কাহাফের প্রথমোক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করে। সে ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যপথ হতে আবির্ভূত হবে। সে ডানে-বামে দুর্যোগ সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা অটল থাকবে।

আমরা প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সে পৃথিবীতে কয়দিন অবস্থান করবে?

উত্তরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—চল্লিশ দিন পর্যন্ত। এর প্রথম দিনটি এক বছরের সমান, দ্বিতীয় দিন এক মাসের সমান এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। অবশিষ্ট দিনগুলো তোমাদের দিনসমূহের মতই হবে।

আমরা প্রশ্ন করলাম—হে আল্লাহর রাসুল! যেদিন এক বছরের সমান হবে, সেটাতে এক দিনের সালাতই কি আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে?

উত্তরে তিনি বললেন—না, বরং তোমরা এদিন হিসাব করে তোমাদের দিনের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নিবে।

আমরা বললাম—হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! দুনিয়াতে দাজ্জালের অগ্রসরতা কি রকম বৃদ্ধি পাবে?

তিনি বললেন—বাতাসের প্রবাহ মেঘমালাকে যে রকম হাকিয়ে নিয়ে যায়। সে এক কাওমের কাছে এসে তাদেরকে কুফুরীর দিকে ডাকবে। তারা তার উপর ইমান আনবে এবং তার আহ্বানে সাড়া দিবে। অতঃপর সে আকাশমণ্ডলীকে আদেশ করবে। আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং ভূমিকে নির্দেশ দিবে, ফলে ভূমি গাছ-পালা ও শস্য উৎপন্ন করবে। তারপর সন্ধ্যায় তাদের গবাদি পশুগুলো পূর্বের চেয়ে বেশি লম্বা কুজ, প্রশস্ত স্তন এবং পেটভর্তি অবস্থায় তাদের কাছে ফিরে আসবে।

তারপর দাজ্জাল অপর এক কাওমেরর কাছে আসবে এবং তাদেরকে কুফুরির প্রতি ডাকবে। তারা তার কথাকে উপেক্ষা করবে। ফলে সে তাদের নিকট হতে প্রত্যাবর্তন করবে। অমনি তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ ও পানির অনটন দেখা দিবে এবং তাদের হাতে তাদের ধন-সম্পদ কিছুই থাকবে না। তখন দাজ্জাল এক পতিত স্থান অতিক্রমকালে সেটাকে সম্বোধন করে বলবে, তুমি তোমার গুপ্তধন বের করে দাও। তখন জমিনের ধন-ভাণ্ডার বের হয়ে তার চতুষ্পার্শে একত্রিত হতে থাকবে, যেমন মধু মক্ষিকা তাদের সর্দারের চারপাশে সমবেত হয়।

অতঃপর দাজ্জাল এক যুবক ব্যক্তিকে ডেকে আনবে এবং তাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করে তীরের লক্ষ্যস্থলের ন্যায় দুটুকরো করে ফেলবে। তারপর সে আবার তাকে আহবান করবে। যুবক আলোকময় হাস্যোজ্জল চেহারায় তার সম্মুখে এগিয়ে আসবে।

এ সময় আল্লাহ রববুল আলামীন ইসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করবেন। তিনি দু-ফেরেশতার কাঁধের ওপর ভর করে ওয়ারস ও জাফরান রং এর জোড়া কাপড় পরিহিত অবস্থায় দামেশক নগরীর পূর্ব দিকের উজ্জ্বল মিনারে অবতরণ করবেন। যখন তিনি তার মাথা ঝুঁকবেন তখন ফোটা ফোটা ঘাম তার শরীর থেকে গড়িয়ে পড়বে। তিনি যে কোন কফিরের কাছে যাবেন সে তার শ্বাসের বাতাসে ধ্বংস

হয়ে যাবে। তার দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত যাবে তাঁর শ্বাসও ততদূর পর্যন্ত পৌঁছবে। তিনি দাজ্জালকে সন্ধান করতে থাকবেন। অবশেষে তাকে বাবে লুদ নামক স্থানে গিয়ে পাকড়াও করবেন এবং তাকে হত্যা করবেন।[১০৮]

উপরোক্ত হাদিস থেকে আমরা দাজ্জাল ও তার ক্ষমতা সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারি—

এক. দাজ্জাল বা দাজ্জালের বাহন অনেক দ্রুতগামী হবে।

যেমন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'দাজ্জালের গতি কেমন হবে?' প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন—'বাতাসের প্রবাহ মেঘমালাকে যে রকম হাকিয়ে নিয়ে যায়'। এর অর্থ হলো সে পৃথিবীর প্রতিটি অংশে, প্রতিটি ভূখণ্ডে খুব দ্রুতগতিতে পৌঁছে যাবে।

একইভাবে অন্য হাদিসে আছে—দাজ্জাল গাধার পিঠে চড়বে এবং তার কানের মধ্যে চল্লিশ হাতের দূরত্ব থাকবে।

অনুরূপভাবে এ কথাও বর্ণনায় এসেছে যে—'তার গাধার এক কদম থেকে আরেক কদমের মধ্যে দিন ও রাতের দূরত্ব থাকবে'।

আজ বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এবং প্রযুক্তির সাথে সাথে এটি কেবল সম্ভবই নয়, বরং এমনটি ঘটছে। বর্তমানে দ্রুত থেকে দ্রুতগামী ভ্রমণের যানবাহন তৈরি হচ্ছে।

দাজ্জালের কথা সবাই শুনতে পাবে। সে এমন আওয়াজ দেবে, যা প্রাচ্য ও পশ্চিমের সবাই শুনতে পাবে। আজ এটি বোঝা এত সহজ হয়ে গেছে যে, একজন সাধারণ মানুষও প্রযুক্তির বদৌলতে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সারা বিশ্বের কাছে তার বার্তা পৌঁছে দিতে পারছে। লাইভ বক্তৃতা, মিটিং, সংবাদ ইত্যাদি সারা বিশ্ব দেখছে। এই ক্ষেত্রে প্রযুক্তি আরও বিকাশ করছে। এবং এমন একটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা সম্ভব, যার মাধ্যমে সারা বিশ্বের মানুষ ফোন বা স্মার্ট ডিভাইসের সাহায্য ছাড়াই তার কণ্ঠস্বর শুনতে পারবে এবং সেই কণ্ঠ সর্বত্র পৌঁছে যাবে। আগামী দশ বছরে এটি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা দৃষ্টি গোচর হচ্ছে।

দুই. সকল দেশ-ভূখণ্ড দাজ্জালের অধীন হয়ে যাবে।

---

১০৮. সহিহ মুসলিম, অধ্যায়: বিভিন্ন ফিতনাহ ও কিয়ামতের লক্ষনসমূহ পরিচ্ছেদ: দাজ্জাল এর বর্ণনা, তার পরিচয় এবং তার সাথে যা থাকবে, হাদিস : ৭২৬৩

দাজ্জাল ওই সকল লোকদের ধন-সম্পদ কেড়ে নেবে, যারা তাকে বিশ্বাস করবে না। আর যারা তাকে বিশ্বাস করবে, সে তাদেরকে পার্থিব ধন-সম্পদ দান করবে। তিরমিজি শরিফের একটি হাদিসেও উপরোক্ত আলোচনা এসেছে।

আরেকটি বর্ণনায় এটিও এসেছে যে, দাজ্জাল কোন একটি অঞ্চল অতিক্রম করবে এবং সে অঞ্চলের লোকেরা তাকে প্রত্যাখ্যান করবে। ফলস্বরূপ তাদের কোন পশু-প্রাণিও অবশিষ্ট থাকবে না। সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।

তিন. দাজ্জাল আগুন, পানি, বাতাস প্রভৃতি সকল জীবনদানকারী সম্পদের অধিকারী হবে।

দাজ্জাল এগুলোকে নিয়ন্ত্রণকারী হবে। উপরোক্ত হাদিসটি ছাড়াও ইমাম হাম্বল ইবনে ইসহাক রহ.-এর 'কিতাবিল ফিতান-এর বর্ণনা থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়—

'কোন অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাবে, যেখানে লোকেরা তাকে সত্যায়ন করবে। এর ফলে সে আকাশকে নির্দেশ দিবে, আর আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করতে শুরু করবে। সে যদি পৃথিবীকে আদেশ করে তবে এটি ফসল ফলাতে শুরু করবে। যারা তার ওপর ঈমান এনেছে তাদের গবাদিপশু সন্ধ্যাবেলা পূর্বের চেয়ে বড়ো ও মোটা হবে, তাদের উদর পূর্ণ হবে এবং তাদের স্তন দুধে ভরা হবে।'

চার. সকল নদ-নদী ও পানির উপর দাজ্জালের নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

দাজ্জালের কাছে থাকবে রুটির পাহাড় এবং পানির নদী। সে এসবের জন্য তো খুবই অপদস্ত ও লাঞ্ছিত, কিন্তু আল্লাহ তাকে তা করার অনুমতি দেবেন। বুখারি শরিফের এই হাদিস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়—

حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ مَا سَأَلَ أَحَدٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مَا سَأَلْتُهُ وَإِنَّهُ قَالَ لِي مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ قُلْتُ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهَرَ مَاءٍ قَالَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ.

মুগিরাহ ইবনু শু'বাহ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন—আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দাজ্জালের ব্যাপারে যত বেশি প্রশ্ন করতাম তত আর কেউ করেনি।

তিনি আমাকে বললেন—তা থেকে তোমার কি ক্ষতি হবে?

আমি বললাম—লোকেরা বলে যে, তার সঙ্গে রুটির পর্বত ও পানির নহর থাকবে।

তিনি বললেন—আল্লাহর নিকট তা খুব সহজ।[১০৯]

এর অর্থ হলো তার কাছে প্রচুর পরিমাণে খাবার এবং পানি থাকবে। আল্লাহ তাকে এই জিনিসগুলো দেবেন, যাতে তিনি পরীক্ষা করতে পারেন—কে আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে এবং কে দাজ্জালের উপর ঈমান আনে!

আপনারা ইতোমধ্যে দেখেছেন! আজ প্রযুক্তির সাহায্যে বৃষ্টিও তৈরি হয়েছে। যেখানে বৃষ্টি নেই সেখানে বৃষ্টি হয়, আর যেখানে থাকা উচিত সেখানে দুর্ভিক্ষ তৈরি হতে পারে। আজ অনুর্বর জমিতে সবুজ ফসল হচ্ছে। এই প্রযুক্তির সুবাদে সৌদি আরবও একটি সবুজ দেশের স্বপ্ন দেখছে। যদিও দাজ্জাল এখনও আবির্ভূত হয়নি, কিন্তু আপনি যদি পিছনে ফিরে তাকান, তবে আপনি জানতে পারবেন কোন কোন সরকার পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের নিয়ন্ত্রণ করছে? কার হাতে এই সকল সরকারের লাগাম রয়েছে!? তারা কত দ্রুত পৃথিবীর সকল সম্পদ গ্রাস করছে!

এই সকল সরকার-ই তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলো বিশেষ করে পাকিস্তানকে সাহায্যের নামে ঋণ দেয়। এই ঋণের পাশাপাশি এরা আমাদের দেশে নিজস্ব এজেন্ডা নিয়ে আসে। এই এজেন্ডায় মানবাধিকারের নামে অনৈতিকতা, নারী-পুরুষ অবাধ স্বাধীনতা, পরিবার ব্যবস্থার ধ্বংস করা, সুদ প্রথার প্রসার, ইসলাম ও ইসলামপন্থী মানুষ এবং দলগুলোকে পরস্পর বিবাদে লিপ্ত করানো ও পাকিস্তানকে দুর্বল করা ইত্যাদি কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত। জেনে রাখুন! এই সাহায্য বা ঋণ কারো ভালো বা সদিচ্ছার জন্য দেওয়া হয় না, বরং শয়তানের এজেন্ডা পূরণের জন্য দেয়া হয়।

পাঁচ. দাজ্জাল মৃতকে জীবিত দেখাবে।

বিষয়টি মুসনাদে আহমাদের এই হাদিসেও এসেছে—

দাজ্জাল অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করবে এবং মৃতকে জীবিত করবে।[১১০]

এছাড়াও আরেকটি হাদিসে এসেছে—

وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَقُولَ لأَعْرَابِيٍّ أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتُ لَكَ أَبَاكَ وَأُمَّكَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَبُّكَ فَيَقُولُ نَعَمْ . فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِي صُورَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَقُولاَنِ يَا بُنَيَّ اتَّبِعْهُ فَإِنَّهُ رَبُّكَ .

---

১০৯. সহিহ বুখারি, অধ্যায়: ফিতনাসমূহ, পরিচ্ছেদ: দাজ্জাল সম্পর্কিত আলোচনা। হাদিস : ৭১২২
১১০. মুসনাদু আহমাদ : ২০১৫১

সে একজন বেদুইনকে বলবে—আমি যদি তোমার জন্য তোমার পিতা-মাতাকে জীবিত করি তবে তুমি কি করবে? তুমি কি সাক্ষ্য দেবে যে আমিই তোমার খোদা?

বেদুইন বলবে—হ্যাঁ!

অতএব, এই বেদুইনটির মা ও পিতার রূপে দুই শয়তান তার সামনে আসবে এবং বলবে—হে আমাদের ছেলে! তার হুকুম মান্য কর, ইনিই তোমাদের খোদা।[১১১]

আজ চিকিৎসা বিজ্ঞান এতটাই এগিয়েছে যে ক্লোনিং এবং অঙ্গ প্রতিস্থাপন এখন পুরানো বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়। প্রযুক্তির ব্যবহার চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। ডিএনএ স্ক্যানিং এবং টেস্টিং এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তির ত্রুটি এবং গুণাবলী মূল্যায়ন করা যেতে পারে। ভবিষ্যত অসুস্থতার পূর্বাভাস দেয়া যেতে পারে। কিডনি ইমপ্লান্ট ও লিভার ইমপ্লান্টের পর এ বিষয়টি হার্ট ইমপ্লান্ট পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কেটে ফেলা অঙ্গ প্রতিস্থাপনও করা হচ্ছে। তাই নিশ্চিতভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যে, দাজ্জালের আবির্ভাবের আগে চিকিৎসা প্রযুক্তি সত্যিই এতটা এগিয়ে থাকবে যে, রোগ ও নিরাময় অনেকাংশে প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পরবে।

রাসায়নিক কেমিক্যাল আসল খাবারের জায়গায় প্রতিস্থাপিত হবে। এটি বর্তমানেও ঘটছে, বিশেষ করে জাঙ্ক ফুড, যাতে আমরা খাবারের মত স্বাদযুক্ত বিভিন্ন রাসায়নিক গ্রহণ করছি। এর সবচে' সহজ এবং আসান উদাহরণ হলো জুস। প্যাকেট বা বক্সের গায়ে তো ফলের ছবি থাকে, কিন্তু ভিতরে পানি রয়েছে এবং স্বাদযুক্ত রাসায়নিক এবং ভিটামিন কেমিক্যাল ছাড়া আর কিছুই নয়।

মৃতকে জীবিত করার ব্যাপারে মুসলিমদের আকিদা-বিশ্বাস হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার হুকুম ও অনুমতি ছাড়া মৃতকে জীবিত করা সম্ভব নয়। নবিদের মধ্যে স্রেফ এই অলৌকিক মোজেজা ইসা আলাইহিস সালামকে দান করা হয়েছিল। দাজ্জাল এবং তার অনুচরেরা এই বিষয়ে শয়তানি শক্তি ব্যবহার করবে, যার সাথে শয়তান, জিন এবং যাদুর ব্যবহার জড়িত থাকবে। মনে রাখবেন! এই সময়ে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি শয়তানি ও ইবলিসি শক্তির পূর্ণ ব্যবহার করছে। বিশেষ করে ইহুদিরা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং তাদের আচার-অনুষ্ঠানে 'কাব্বালা'-এর একটি প্রামাণিক মর্যাদা রয়েছে। নির্দিষ্ট সংখ্যা, চিহ্ন এবং ইশারা কাব্বালার আচার-অনুস্থান এবং জাদুতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাব্বালা সাধারণভাবে যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়, তবে এর

১১১.সুনানু ইবনি মাজাহ, অধ্যায়: ফিতনাসমূহ, পরিচ্ছেদ: দাজ্জালের ফিতনা, ইসা ইবনে মরিয়ম আলাইহিস সালামের অবতরণ এবং ইয়াজুজ-মাজুজের আত্মপ্রকাশ, হাদিস : ৪০৭৭

ধ্বংসযজ্ঞ বিশ্বজুড়ে যে প্রভাব সৃষ্টি করেছে, তার সাথে পরিচিত হওয়া জরুরি। জাদু এবং এই জাতীয় আমলের মাধ্যমে লক্ষ্য এবং সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে বনি ইসরাইল সর্বদা শীর্ষস্থানে ছিল। ইতিহাসে এরাই সেই জাতি, যারা সবচে' বেশি জাদুর মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করেছে এবং এর শক্তির ওপর একিন রেখেছে।

বনি ইসরাইল যতদিন ফিলিস্তিনে বসবাস করেছিল, ততদিন তারা এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিল। হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন মিশরের শাসক হন, তখন নিজ জাতিকে ফিলিস্তিন থেকে মিসরে ডেকে পাঠান। মিশরে বসবাসকালে ফেরাউনরা সুউচ্চ দালান ও পিরামিড নির্মাণে তাদেরকে দিয়ে বেগার খাটাত। তাদেরকে চরম দারিদ্র্যের জীবন যাপন করতে বাধ্য করত। সেখানে তাদের ওপর নিপীড়নের পাহাড় ভেঙে পড়েছিল। এ সময় তাদের সঙ্গে দুটি মহাদুর্ঘটনাও ঘটে—

- একদিকে তারা খোদা বলে দাবিকারী ফেরাউনদের দেখে চরম ভীত হয়ে ওঠে।
- দ্বিতীয়ত, তারা মিশরের সেই সময়ের সবচে' বিশেষজ্ঞ জাদুকরদের কাছ থেকে কালো জ্ঞান ও জাদু শেখার সুযোগ পায়।

ইতিহাসের এই যুগে মিশর এই শিল্পে সমগ্র বিশ্বে অনন্য ছিল। তখন মিশর ছিল জাদুবিদ্যার প্রাণকেন্দ্র। এই জাদুকররা এর মাধ্যমে ফেরাউনদের জন্য অবিশ্বাস্য সব কর্মকাণ্ড সম্পাদন করত। এই জাদুকররা কাব্বালা জাদুতে বিশেষজ্ঞ ছিল, যা জাদুর সবচে' ভয়ঙ্কর রূপ। এতে জাদুর অনুশীলনকারীরা শয়তানের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে থাকে। শয়তান সাফল্যের জন্য নতুন নতুন রহস্য ও কৌশল শেখায়। এমন সব বিষয় সম্পর্কে বলে, যা সাধারণ মানুষ জানে না। তারা শয়তানের সাহায্যে জাদুর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানব-বুদ্ধিকে হতভম্বকারী বিভিন্ন জিনিস উদ্ভাবন করত এবং তা থেকে উপকৃত হতো । তাই সে সময়ের মিশরীয় রাজাদের স্থাপত্য দেখে আজও মানুষ মুগ্ধ হয়ে যায়। তারা মমিতে চিকিৎসার দৃষ্টিকোণ থেকে এমন রাসায়নিক ও ওষুধ ব্যবহার করেছিল, যার ফলে হাজার বছর পেরিয়ে গেলেও তাদের মৃতদেহ নষ্ট হচ্ছে না।

মুসা আলাইহিস সালাম যখন বনি ইসরাইলকে নিয়ে ফিলিস্তিনে ফিরে আসেন, তখন এ জাতি আর আগের মত ছিল না। ফেরাউনদের মত ফেরাউনি কর্মকাণ্ড এবং শয়তানি বৈশিষ্ট্য ও জ্ঞান তাদের মধ্যে স্থাপিত গিয়েছিল। এ জাতির বহু মানুষ জাদু ও শয়তানি কাজে পারদর্শী হয়ে ওঠেছিল। এখন তারা এই জ্ঞান দিয়ে তাদের শত্রুদের ক্ষতি করতে লাগল। এই লোকেরা আরও বিশ্বাস করত যে, হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম যেই শক্তির অধিকারী ছিলেন, যার কারণে তিনি জিনদের নিয়ন্ত্রণ করতেন, সেটিও কাব্বালা জাদুশক্তি ছিল। নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক!

কাব্বালা জাদু ইহুদিদের মধ্যে খুব ব্যাপকভাবে প্রচলিত। তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা এই মতবাদের ওপর পুরো জীবন অতিবাহিত করে দেয়। ইসলামে সুফিবাদের মতো ইহুদি ধর্মে কাব্বালা জাদুর সমমর্যাদা রয়েছে। সেই শুরু থেকেই ইহুদিরা জাদুচর্চা অব্যাহতভাবে করে আসছে। হজরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের পর বনি ইসরাইল কাব্বালাকে আধ্যাত্মিকতার মর্যাদা দেয়। জাদুর বইগুলো এতই পবিত্র স্থান লাভ করে যে, সেগুলা হায়কলে সুলায়মানীতে রাখতে শুরু করে। অতঃপর এ জাতির উপর খোদায়ী শাস্তির কশাঘাত পড়তে থাকে। হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম কর্তৃক নির্মিত মন্দিরটি প্রথমে বখত নসরের হাতে এবং পরে টাইটাস রুমির হাতে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। ইহুদিরা জেরুজালেম ছেড়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। হায়কলে সুলাইমানির ধ্বংসের সাথে সাথে কাব্বালা জাদুর বইগুলাও ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে যায়।

১১১৮ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপের যুবকরা জেরুজালেমে একটি সশস্ত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে, যা ইতিহাসে 'নাইট টেম্পলার' নামে পরিচিতি লাভ করে। এই সংগঠনটি এমন যোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত, যারা জেরুজালেমে তীর্থযাত্রায় খ্রিস্টানদের আগমন-পথকে নিরপাদ করতে কাজ করছিল। কিন্তু তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল হায়কলে সুলাইমানির ধ্বংসাবশেষ খনন করা এবং জাদুর বইগুলি উদ্ধার করা। এই যুবকরাও কাব্বালা জাদুবিদ্যার ছাত্র ছিল। তারা হায়কলে সুলাইমানির ধ্বংসাবশেষ থেকে কাব্বালার বই এবং স্ক্রোলগুলি খুঁজে পেতে এবং কালো জাদু শিখে অসাধারণ ক্ষমতা অর্জন করতে চেয়েছিল। তাদের এখনও এই ধারণা রয়েছে যে, এই জাদু ব্যবহার করে তারা নিজেদের বিশ্ব শাসনের স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে।

এই সকল বিবরণ দেয়ার উদ্দেশ্য হলো এটা জানানো যে, দাজ্জাল ও তার দোসরদের পক্ষে একজন মৃত ব্যক্তিকে দৃশ্যত জীবিত করা অসম্ভব হবে না। এর জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞান, ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং সর্বোপরি ম্যাজিক ব্যবহার করা হবে। এমন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে যেখানে একজন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত বলে মনে হবে, কিন্তু সেই সময় সেই ব্যক্তির মধ্যে ইবলিসি শক্তিগুলি দ্রবীভূত হয়ে তাকে সক্রিয় করে তুলবে। প্রসঙ্গত জেনে রাখা উচিত যে, বর্তমানে প্রযুক্তিও এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, যেখানে কোনও ব্যক্তির আকৃতি ফাইভ ডি (৫D) এবং হলোগ্রাম[১১২] প্রযুক্তির মাধ্যমে

---

১১২ .হলোগ্রাম পরিচিতি—
হলোগ্রাম হলো একটি ত্রিমাত্রিক (৩D) চিত্র যা আলোর ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। হলোগ্রাম তৈরির জন্য, একটি বস্তুকে একটি লেজার দিয়ে আলোকিত করা হয়। এই আলোটি বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়ে একটি হলোগ্রাম প্লেটে পড়ে। হলোগ্রাম প্লেট হলো একটি বিশেষ ধরনের প্লাস্টিক যা আলোকে বিভক্ত করতে পারে। আলোর বিভক্ত অংশগুলি একটি ত্রিমাত্রিক চিত্র তৈরি করে যাকে হলোগ্রাম বলা হয়।

খুব বাস্তব আকৃতিতে বের করে আনা যায়। আর্টিফিশিয়াল টেকনোলোজি বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা[১১৩] প্রযুক্তির সাহায্যে হিউম্যানয়েড আকৃতি আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে

হলোগ্রামের ইতিহাস—
হলোগ্রাম প্রযুক্তিটি প্রথম আবিষ্কার করেন জর্জ গামভ এবং ড্যানিয়েল এমলি। তারা ১৯৬০ সালে এই প্রযুক্তি আবিষ্কার করেন। হলোগ্রাম প্রযুক্তিটি প্রথমে সামরিক কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে বর্তমানে হলোগ্রাম প্রযুক্তিটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে, যেমন শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন ইত্যাদি।

হলোগ্রামের ব্যবহার—
হলোগ্রাম প্রযুক্তি শিক্ষায় ব্যবহার করা হয় শিক্ষার্থীদেরকে ত্রিমাত্রিকভাবে বস্তুগুলি দেখানোর জন্য। এটি শিক্ষার্থীদেরকে বস্তুগুলিকে আরও ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করে। হলোগ্রাম প্রযুক্তি অস্ত্রোপচারের সময় রোগীদেরকে ত্রিমাত্রিকভাবে অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলি দেখানোর জন্য চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। এটি রোগীদেরকে অস্ত্রোপচারের ঝুঁকি সম্পর্কে আরও ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করে। হলোগ্রাম প্রযুক্তি বিনোদনমূলক উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, হলোগ্রাম প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৩D সিনেমা দেখানো হয়।
হলোগ্রাম প্রযুক্তি একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি যা আমাদের জীবনকে অনেকভাবেই পরিবর্তন করছে। তবে হলোগ্রাম প্রযুক্তির কিছু ক্ষতিকর দিকও রয়েছে। হলোগ্রাম প্রযুক্তির ক্ষতিকর দিকগুলি হলো—

- এক. ভুল তথ্য ছড়ানো: হলোগ্রাম প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভুল তথ্য ছড়ানো যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি হলোগ্রাম তৈরি করে দেখানো যেতে পারে যে কেউ কিছু বলেছে বা করেছে, যা আসলে সে করেনি। এটি মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে এবং সমাজকে অস্থির করে তুলতে পারে।
- দুই. অপব্যবহার: হলোগ্রাম প্রযুক্তি অপব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি হলোগ্রাম তৈরি করে দেখানো যেতে পারে যে কেউ কিছু করছে, যা আসলে সে করছে না। এটি মানুষকে প্রতারিত করতে পারে এবং তাদের ক্ষতি করতে পারে।
- তিন. স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি: হলোগ্রামের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, হলোগ্রাম থেকে নির্গত আলো মানুষের চোখের ক্ষতি করতে পারে। এছাড়াও, হলোগ্রাম থেকে নির্গত শব্দ মানুষের শ্রবণশক্তির ক্ষতি করতে পারে।

আমাদেরকে হলোগ্রাম প্রযুক্তির ক্ষতিকর দিকগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং এগুলি থেকে বাঁচতে পদক্ষেপ নিতে হবে।
(এই পাদটীকাটি গুগলের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স 'বার্ড' -এর সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে। কিছু জায়গায় ঈষৎ পরিবর্তনও করা হয়েছে। এর দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই প্রযুক্তি কত শক্তিশালী হচ্ছে ও দাজ্জালি শক্তি এর মাধ্যমে কী ভয়াবহ ভেলকিবাজি দেখাতে পারে, তা বুঝতে সহজ হয়। —অনুবাদক)

১১৩ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) পরিচিতি—
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) হলো কম্পিউটার বিজ্ঞানের একটি শাখা। এটি এমন সিস্টেম তৈরি করে, যা মানুষের বুদ্ধিমত্তার অনুকরণ করতে পারে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) এর লক্ষ্য হলো এমন সিস্টেম তৈরি করা, যা মানুষের মতো শিখতে, চিন্তা করতে এবং কাজ করতে পারে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ইতিহাস—
আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) এর ইতিহাস দীর্ঘ এবং বৈচিত্র্যময়। এর বিকাশের প্রাথমিক কাজ ১৯৪০ এবং ১৯৫০ এর দশকে শুরু হয়েছিল। এই সময়ে, বিজ্ঞানীরা এমন কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরি করার চেষ্টা করছিলেন, যা মানুষের মতো যুক্তি করতে পারে। ১৯৬০ এর দশকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) এর

গবেষণায় একটি বড় অগ্রগতি হয়। এই দশকে বিজ্ঞানীরা এমন কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরি করতে সক্ষম হন, যা গেম খেলতে এবং ভাষা অনুবাদ করতে পারে।

১৯৭০ এবং ১৯৮০ এর দশকে এর গবেষণায় কিছুটা মন্দা দেখা দেয়। তবে ১৯৯০ এর দশকে এর গবেষণায় আবার একটি বড় ধরণের উন্নতি ঘটে। এই দশকে বিজ্ঞানীরা এমন কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরি করতে সক্ষম হন, যা স্ব-ড্রাইভিং গাড়ি চালাতে এবং রোগ নির্ণয় করতেও সক্ষম হয়।

আজ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) একটি দ্রুত বর্ধনশীল প্রযুক্তি। একে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে, যেমন স্বাস্থ্যসেবা, অর্থ, পরিবহন এবং বিনোদন। এর ভবিষ্যত খুবই উজ্জ্বল। এর সাহায্যে মানুষ এমন আরও মেশিন বা প্রযুক্তি তৈরি করতে সক্ষম হবে, যা মানব-জীবনকে আরও সহজ, আরও সুরক্ষিত, উন্নত এবং আরও আরামদায়ক করে তুলবে।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) এর প্রধান কিছু শাখা—

- মেশিন লার্নিং: মেশিন লার্নিং হলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) এর একটি শাখা, যা মেশিনকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শিখতে এবং পরিবর্তন করতে দেয়। মেশিন লার্নিং এর বিভিন্ন ধরনের অ্যালগরিদম রয়েছে, যেমন স্পেসিং মেশিন, ডেটা মাইনিং এবং নেটওয়ার্কিং।
- ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং: ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং হলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) এর একটি শাখা, যা কম্পিউটারকে মানুষের ভাষা বোঝা, বলার ও লেখার সক্ষমতা দেয়। ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এর বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে, যেমন ভাষা অনুবাদ, ভয়েস কন্ট্রোল এবং স্পীচ রিকগনিশন।
- রোবোটিক্স: রোবোটিক্স হলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) এর একটি শাখা, যা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র তৈরি এবং পরিচালনা করার সাথে সম্পর্কিত। রোবোটিক্স এর বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে, যেমন অটোমেশন, চিকিৎসা এবং সামরিক।
- কম্পিউটার ভিশন: কম্পিউটার ভিশন হলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) এর একটি শাখা, যা [illegible]কে ইমেজ বা চিত্র বুঝতে এবং বিশ্লেষণ করতে সক্ষমতা প্রদান করে। কম্পিউটার ভি[illegible]বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে, যেমন স্বয়ংচালিত গাড়ি, মুখ শনাক্তকরণ এবং ওসি[illegible]CR)।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) এর কিছু ক্ষতিকর দিক—

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) হলো একটি শক্তিশালী প্রযুক্তি যা আমাদের জীবনকে অনেকভাবেই পরিবর্তন করতে পারে। তবে এর কিছু ক্ষতিকর দিকও রয়েছে, যেগুলি থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

- বেকারত্ব: আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) এর অটোমেশন ক্ষমতা অনেক ধরণের কাজকে স্বয়ংক্রিয় করতে পারে, যার ফলে অনেক মানুষের চাকরি হারাতে পারে।
- বৈষম্য : আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) এর ব্যবহার কিছু গোষ্ঠীর মানুষকে অন্যদের তুলনায় বেশি বৈষম্যের শিকার করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) ব্যবহার করে এমন একটি ঋণদান প্রক্রিয়া তৈরি করা যেতে পারে যা ঋণের জন্য আবেদনকারীদের বর্ণ বা জাতিগত গোষ্ঠীর ওপর ভিত্তি করে তাদের ঋণ পাওয়ার সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে।
- সামরিক ব্যবহার : আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) এর ব্যবহার অস্ত্র এবং অন্যান্য সামরিক সরঞ্জামকে আরও শক্তিশালী এবং নির্ভুল করে তুলতে পারে। এটি যুদ্ধের ময়দানে ক্ষয়ক্ষতি এবং হতাহতদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে।
- অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা : আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) এর ক্ষমতা এতটাই শক্তিশালী যে এটি যদি অনিয়ন্ত্রিত হয় তবে এটি বিপজ্জনক হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI)-চালিত অস্ত্র সিস্টেম ভুল করে বেসামরিক লোকদের হত্যা করতে পারে।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) এর ক্ষতিকর দিকগুলি থেকে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। তাই আমাদের অবশ্যই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) এর বিকাশ এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

পারে। এই ক্ষেত্রে প্রযুক্তি আরও বিকাশ করছে এবং ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

নারীর ফিতনা দাজ্জালি শক্তির বিশেষ হাতিয়ার

ইতিপূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, প্রযুক্তির সাথে দাজ্জাল এবং দাজ্জালিয়তের একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, যার ভিত্তিতে দাজ্জালিয়ত আসলেই পুরো বিশ্বকে তার সিস্টেমে বন্দি করেছে। ভবিষ্যতে এটি আরও বেশি করে ধরে রাখতে থাকবে। দাজ্জাল ও দাজ্জালিয়ত নারীর ফিতনার সাথে সম্পর্কিত অনুরূপ একটি বিষয়। এই ফিতনার মাধ্যমেও দাজ্জালি শক্তি গোটা বিশ্বে তার পাকড়াও আরও মজবুত করেছে। দাজ্জালিয়তের এই দানব নারীদের ব্যবহার করে তেমনি বড় বড় সাফল্য অর্জন করেছে, যেমনটা প্রযুক্তি ব্যবহার করে সাফল্য অর্জন করছে। সে এখন আরও বেশি সাফল্য অর্জন করে চলছে। একটি বরকতময় হাদিসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

مَا تَرَكْتُ بَعْدِىْ فِتْنَةً اَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ) صحيح البخارى'ح:٥٠٩٦وصحيح مسلم 'ح:٢٧٤٠' (

আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যা মানুষের কল্যাণের জন্য হয় এবং যা মানুষের নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তাকে হুমকি দেয় না।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) এর ক্ষতিকর দিকগুলি থেকে বেঁচে থাকতে আমরা নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নিতে পারি—

- এক. আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) এর বিকাশ এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে নৈতিকতার উপর জোর দিতে হবে। এর বিকাশ এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে নৈতিকতাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আইন এবং নীতিমালা তৈরি করতে হবে।
- দুই. আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) এর অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। এর ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং এর অপব্যবহার রোধ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- তিন. আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) সম্পর্কে জনগণকে শিক্ষাদান এবং প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম বাড়াতে হবে। মানুষকে এর সুবিধা এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে আরও ভালভাবে বোঝাতে হবে।

মনে রাখবেন—আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) একটি শক্তিশালী প্রযুক্তি যা আমাদের জীবনকে অনেকভাবেই পরিবর্তন করতে পারে। তবে এর ক্ষতিকর দিকগুলি থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এবং এর বিকাশ করণ এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

(এই পাদটীকাটি গুগলের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স 'বার্ড' -এর সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে। কিছু জায়গায় ঈষৎ পরিবর্তনও করা হয়েছে। এর দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এআই প্রযুক্তি কত শক্তিশালী হচ্ছে ও দাজ্জালি শক্তি এর মাধ্যমে কী ভয়াবহ ভেলকিবাজি দেখাতে পারে, তা ফুটিয়ে তোলা। -অনুবাদক)

"আমি আমার পরে পুরুষদের জন্য নারীদের চেয়ে বড় কোন ফিতনা রেখে যাচ্ছি না।"[১১৪]

গভীরভাবে চিন্তার বিষয় হলো — শয়তানের আসল মিশন কী? আমরা আগের আলোচনায় পড়েছি—

لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ(٨٢) (صٓ)

'আমি অবশ্যই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব।'[১১৫]

অর্থাৎ এটাই হচ্ছে শয়তানের আসল মিশন, আসল লক্ষ্য। ইবলিস তার লক্ষ্য পূরণের জন্য নারীকেও ব্যবহার করেছে। মানবাধিকার, নারী অধিকার ও নারী স্বাধীনতার (Woman Lib) আকর্ষণীয় ও প্রতারণামূলক স্লোগান ধরিয়ে দিয়ে তাকে ঘরের চার দেয়াল থেকে বের করে এনেছে। তাকে মাহরামের হেফাজত থেকে বের করে বাজারে ও অফিসে নিয়ে সাজিয়ে এমন এক নির্মম সমাজের কাছে হস্তান্তর করেছে, যার বর্বরতার শিকার বহু নারী। একমাত্র তারাই রেহাই পাচ্ছেন, যারা মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও করুণার অধিকারী এবং যারা তাদের সীমার মধ্যে বসবাস করছেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

فأوّل مَن يتّبِعُه النِساءُ

'(দাজ্জাল বের হলে), নারীরা প্রথমে তাকে অনুসরণ করবে।'

অন্য হাদিসে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

'অধিকাংশ নারীরা দাজ্জালের অনুসরণ করবে, এমনকি পুরুষরাও তাদের নিজ ঘরে মা, বোন, মেয়ে ও স্ত্রীকে দাজ্জালের কাছে যাওয়ার ভয়ে বেঁধে রাখবে।'

বাস্তবতার দিকে লক্ষ্য করলে জানা যাবে যে, শয়তান ও দাজ্জালি শক্তি অনেক গভীরতার সাথে এটা উপলব্ধি করেছে। আজ সমাজে নগ্নতা ও অশ্লীলতার বাজার সরগরম, এতে ব্যবহৃত শ্রেণি হচ্ছে নারী। নারীর ক্ষমতায়নের মিথ্যা স্লোগান দিয়ে তারা ইসলাম সম্পর্কে এই ভুল বোঝাবুঝি ছড়িয়েছে যে, ইসলাম নারীদেরকে পর্দা ও দেয়ালে বন্দি করতে চায়। ইসলাম নারীকে পঙ্গু করে দিয়েছে এবং অর্ধেক

---

১১৪ সহিহ বুখারি, অধ্যাহ- বিবাহ, পরিচ্ছেদ: অশুভ স্ত্রীলোকদের থেকে দূরে থাকা। আল্লাহ্ বলেন : 'তোমাদের স্ত্রী আর সন্তানদের মধ্যে কতক তোমাদের শত্রু।' সুরাহ আৎ-তাগাবুন : ১৪, হাদিস : ৫০৯৬, সহিহ মুসলিম, অধ্যায়: কোমলতা, পরিচ্ছেদ: জান্নাতীদের অধিকাংশই দুঃস্থ-গরিব এবং জাহান্নামীদের অধিকাংশই মহিলা আর মহিলা জাতির ফিতনাহ প্রসঙ্গে, হাদিস : ২৭৪০

১১৫.সুরা সাদ : ৮২

জনসংখ্যাকে পঙ্গু করে দিয়েছে। অথচ একজন নারীকে পুরুষের পাশাপাশি কাজ করতে হবে। একজন পুরুষের সাথে সারা বিশ্বে নারীদের সমান অধিকার এবং অংশ ভাগ করতে হবে। আধুনিক সময়ে এই সকল স্লোগান দাজ্জালি এবং শয়তানি মিশনে সবচে' বড়ো এবং সবচে' কার্যকর অস্ত্র হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে।

দাজ্জালি ও শয়তানি লবি সমাজকে তাদের রঙে ঢালাই করতে অত্যন্ত চতুরতাপূর্ণ কৌশল গ্রহণ করেছে। প্রথমে স্বাধীনতা ও সাম্যের নামে নারীদের ঘর থেকে বের করে আনা হয়। তারপর ফ্যাশনের নামে তাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও সাজ-সজ্জাকে ফুটিয়ে তোলা পোশাক দিয়ে বাজার ভরে ফেলা হয়। অতঃপর কসমেটিক্স ও সাজগোজের বন্যা এনে শেষ পর্যন্ত নারীকে অর্ধনগ্ন অবস্থায় বাজারে প্রদর্শন করানো হয়। এভাবে দেখতে না দেখতেই নির্লজ্জতা সংস্কৃতি হয়ে ওঠে এবং সভ্যতার কোলে নগ্নতা আশ্রয় পায়।

তদুপরি এই দাজ্জালি সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের জন্য মিডিয়া এবং অন্যান্য উপায় ব্যবহার করা হয়েছিল। প্রথমত, সংবাদ ও তথ্য সম্প্রচার চ্যানেলের মাধ্যমে প্রতিটি ঘরে ঘরে টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্র দেখার প্রচারণা চালানো হয়েছিল। তারপর এর মাধ্যমে প্রতিটি বাড়িতে দাজ্জালি ও শয়তানি সভ্যতার শক্ত ঘাঁটি গাড়া হয়েছে। পশ্চিমাদের সমর্থিত এনজিও, তাদের নিয়ন্ত্রিত ও সুবিধাপ্রাপ্ত টিভি চ্যানেলের মালিক, দাজ্জালি এজেন্ট প্রতারক বুদ্ধিজীবী এবং তথাকথিত প্রগতিশীলরা নারীদের জুলুমের শিকার হওয়ার মিথ্যা দুঃখের আড়ালে নারীদেরকে স্বাধীনতার মায়াময় জীবনের স্বপ্ন দেখাতে শুরু করে।

তারা এমন একটি দর্শন তৈরি করেছে, যা অনুসারে নারীরা সর্বদাই নিপীড়িত এবং পুরুষরা নিপীড়ক হয়ে থাকে। তাই পুরুষের নিপীড়ন থেকে মুক্তি পেতে হলে নারীকে পুরুষের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে, যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং নিজের জীবনযাপন করতে পারে। এই দর্শন এগিয়ে গিয়ে 'আমার দেহই আমার ইচ্ছা' প্রতারণামূলক স্লোগান গ্রহণ করে। এভাবে নারীরা প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি উপস্থিত হতে শুরু করেছে। অত্যান্ত পরিহাসের বিষয় হলো—এই সাদাসিধা নারীরা জানেন না যে, এই দাজ্জালি সংস্কৃতি নারীর নিজেরই সবচে' বেশি ক্ষতি করেছে।

আগেকার যুগে নারী নিপীড়নের বিষয়টি ছিল ব্যক্তিবিশেষের সাথে সম্পর্কিত বা বেশিরভাগই একটি নির্দিষ্ট সমাজের অংশ ছিল। কিন্তু আজ শয়তানি ও দাজ্জালি সমাজ পুরো বিশ্বের নারীদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। এক্ষেত্রে সবচে' আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, নারীরা নিজেরাই তাদের শোষিত হওয়াকে অগ্রগতি হিসাবে বিবেচনা করছে। কারণ দাজ্জালি ও শয়তানি জাদু তাদের সবাইকে ধোঁকা ও

প্রতারণার জালে আটকে রেখেছে। নারী-পুরুষ সহশিক্ষা এবং অবাধ পরিবেশে চাকরি-ব্যবসা করা উন্নতি, প্রগতি এবং উৎকর্ষের মানদণ্ডে পরিণত হয়েছে। এর প্রাথমিক পরিণতিতে পরিবারব্যবস্থা আস্থাহীনতার শিকার হয়েছে। অবৈধ সম্পর্কের কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের হার বেড়েছে। নারী নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে। নির্দয় সমাজ তাকে ঘর থেকে বের করে বাজারে প্রদর্শন করতে চায়। পাশ্চাত্যের মত দেশেও 'সিঙ্গেল প্যারেন্ট'-এর প্রবণতা বাড়ছে। একজন নারী একজন মা এবং একজন পিতা উভয়টিই। অর্থাৎ বিচ্ছেদের পর নারী ঘরে মা হিসেবে সন্তানদের দেখাশোনা করছে, আবার বাবা হিসেবে বাইরে গিয়ে চাকরি বা ব্যবসা করছে। ফলে ঘর ও অফিস দুটোই সামলাতে হচ্ছে। এমন পরিবেশে জন্ম নেওয়া শিশুদের আল্লাহই একমাত্র রক্ষাকারী। মনে হয় উপরোক্ত হাদিসের উদাহরণ হলো এই যুগ। দাজ্জালের কাছে যাওয়ার অর্থ হলো—আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশকে উপেক্ষা করে সমাজের আচরণ বেছে নেয়া। আধুনিক সভ্যতার প্রভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ সম্পূর্ণ অমান্য করা, সতর ও হিজাবের আদেশ থোরাই কেয়ার করা, এবং গায়রে মাহরাম পুরুষদের সাথে অবাধ পরিবেশে পড়ালেখা করা বা কাজ করা, দাজ্জাল ও দাজ্জালি সমাজব্যবস্থার অনুসরণ করা নয়তো আর কী?

বর্তমান সমাজে একটা প্রবণতা হচ্ছে, মেয়েদের এমনভাবে শিক্ষিত করতে হবে, যাতে তারা উপার্জন করতে পারে। কেমন যেন ঘর ছাড়ার পরিকল্পনা শুরু থেকেই অন্তরে গেঁথে দেওয়া হচ্ছে। নারীর জন্য চিকিৎসা শিক্ষা, বিশেষ করে গাইনোকোলজির ক্ষেত্রে অনেক উপকারী। কিন্তু মেয়েদের এই শিক্ষালাভ জরুরি হলো, যাতে তারা মাতৃত্বকালীন সমস্যাগুলো সহজে মোকাবেলা করতে পারে। তাছাড়া প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শুধুমাত্র নারী শিক্ষক থাকাও শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত বিষয়। কিন্তু এগুলো ছাড়া কারিগরি, বিশেষ করে আইটি এবং ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদিতে নারীদের কাজের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ পাওয়ার সুযোগ খুব কম। আমরা যদি অর্থনীতির কথা বলি, তাহলে এখানে দেখতে হবে, যদিও শরিয়ত জীবিকার দায়িত্ব নারীর ওপর চাপায়নি, তবে প্রয়োজনে সে উপার্জন করতে পারে। তার জন্য শর্ত হলো, ওই আল্লাহর বান্দি যেন শরিয়তের সীমারেখার মধ্যে থেকে নিজের কাজ করেন।

অতএব, দাজ্জাল এবং দাজ্জালি ব্যবস্থা পুরুষদেরকে গোড়ালির নিচ পর্যন্ত পোশাক পরিয়ে দিয়েছে আর নারীদের জন্য পোশাককে একেবারে খাটো করে দিয়েছে। পশ্চিমা সমাজে পুরুষদের অফিসিয়াল পোশাক হলো প্যান্ট-কোট। শার্টের কলারও বন্ধ করে ওপর থেকে টাই বাঁধা থাকে। পায়ে মোজা আর বন্ধ বুট, যেন পুরোপুরি 'আবৃত'! বিপরীতে একজন নারীর পোশাক হলো একটি স্কার্ট বা মিনি-স্কার্ট, যাতে বুক খোলা থাকে। পায়ে আঁটসাঁট অথবা অর্ধেক বা আরও বেশি মুক্ত নেটযুক্ত

পোশাক থাকে, যা শরীরকে প্রকাশ করে দেয়। এ কেমন হাস্যকর আয়োজন। পশ্চিমা সমাজ নারীকে এমনভাবে বস্ত্রহীন করে রেখেছে যে, তা তারা খুশির সাথে গ্রহণ করে নিয়েছে। এখন সময়ের সাথে সাথে জামাকাপড় আরও বেশি টানটান, আঁটসাঁট এবং খাটো হয়ে আসছে। দুঃখের বিষয়, দীন ও ধর্ম থেকে দূরত্বের ফলে মুসলিম নারীরাও ধীরে ধীরে এই শয়তানি ফ্যাশনের শিকার হচ্ছে। আজ আঁটসাঁট পোশাক এত নর্মাল ও ব্যাপক হয়ে গেছে যে, মনে হয় ঢিলেঢালা পোশাক তৈরি করাই বন্ধ হয়ে গেছে। তারা কী হজরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসটি ভুলে গেছেন, যাতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا " .

জাহান্নামের এমন দুটি দল যা আমি এখনও দেখিনি—

এক হলো ওই সকল (নিষ্ঠুর) লোক, যাদের হাতে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে এবং তা দিয়ে মানুষকে মারবে।

অন্য দল হচ্ছে এমন সব নারী, যারা পোশাক পরেও নগ্ন দেখাবে। মানুষকে তার প্রতি এবং নিজেকে মানুষের প্রতি আকৃষ্ট কারী হবে। তাদের মাথা (চুল) বখতি উটের কুঁজের মত একদিকে ঢালু থাকবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং এর ঘ্রাণও নিতে পারবে না, যদিও জান্নাতের সুগন্ধ এত দূর থেকে আসবে।[১১৬]

নারীদের বাস্তব কর্মক্ষেত্র এবং দায়িত্বের কেন্দ্র ছিল তাদের নিজের ঘর। তার মূল দায়িত্ব ছিল তার সন্তানদের ভালো ও উচ্চ মূল্যবোধের ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া, তাদের ভালো নৈতিকতা ও আচার-আচরণে সুসজ্জিত করা এবং তাদের দীনী ফরজ-ওয়াজিব ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালনকারী হিসেবে গড়ে তোলা। এটা কোনো ছোট দায়িত্ব ছিল না, বরং চরিত্র গঠন ও নীতি-নৈতিকতার দিক থেকে এর চেয়ে বড় কাজ হতে পারে না। নারীদের সবচে' বড় দায়িত্ব ছিল নিজেকে ঘরের জন্য ওয়াকফ করা। নিজেদের সন্তানদের উচ্চ নৈতিকতা ও নীতিতে প্রশিক্ষিত করা। উচ্চ মূল্যবোধ ও মহৎ চরিত্রে উদ্বুদ্ধ করে সমাজের একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। নারীদের ঘরের চার দেয়ালে আবদ্ধ করার অর্থ তাদের পঙ্গু করে দেয়া নয়, বরং তাদেরকে সবচে' বেশি সক্রিয় রাখা, যাতে তারা উপার্জনের চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে

১১৬. সহিহ মুসলিম, অধ্যায়: জান্নাত, জান্নাতের নিআমাত ও জান্নাতবাসীদের বর্ণনা, পরিচ্ছেদ: দুর্দান্ত প্রতাপশালীরা জাহান্নামে এবং দুর্বলেরা যাবে জান্নাতে, হাদিস : ২১২৮

সমাজের জন্য সেরা মানুষ তৈরি করতে পারে। দুঃখের বিষয় হলো—তারা এই সব কর্তব্য ভুলে মাঠে-ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দেশ ও জাতির জানাজা বের করেছে। তাদের ত্রুটি এবং চরম অবহেলার ফলে সন্তানরা ভবঘুরে, বখাটে ও নির্লজ্জ হয়ে ওঠছে। অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে। এর পাশাপাশি সম্পদ বৃদ্ধির সাথে সাথেই নৈতিকতাও দেউলিয়া হয়ে পড়ছে। দুনিয়ার সাজ-সজ্জা বেড়েছে। মানবতার অবসান ঘটেছে। আজ পুরো পৃথিবীটাই প্রতারণা, ধোঁকা ও লোক দেখানোর আড্ডায় পরিণত হয়েছে। সর্বত্র নিপীড়ন চলছে। জবরদস্তি ব্যভিচারের বদলে সন্তুষ্টির সাথে জিনা ব্যাপক হয়ে ওঠেছে। এখন তো তাহজিব-তামাদ্দুন, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নীতি-নৈতিকতা মাতম করছে।

এই সমস্ত অপরাধের দায়ভার বর্তায় নারীদের ওপর। এবং যারা তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেয়, তাদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়, তাদের ওপর। একটু ভেবে দেখুন তো! পশ্চিমা জীবনধারার বাজারজাতকরণের জন্য কি মিডিয়াই দায়ী নয়? এরা আগে শুধু প্রিন্ট মিডিয়া ছিল। অতঃপর ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং এখন তা ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়? আর নারী-পুরুষ তা গ্রহণ করে একে অপরের সাথে অন্ধভাবে প্রতিযোগিতা করছে, কে বেশি আধুনিক হয়েছে? নিজেদের কথাবার্তা ও জীবনযাত্রায় পশ্চিমাদের কতটা নকল করছে? এখন তো বিষয়টি আধুনিক থেকে অতি আধুনিকতার দিকে যাচ্ছে। ইসলামের সমালোচনা এই আধুনিক শ্রেণীর কথোপকথনের প্রধান বিষয় হয়ে ওঠেছে। দীনের দায়িত্ব পালন তো দূরের কথা! আজ প্রযুক্তি এমন অদৃশ্য নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে যে, এখন ঘরের গোপনীয়তা, ঘরের লজ্জা-শরম বাইরে যেতে শুরু করেছে। বাইরে থেকে নোংরামি, বেহায়াপনা, নগ্নতা ও অশ্লীলতা ঘরে আসতে শুরু করেছে।

এবার আসা যাক সেই দিকে—যে সব নারীদের সম্পর্কে উপরোক্ত বরকতময় হাদিসে বলা হয়েছে যে, তারা দাজ্জালের সাথে থাকবে, পুরুষদের ওপর তাদের কী প্রভাব পড়তে পারে? অশ্লীলতা ও নগ্নতার আসল টার্গেট কারা?

এর উত্তর হচ্ছে—পুরুষ ও তার আখলাক- নৈতিকতা! মুসলিম সমাজে আমরা বলবো মুসলিমরা আর তাদের ঈমান! এটাই একমাত্র মিশন, যার উপর শয়তান এবং তার বংশধর জিন ও মানুষ দিনরাত কাজ করে যাচ্ছে। মানুষকে আল্লাহ থেকে বিমুখ করা এবং শয়তানের পথে পরিচালিত করা দাজ্জালের এজেন্ডা।

আধুনিক যুগে দাজ্জালিয়তের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র: স্মার্টফোন

দাজ্জালি শক্তি আধুনিক যুগে গোটা বিশ্বকে সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, পশ্চিমা গণতন্ত্রের নামে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা, অনৈতিকতা, নগ্নতা ও অশ্লীলতার ওপর ভিত্তি করে একটি সমাজ ব্যবস্থা দেওয়ার পর গত দশ থেকে পনেরো বছর ধরে

প্রতিটি মানুষকে স্বতন্ত্রভাবে নিয়ন্ত্রণ করার পরিকল্পনা করেছে। এর জন্য প্রদত্ত ডিভাইসটিকে বলা হয় স্মার্টফোন। যেটি শুধু স্মার্ট-ই নয় বরং একটি 'ভেরি স্মার্ট' ফোন। দিন দিন তার মধ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এটি এমন একটি টুল, যা দিয়ে 'যে কেউ' আপনার সকল তথ্য অ্যাক্সেস করতে পারে। একজন ব্যক্তির সম্পর্কে যত বেশি তথ্য থাকবে, তাকে বোঝা, নিয়ন্ত্রণ করা এবং তাকে নিজস্ব উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা তত সহজ হবে। এটি এমন একটি সত্য যা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন যে, দুই-তিনজন বন্ধু বসে কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলছে, তখনই আপনার স্মার্ট মোবাইল ফোনে বা সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই একই জিনিসের বিজ্ঞাপন বা তথ্য আসতে শুরু করেছে। কোনো জায়গায় যাওয়ার সময় অনেকক্ষণ থেমে থাকলে সাথে সাথে মেসেজ আসে যে আপনি অমুক অমুক জায়গায় থেমেছেন। তাই এই জায়গা সম্পর্কে তথ্য দিন আপনি এটি কেমন পেয়েছেন? কেমন যেন আপনার ভ্রমণের তথ্য কোথাও সংরক্ষণ করা হচ্ছে। একইভাবে, আপনি আজ কত কদম হেঁটেছেন, এটাও সে জানতে পারছে। আমরা খুব খুশি যে—দেখুন আমি আজ চার হাজার বা পাঁচ হাজার কদম হেঁটেছি। দেখুন কী দুর্দান্ত একটি সরঞ্জাম, যা আমাকে আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে।

একইভাবে কিছু অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে যা আপনার রক্তচাপ, অক্সিজেন স্যাচুরেশন এবং অন্যান্য তথ্য প্রদান করতে পারে। মূলত এটি প্রথমে আপনার তথ্য নিচ্ছে। তারপর সেই তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করছে এবং আপনাকেও কিছু তথ্য দিচ্ছে। এই সব তথ্য খুব সুন্দরভাবে স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে অন্যত্র সংগ্রহ করা হচ্ছে। আমার মনে হয় এ নিয়ে আর বেশি কথা বলার দরকার নেই। কারণ এগুলো স্মার্টফোন ব্যবহারকারী প্রত্যেকেই খুব ভালো করেই জানে।

কয়েকদিন আগে হোয়াটসঅ্যাপ ঘোষণা করেছে, আমরা এখন আপনার কাছ থেকে আরও কিছু তথ্য পাব। উদাহরণস্বরূপ বিপণনের ক্ষেত্রে, 'আমরা আপনার কাছে কিছু ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্য চাইব।' কিছু 'ইমানদার' অবিলম্বে তাদের মোবাইল ফোন থেকে হোয়াটসঅ্যাপ মুছে দিয়েছে। কিন্তু কয়েক দিন পরে এতে আবার ফিরে এসেছে। তারা ভয় পেয়েছিল যে, তারা জানে না হোয়াটসঅ্যাপ আমাদের কাছ থেকে কী তথ্য নেবে। আরে ভাই! সে অনেক তথ্য ইতোপূর্বে নিয়েই নিয়েছে, যা আমরা জানি না। ফেসবুক কিছু নিয়েছে কি না আমরা জানি না। আমাদের ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ রূপরেখা এই পৃথিবীতে কোথাও না কোথাও আমলনামার আকারে প্রস্তুত হচ্ছে। কতদিন কোন পদে ছিলাম, আমি জানি বা আমার খোদা জানেন। এছাড়া আর কেউ জানার কথা না। কিন্তু এই সকল ইনফরমেশন সংরক্ষণ করা হচ্ছে। মনে রাখবেন! আমরা যে ডিজিটাল কাজ করছি, তার একটিও ডিলিট বা নষ্ট হয় না। এত দিন তো শুনতেন যে, ভালো কাজ বৃথা যাবে না, এবং এটা স্পষ্ট যে আমরা

বিশ্বাস করি যে, কিরামান কাতিবিন তা লিখছেন। আজ আমরা নিজেদের সামনে দেখতে পাচ্ছি যে, এমন একটি স্মার্টফোন রয়েছে, যা নিজের মধ্যে অনেক তথ্য জমা করে রাখছে। এটি ক্রমাগত সংরক্ষণ করে চলেছে। এটিও উল্লেখ করা উচিত যে, একটি স্মার্টফোন অন্যদের কাছে যে তথ্য পাঠাতে পারে, তার মধ্যে কেবল অডিও, ভিডিও, ফটো এবং ফোনে সংরক্ষিত অন্যান্য ডেটাই অন্তর্ভুক্ত নয়, অফ বা স্ট্যান্ডবাই মোডে লাইভ অডিও এবং ভিডিওও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একইভাবে স্মার্টফোন ব্যবহারকারী লাইভ লোকেশন অন্য কোথাও শেয়ার হয়েই যাচ্ছে।

মোবাইল সফটওয়্যার নির্মাতা থেকে শুরু করে হ্যাকার, টেলিকম কোম্পানি, ফোন উৎপাদনকারী কোম্পানি, অপারেটিং সিস্টেম উৎপাদনকারী কোম্পানি, বিভিন্ন দেশের নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থার কাছে এই তথ্যের অ্যাক্সেস রয়েছে। এমনকি একজন সাধারণ হ্যাকারও খুব সহজেই কিছু তথ্য পেতে পারে। বলা হয়—'তালা চোরদের জন্য নয়', একইভাবে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানিগুলোর কাছে মোবাইল ফোনের গোপনীয়তা বা নিরাপত্তারও কোনো মর্যাদা নেই। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, মোবাইল ফোনের ক্যামেরা মোবাইল ফোনের দুই পাশে থাকে। পেছনের ক্যামেরা কভার করতে পারবেন কিন্তু সামনের ক্যামেরা বন্ধ করবেন কীভাবে? এটি এত ছোট এবং কম্প্যাক্ট যে আপনি এটি সহজে বন্ধ করতে পারবেন না। দেখা যাচ্ছে যে 'তাদের' প্রকৃত তথ্য তো ফোনের মালিকের প্রয়োজন, অন্যদের নয়। উপরন্তু আপনি ফোনের মাইক্রোফোন বন্ধ করতে পারবেন না! কেমন যেন এই জিনিসটি প্রতিটি স্মার্ট ফোন মালিকের মনে রাখা উচিত যে, এই ফোন ব্যবহার করার সময় তাদের কোন গোপনীয়তা-ই নিরাপদ নয়।

এই মুহূর্তে স্মার্টফোন অ্যাপ্লিকেশনগুলি ব্যবসা এবং বিপণনের নামে আমাদের কাছ থেকে আমাদের ডেটা নিয়ে যাচ্ছে। আমরাও এই সকল অ্যাপ্লিকেশনকে খুব আগ্রহের সাথে এই ডেটা দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু চিন্তা করে দেখুন, যখন তারা এই সকল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে জেনে গেছে যে, আমার ব্যক্তিত্ব কী, আমার পছন্দ-অপছন্দ কী, আমার বন্ধু কারা, আমার চিন্তাভাবনা কী, আমার স্থান ও সময় কী, তখন আমাকে সামলানো ও কন্ট্রোল করা তাদের করার জন্য কত সহজ হবে?

আর আল্লাহর রহমতে দাজ্জাল ও তার সিস্টেমের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে তারা জানবে কীভাবে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, কীভাবে তাকে হত্যা করতে হবে। তারা আমার গোপনীয়তার পাশাপাশি আমাকে প্রকাশ্য অবস্থা সম্পর্কেও জানে। আমার ব্রাউজিংয়ের কারণে আমি কী ভাবছি তাও জানতে পারছে। সকল তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ যদি আপনি একটি বাচ্চার ব্যাপারে জানেন যে, এই বাচ্চাটি অমুক এবং অমুক জিনিস পেলে খুশি হবে; আপনাকে মান্য করবে, তাহলে আপনি তার জন্য এমন কিছুই আনবেন, যা সে গ্রহণ করবে। এটা খুবই সহজ, তারা জানে

যে অমুক এবং অমুক ব্যক্তির এই প্রোফাইল রয়েছে। আমরা কীভাবে তাকে পরিচালনা করতে পারি, যাতে সে আমাদের শত্রু হয়ে না যায়।

স্মার্ট ফোনের ব্যাপারে বলা হয় যে, আমরা হাতে গোয়েন্দা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। দুই বছর আগে আমি তানজিমে ইসলামির বার্ষিক সভায় বলেছিলাম—'সুখী ও খোশনসিব মানুষ তারাই যারা স্মার্টফোন ব্যবহার করে না।' আমি এটা দুই দিক থেকে বিবেচনা করে বলেছিলাম—

- প্রথমত, তাদের ব্যক্তিত্বের কোনো ভার্চুয়াল 'আকৃতি' নেই, যার ভিত্তিতে সেই ব্যক্তির তথ্যের মাঝেও প্রযুক্তির খুব বেশি প্রবেশাধিকার নেই।
- আর দ্বিতীয়ত, সেই ব্যক্তি স্মার্ট ফোনের সুবাদে বেহায়াপনা, নগ্নতা ও অশ্লীলতার প্রলয় থেকে নিরাপদ।

এ অর্থে কিয়ামতের দিনই জানা যাবে এ ধরনের মানুষ কত ভাগ্যবান।

আমাদের করণীয়

বর্তমানে আমাদের সমাজে তো কুদৃষ্টির সয়লাব চলছে। গান-বাদ্য ও মিউজিক ব্যাপক হয়ে গিয়েছে। মোবাইলে মিউজিক ছাড়া কোনো রিংটোনই নেই। বর্তমানে কিছু প্রযুক্তি বেশ ভয়ানক হিসেবে দেখা দিচ্ছে, যার মাঝে প্রথম কাতারে রয়েছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা)। দাজ্জালি শক্তি ধীরে ধীরে তাদের ঘেরাও ছোট করে নিয়ে আসছে। তারা আমাদের ওই সকল কথা প্রচার করতে বাঁধা দিচ্ছে, যা তাদের পছন্দ নয়। যেমন নামুসে রিসালাত ও নবিজির অবমাননার বিরোধিতা সংক্রান্ত আলোচনা এবং জিহাদ সংক্রান্ত বিষয়াদি চ্যানেল ও প্লাটফর্মগুলোতে প্রকাশ করতে দিচ্ছে না। চুন থেকে পান খসলেই ব্যান করে দিচ্ছে। তো যারা এই সকল মিডিয়া বা প্লাটফর্মগুলোতে থাকতে চান বা এগুলোটে দীনী কাজ করছেন, তারা নিজেদেরকে কিছুটা সংকীর্ণ করে তুলছেন, কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করছেন। তারা কথা কিছুটা এমন আন্দাজে বলছেন, যাতে এই দাজ্জালি গোষ্ঠী তাদের চ্যানেল, পেজ বা আইডি বন্ধ করে না দেয়।

বেশ কিছু সময় পর ইতোমধ্যে যে বিষয়টি সবার সামনে এসে গেছে, সেটি হলো টেকনোলোজির অভূতপূর্ব উন্নতি। টেকনোলোজিও বর্তমানে এমন অবস্থানে এসেছে যে, কিছু কিছু এপস ভয়াবহ অনেক ব্যাপার নিয়ে কাজ করছে। তার মাঝে একটি হলো ডিপফেক প্রযুক্তি[১১৭]। ধরুন- আকৃতি ডাক্তার সাহেবের, কথাও বলছেন

---

১১৭ ডিপফেক পরিচিতি—
ডিপফেক হলো একটি প্রযুক্তি, যা মানুষের মুখের ভিডিও বা ছবিকে অন্য কারও মুখের ভিডিও বা ছবির সাথে পরিবর্তন করতে ব্যবহার করা যায়। এটি একটি শক্তিশালী প্রযুক্তি যা রাজনৈতিক প্রচার, প্রতারণা এবং বিভিন্ন ক্ষতিকারক উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

ডিপফেক কীভাবে কাজ করে—
ডিপফেক প্রযুক্তি তৈরি করতে, একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) মডেলকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যা একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির মুখের ছবিগুলিকে চিহ্নিত করতে পারে। এই ছবিগুলি ব্যবহার করে এআই মডেল একটি নতুন ভিডিও বা ছবি তৈরি করতে পারে, যাতে নির্দিষ্ট ব্যক্তির মুখটি অন্য কারও মুখের সাথে প্রতিস্থাপিত হয়।

ডিপফেক-এর ইতিহাস —
ডিপফেক প্রযুক্তি প্রথম ২০১৭ সালে জনসাধারণের কাছে পরিচিত হয়েছিল। তখন একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল, যাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে একটি বিতর্কের সময় একটি আপত্তিকর মন্তব্য করতে দেখা যায়। পরে দেখা যায় যে এই ভিডিওটি একটি ডিপফেক ভিডিও ছিল।
ডিপফেক প্রযুক্তি একটি নতুন প্রযুক্তি, কিন্তু এটি দ্রুত উন্নত হচ্ছে। ভবিষ্যতে, ডিপফেক প্রযুক্তি আরও বাস্তব এবং আরও কঠিন হয়ে উঠতে পারে। এটি আমাদের জীবনে আরও বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

ডিপফেক প্রযুক্তির সম্ভাব্য কিছু ক্ষতিকারক দিক হলো—

ডাক্তার সাহেব, কিন্তু কথাগুলো তার নয়। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে তার কথা এমন সুক্ষ্ম ও নির্ভুলভাবে বলানো হবে, এটা যে তিনি নন, তা আপনারা আন্দাজই করতে পারবেন না। তার ঠোঁট নড়ছে, মুখ নড়ছে, চোখ নড়ছে, তার পুরো শরীর নিশ্চিত করছে 'ইনিই ডাক্তার সাহেব!', অথচ বাস্তবে তিনি নন। এখানে হয়তো তার আদর্শের বিপরীত কথাও শুনতে পাবেন।

এই প্রযুক্তি ইতোমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে। অনেক এপস দিয়ে অলরেডি এই ধরনের ডিপফেক ভিডিও বানানো হয়েছে। এবার আপনি চিন্তা করেন আগামীতে এটি আরও কি ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে। আর এর ফলাফলও কত ভয়ানক হতে পারে। কেননা গুগল ইউটিউবের ওপর তো মানুষের এতই ঈমান যে, আল্লাহ ক্ষমা করুন, কেমন যেন এটা আসমানি গ্রন্থ। সেখানে যদি এমন কিছু এসে যায়, তাহলে কি অবস্থা হবে?

এখনই তো বিভিন্ন ব্যক্তি বলে থাকেন যে, 'আমার যে ভিডিওটা ভাইরাল হয়েছে, সেটা মিথ্যা; প্রযুক্তির কারসাজি। আমি এভাবে কিছু বলিনি'। এভাবেই মানুষকে

এক. রাজনৈতিক প্রচার: ডিপফেক প্রযুক্তি ব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রচারকে আরও প্রভাবশালী করে তোলা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি ডিপফেক ভিডিও তৈরি করা যেতে পারে, যাতে একজন রাজনীতিবিদকে কিছু বলে বা করে দেখানো হবে, যা আসলে সে বলে বা করেনি। এটি ভুল তথ্য ছড়িয়ে দিতে এবং জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

দুই. প্রতারণা : ডিপফেক প্রযুক্তি ব্যবহার করে, মানুষকে প্রতারিত করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি ডিপফেক ভিডিও তৈরি করা যেতে পারে, যাতে একজন বিখ্যাত ব্যক্তিকে কিছু বলে বা করে দেখানো হয় যা আসলে সে বলে বা করেনি। এটি মানুষকে অর্থ প্রদান করতে বা অন্যভাবে ক্ষতি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

তিন. অনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার : ডিপফেক প্রযুক্তি ব্যবহার করে, অনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি ডিপফেক ভিডিও তৈরি করা যেতে পারে যাতে একজন ব্যক্তিকে কিছু বলে বা করে দেখানো হয় যা আসলে সে বলে বা করেনি। এটি ব্যক্তির খ্যাতি নষ্ট করতে বা তাকে ক্ষতি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ডিপফেক প্রযুক্তি একটি শক্তিশালী প্রযুক্তি যা আমাদের জীবনে অনেকভাবেই প্রভাব ফেলতে পারে। তবে ডিপফেক প্রযুক্তির সম্ভাব্য ক্ষতিকারক প্রভাবগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং এগুলি এড়াতে পদক্ষেপ নিতে হবে।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, ডিপফেক প্রযুক্তির সাথে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ডিপফেক প্রযুক্তি তৈরি করতে যে এআই মডেলগুলি ব্যবহার করা হয় সেগুলিকে সাধারণত গভীর লার্নিং মডেল বলা হয়। গভীর লার্নিং মডেলগুলি হলো একটি ধরনের মেশিন লার্নিং মডেল যা প্রচুর পরিমাণে ডেটা দিয়ে প্রশিক্ষিত হয়। এই ডেটা ব্যবহার করে, গভীর লার্নিং মডেলগুলি মুখের ছবিগুলিকে চিহ্নিত করতে এবং একটি নতুন ভিডিও বা ছবি তৈরি করতে পারে, যাতে নির্দিষ্ট ব্যক্তির মুখটি অন্য কারও মুখের সাথে প্রতিস্থাপিত হয়।

(এই পাদটীকাটি গুগলের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স 'বার্ড' -এর সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে। কিছু জায়গায় ঈষৎ পরিবর্তনও করা হয়েছে। এর দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এআই প্রযুক্তি কত শক্তিশালী হচ্ছে ও দাজ্জালি শক্তি এর মাধ্যমে কী ভয়াবহ ভেলকিবাজি দেখাতে পারে, তা বুঝতে সহজ হয়। -অনুবাদক)

ধোঁকা দেয়ার জন্য, বিপদে ফেলার জন্য এই প্রযুক্তি আরও উন্নত ও স্মার্ট হবে। দাজ্জালের আগমন যতই নিকটবর্তী হবে, এই প্রযুক্তির ভয়াবহতা ততই ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে।[১১৮]

---

১১৮ ডিপফেক আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি ভয়াবহ পর্যায়ে চলে গেছে, তা বুঝতে আপনারা মিরাজ হুসাইন (Mayraj Hossain) নামের সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারী একজন ব্যক্তির এই পোস্টটি পড়ুন! তার অনুমতিতে আলোচ্য বিষয় ভালোভাবে বুঝার সুবিধার্থে পোস্টটি ঈষৎ পরিমার্জন করে নিম্নে পেশ করা হলো—

অনলাইনে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ট্রেন্ড দেখা যায়। কয়েকবছর আগে একটা ট্রেন্ড ছিল 'মিরর সেলফি' তুলে আপলোড দেয়ার। মানুষ ওয়াশরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়েও ছবি তুলত। অন্যান্য ট্রেন্ডের মত মেয়েরাই এই প্রতিযোগিতায় এগিয়ে ছিল যতদূর মনে পড়ে।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্সের বিভিন্ন সার্ভিসের পাশাপাশি ব্যাপক জনপ্রিয় একটা সার্ভিস হচ্ছে পরিধেয় বস্ত্র খুলে ফেলার আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স। ভারত এবং বাংলাদেশে ইতিমধ্যে কয়েকটা সার্ভিস ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়েছে।

এটা কীভাবে কাজ করে? ছবিতে থাকা মেয়ের স্কিনটোন, চারপাশের লাইটিং কন্ডিশনের সাথে মিল রেখে একটা বডি জেনারেট করে যেখানে কোনো কাপড় থাকে না। এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) সার্ভিসের Accuracy বেশি না হলে এত জনপ্রিয় হতো না। সে আরো সুনিপুণভাবে এই কাজটা করার জন্য বেটার রিসোর্স হিসেবে ওয়াশরুমের মিরর সেলফিগুলো কাজে লাগতে পারে।

আপনি ভাবছেন আমার তো এমন কোনো সেলফি তোলা নেই। আমি সাধারণ ছবি আপলোড করি যেখানে আমার চেহারাটাই শুধু দেখা যায়। The bad news is, এটাই যথেষ্ট! হ্যাঁ, আপনার চেহারা দিয়েই আপনার কৃত্রিম শরীর, এরপর শরীর থেকে কাপড় খুলে ফেলা সবকিছুই করা সম্ভব।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) এর জনপ্রিয় একটা সার্ভিস হচ্ছে "Generative Fill" অর্থাৎ একটা ছবির কিছু অংশ থাকলে, ছবিটাকে আপনি রিসাইজ করে এক্সপ্যান্ড করতে পারবেন। ধরুন একটা ছবি তুলেছেন, যেটায় আপনার গলা থেকে নিচের অংশ নেই। জেনারেটিভ ফিলের মাধ্যমে এটা তৈরি করে ফেলা সম্ভব।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি আপলোডের ব্যাপারে শরঈ নিষেধাজ্ঞা থাকায় আমরা আগে থেকেই মেয়েদের ছবি আপলোডের ব্যাপারে সতর্ক করতাম। কিন্তু এখন ক্ষতিটা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছেন।

অনেকেই ভাবছেন, আমার ফেক ছবি তৈরি করলে এটা তো বোঝা যাবে। আমার কী?

আসলে সবক্ষেত্রে ব্যাপারটা সত্যি না। আপনার যে ছবিটা কৃত্রিমভাবে বানানো হবে সেগুলো এতটাই রিয়েলিস্টিক যে আপনি অস্বীকার করতে হলে আপনার শরীরের সাথে সেটার পার্থক্য তুলে ধরতে হলে, আপনি কখনো এমন ছবি তোলেননি প্রমাণের জন্য বিবস্ত্র হয়ে প্রমাণ দিতে হবে।

ঘুরেফিরে জিনিসটা কী দাঁড়ালো? বাংলাদেশে এই সার্ভিসগুলো ব্যাপক জনপ্রিয় হওয়ার মানে কী? যারা এগুলো করছে তারা আপনার আশেপাশের লোকজন। আপনার অগোচরে ছবি তুলে, ভিডিও করে এমন এমন জায়গায় পৌঁছে দিতে পারে, যেগুলোর কথা আপনি কখনো কল্পনাও করেননি। সোশ্যাল মিডিয়ায় যা কিছু করছেন সবকিছুর ফুটপ্রিন্ট থেকে যাবে। আপনার আপলোডকৃত ছবি যদি অনলি ফ্রেন্ডসও করা থাকে সেগুলো ছড়িয়ে দিতে খুব একটা কসরত করা লাগবে না।

অনেক বোন আল্লাহর আদেশ অমান্য করে ছেলেদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এমনকি বয়ফ্রেন্ডকে বিশ্বাস করে যারা ছবি দেন, অবৈধ সম্পর্কে থেকে বিভিন্ন গোপন ছবি, কিংবা সেজেগুজে ছবি দিচ্ছেন এগুলো আপনার কাছে নিতান্ত ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হলেও অপরপ্রান্তের মানুষের কাছে এগুলো অ্যাসেট। এগুলো বিক্রি করে টাকা ইনকাম করা সম্ভব। এছাড়াও নিজের ফ্রেন্ড সার্কেলে শেয়ার করে, বন্ধুদেরকে দেখিয়েও নিজেকে 'কুল ডুড' প্রমাণ করা ছেলের অভাব নেই।

সুতরাং এই বিভ্রান্তি ও ফিতনা থেকে বাঁচতে আমাদের কিছু বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে—

এক. টেকনোলোজির ব্যবহার সতর্কতার সাথে করতে হবে। এটা আখলাকি নিরাপত্তার দিক থেকেও যেমন জরুরি, তেমনি অন্য দিক থেকেও জরুরি। কেননা এটা নিশ্চিত যে, আপনার প্রতিটি তথ্য কোথাও সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

দুই. টেকনোলোজির ওপর পুরোপুরি সীমাবদ্ধ ও নির্ভরশীল হওয়া যাবে না। এই তো কিছু দিন পূর্বে গুগল সাময়িক অফ হয়ে গিয়েছিল, তখন আমাদের কন্টাক্ট নম্বর মুছে যায়। কেমন যেন পুরো দুনিয়ার ওপর ও নিচের অবস্থা স্থবির হয়ে যায়। সকল ন্যাভিগেশন বন্ধ হয়ে যায়। ধরুন আপনার যদি জিমেইল অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যায়, তখন আপনার অবস্থা পাগলপ্রায় হয়ে যায়; কারণ আপনার সকল কন্টাক্ট তো ওখানেই। তাই আসলে এটার প্রিন্টআউট রাখা উচিত।

তিন. টেকনোলোজি ব্যবহারের প্রথম কারণ দীনের প্রচার-প্রসার হওয়া উচিত। এটা কত শক্তিশালী ও প্রভাব সৃষ্টিকারী, তা আশা করি সবাই কমবেশি জানেন ও বুঝেন।

চার. কুদৃষ্টি থেকে যতটা সম্ভব বেঁচে থাকটে হবে। চোখ তো আর বন্ধ করে চলতে পারবেন না। উচিত তো হলো, এটা একেবারেই ব্যবহার না করা। যদিও ব্যবহার করতেও হয়, তাহলে সতর্ক থাকতে হবে। কোন কুদৃষ্টি হয়ে গেলেও লজ্জিত হতে হবে। আফসোস থাকতে হবে। আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করতে হবে।

পাঁচ. অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করতে হবে। আল্লাহর জিকিরের ফলে শয়তানের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে। অদেখা শয়তান তো আমাদের সাথে আছেই। আর দৃশ্যমান শয়তান (স্মার্টফোন) তো আমরা পকেটে নিয়ে চলি। তাই জিকিরে জিকিরে থাকতে হবে।

আপনি হয়তো ভাববেন অন্য কেউ এমন হলেও আমার বয়ফ্রেন্ড এমন না, সে আলাদা, তাকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করা যায়। চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করা হয় দেখেই এগুলো ছড়ায়। কাকে বিশ্বাস করতে হবে, কাকে অবিশ্বাস করবেন এই ব্যাপারে যদি সবার পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকতোই তাহলে লিকড ছবি, ফুটেজের এত বিশাল মার্কেট আমাদের দেশেই গড়ে উঠত না।

নিজের পবিত্রতার ব্যাপারে মেয়েরা আগে কোনো সময় এত বেখেয়াল ছিল কি না তা আমার জানা নেই। ফেক ছবি দিয়ে হ্যারাসমেন্ট, কলেজের আবাসিক হলের ওয়াশরুমে গোপন ক্যামেরা লাগিয়ে ব্ল্যাকমেইল, ব্রেকাপের পর বয়ফ্রেন্ডের ব্ল্যাকমেইলসহ এত এত কেস ডেইলি হচ্ছে যে, এগুলোর পরিমাণ দেখে আপনি বলতে বাধ্য হবেন যে, 'মেয়েদের ইজ্জত বর্তমানে সবচেয়ে সস্তা জিনিসে পরিণত হয়েছে।' মেয়েরা নিজেরা সাবধান না হলে মনুষ্যরূপী পশুদেরকে ভয়ভীতি দেখিয়ে কখনোই কোনো লাভ হবে না।

এখানে বড়দের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নসিহত মনে রাখবেন—

'নিজের ভিতর থেকে দাজ্জালকে বের করুন! মুহাব্বত আল্লাহকে করুন, দুনিয়াকে নয়। তলব আখেরাতকে করুন, দুনিয়া নয়। রুহের ফিকির করুন, শরীরের নয়। স্বীয় ইমানকে এত মজবুত করুন যে, দাজ্জাল যদি আমাদের জীবনকালে এসে যায়, তাহলে যেন আমরা তার মোকাবেলা করতে পারি।'

ছয়. আসহাবে কাহাফের মত আমাদেরকেও ভার্চুয়াল গুহা বানাতে হবে। অর্থাৎ যে ভার্চুয়াল জগত হবে আমাদেরই দুনিয়া। সেখানে আমাদের সমমনাদের বিচরণ থাকবে। এর পরিবেশকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোচনা দিয়ে সুসজ্জিত করতে হবে। এতে দাজ্জালি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তো সতর্ক করা হবেই, এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন চেষ্টা-প্রচেষ্টাও চলমান থাকবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

নোট : উস্তাদ আসিফ হামিদ হাফিজাহুল্লাহ ২০২২ সালের তানজিমে ইসলামির সালানা ইজতিমায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই বক্তব্যটি লিখিত পাঠ করেন। পরবর্তীতে তানজিমে ইসলামির মাসিক মুখপত্র 'মিসাক' -এ কিস্তিতে প্রকাশ করা হয়। 'ফিতনায়ে দাজ্জাল আওর দরপেশ আমদাহ চ্যালেঞ্জ' শিরোনামে এর তিনটি পর্ব যথাক্রমে ১ম পর্ব এপ্রিল ২০২২ ইং, দ্বিতীয় পর্ব জুলাই ২০২২ ইং এবং তৃতীয় পর্ব আগস্ট ২০২২ ইং সালে প্রকাশিত হয়।

আজকের পৃথিবী যুদ্ধ, সংঘর্ষ, রক্ত ও ধ্বংসযজ্ঞের ফলে উত্তপ্ত হয়ে আছে। মানবজাতি এক চূড়ান্ত পরিণতির অপেক্ষায় রয়েছে। পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলোর ভবিষ্যৎবাণী বলছে কেয়ামতের আগে পৃথিবীজুড়ে এক বিস্তৃত ও সর্বব্যাপী লড়াই সংগঠিত হবে! এটি হবে শুভ-অশুভর চূড়ান্ত লড়াই! হক-বাতিলের চূড়ান্ত যুদ্ধ! এই যুদ্ধের ফলে বিশ্বের বর্তমান মানচিত্রই আমূল বদলে যাবে। নতুনভাবে বিশ্ব-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে।
খ্রিস্টীয় বিশ্বাস মতে 'ইতিহাসের এই মহারণক্ষেত্রে 'যিশু' শয়তানি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে সত্যের জয় ছিনিয়ে আনবেন।' আর ইহুদিরা মনে করে 'মহাপ্রলয়ের আগে এই মহাযুদ্ধে ইহুদিজাতির ত্রাণকর্তা (শান্তির বাদশাহ) 'মালেকুস সালাম' (একচোখ বিশিষ্ট দাজ্জাল) -এর নেতৃত্বে দুনিয়াব্যাপী ইহুদিদের একচ্ছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।'

কিন্তু মুসলিম জাতি বিশ্বাস করেন 'কেয়ামতের আগে নেতৃত্বশূন্য মুসলমানদেরকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ইমাম মাহদি আগমন করবেন। তাঁর নেতৃত্বে মুসলমানরা 'শাম দেশে' মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। ওই যুদ্ধে মুসলমানদের চূড়ান্ত বিজয়ের সন্ধিক্ষণে আকাশ থেকে ফেরেস্তার ডানায় ভর করে হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম নেমে আসবেন। তিনি ওই একচোখা দাজ্জালকে হত্যা করবেন।'

এটিই হচ্ছে আল-মালাহামতুল উজমা! দ্য ব্যাটল অব আরমাগেডন! ইহুদী-খ্রিস্টানরা কীভাবে এই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে! দাজ্জালের অগ্রগামী বাহিনী কীভাবে ষড়যন্ত্রের ঘেরাও ছোট করে আনছে! অত্যাধুনিক টেকনোলোজি কীভাবে দাজ্জালি শক্তির জন্য আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে! ডাক্তার ইসরার আহমদ রহঃ আজীবন এই ব্যাপারে উম্মাহকে সতর্ক করে গিয়েছেন। শেষ যুগে ঘটিতব্য হক-বাতিলের চূড়ান্ত লড়াই সম্পর্কে জানতে পড়ুন 'দ্য ব্যাটল অব আরমাগেডন'।

cover : https://eliyas.pyhood.com/ 01799030807